উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরদিন রংদার রোববারের প্রচ্ছদে কী থাকতে পারে ওই প্রসঙ্গ ছাড়া? রইল আজকের নারীদের স্বাধীন ভাবনা নিয়ে তিনটি পর্যালোচনা, তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

নারী, তুমি স্বাধীনতা

১৩ থেকে ১৬-র পাতায়

ভারতকে নিশানা ট্রাম্পের

ভারতকে কৌশলগতভাবে বিপাকে ফেলার চেষ্টা ট্রাম্পের। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, আমেরিকার পণ্য থেকে শুল্ক ছাঁটাই করছে ভারত সরকার। এই ঘোষণার পরই জলঘোলা শুরু দিল্লিতে। ৭

মণিপুরে হিতে বিপরীত

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কথামতো অবরোধ তুলতে গিয়ে ফের অশান্ত মণিপুর। সংঘর্ষে নিহত ১। জখম হয়েছেন ২৭ জন নিরাপত্তাকর্মী। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	১৭°	৩২°	১৬°	৩২°	১৬°	৩১°	১৬°

জেলা স্তরের কমিটি স্থগিত

ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে তৃণমূলে জেলা স্তরে কোনও কোর কমিটি এখনই হচ্ছে না। দলের জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বেই কর্মীরা ওই কাজ করবেন। ৩

২৪ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার ৭.০০ টাকা 9 March 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 289

গোরু চুরির প্রতিবাদে অবরোধ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৮ মার্চ : বেশ কিছুদিন ধরে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকজুড়ে একাধিক গোরু চুরির ঘটনা ঘটছিল। সেই কারণে গ্রামবাসীর মধ্যে চাপা ক্ষোভ ছিলই। শুক্রবার মধ্যরাতে ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগারখানা এলাকা থেকে ফের তিনটি গোরু চুরি হওয়ায় সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে শনিবার। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বক্সিরহাট-হরিরহাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে তাদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ চলে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত দু'মাসে এই এলাকা থেকে ২১টি গোরু চুরি হয়েছে। গোরু চুরি নিয়ে পুলিশের কোনও মাথাব্যথা নেই। তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বালি-পাথরবোঝাই লরি, ডাম্পার থেকে তোলা তুলতেই বেশি ব্যস্ত থাকছে।

তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান্নিধারা মনোজ কুমার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই এলাকায় পুলিশি নাকা চেকিং পয়েন্ট বসানো হয়েছে। রাতে ও দিনে আরও টহলদারি বাড়ানো হবে।'

এদিকে, আচমকা অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয় রাজ্য সড়কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বক্সিরহাট থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। কিন্তু দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার না পর্যন্ত আন্দোলন

পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ

চালিয়ে যাবেন বলে সাফ জানিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের পর পরবর্তীতে চুরির ঘটনা রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

এরপর বারোর পাতায়

রাজকীয় মেজাজে

ভারতের কাছে আজ বদলার ফাইনাল

দুবাই, ৮ মার্চ : ১৫ অক্টোবর ২০০০ সাল। কেনিয়ার নাইরোবি জিমখানার মাঠে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল। ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শতরানের পরও নিউজিল্যান্ডের কাছে ম্যাচ হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। ক্রিস কেয়ার্নসের ব্যাটিং ঝড়ের সামনে পরাজিত হয়েছিল সৌরভের ভারত।

সেই ফাইনালের পঁচিশ বছর পার। মাঝে ক্রিকেটে বহু বদল হয়েছে। সেদিনের ফাইনালে শতরানের পরও অধিনায়ক হিসেবে সৌরভ তাঁর দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আগামীকাল দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে কি আর দেখা যাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে?

শুধু একা রোহিতই নন। সব ঠিকমতো চললে নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ কেন উইলিয়ামসনও আগামীকাল একদিনের ক্রিকেটে তাঁর শেষ ম্যাচ খেলতে চলেছেন বলে খবর। রোহিতের মতোই উইলিয়ামসনও

তাঁর কেরিয়ার নিয়ে জল্পনা জিইয়ে রেখে কাল ফাইনাল খেলতে নামছেন। দুই শিবিরের দুই তারকার একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সম্ভাবনার মাঝে অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছে মন্থর পিচে স্পিন বনাম স্পিনের যুদ্ধ। আরও স্পষ্ট করে বললে, কিউয়ি ব্যাটিং বনাম ভারতের

এরপর বারোর পাতায়

নিগমে তোলাবাজি, অভিযুক্ত শ্রমিক নেতা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৮ মার্চ : নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার্স অ্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপেশ দাসের বিরুদ্ধে এনবিএসটিসি'র চালক, কনডাক্টরদের থেকে তোলা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। তবে ওই অভিযোগ বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, অভিযোগ উঠেছে খোদ সংগঠনেরই অন্য গোষ্ঠীর থেকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে কোচবিহার এনবিএসটিসি'র ডিপোর ইউনিয়ন ঘরে হুলুস্থুল বেধে যায়। দীপেশকে কার্যত ধাক্কা দিয়ে ইউনিয়ন অফিস থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন দাবি করেছেন দীপেশ। তিনি বলেন, 'আমি এনবিএসটিসি ইউনিয়নের ২১টি ডিপোর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আমাকে ইউনিয়ন অফিসে তিনদিন ধরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কোনও আর্থিক তছরুপের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে নেই। আমাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব করা হচ্ছে।'

সংগঠনের কোচবিহার ডিপোর কার্যনিবাহী সভাপতি রাজেশ চৌধুরী জানান, দীপেশের বিরুদ্ধে কর্মীদের নানা অভিযোগ রয়েছে। স্টাফদের কাছ থেকে নানাভাবে টাকা তুলতেন তিনি। কিন্তু স্টাফরা তাঁর ভয়ে কথা বলতে পারছিলেন না।

এরপর বারোর পাতায়

কোচবিহার স্টেশনের ভার মহিলাদের হাতে

সহকর্মীকে মিষ্টিমুখ। নারী দিবসে কোচবিহার স্টেশনে। -জয়দেব দাস

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৮ মার্চ : আরপিএফ থেকে টিকিট পরীক্ষক, কাউন্টার থেকে টিকিট দেওয়া, এমনকি স্টেশনের বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনা সবটাই সামলাবেন মহিলারা! শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নতুন পথ চলা শুরু হল কোচবিহার স্টেশনে। জেলার সবচেয়ে পুরোনো এই স্টেশনটিকে মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এর ফলে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের পর আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মধ্যে এটিই প্রথম মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসাবে চিহ্নিত হল।

নারী দিবস

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের সিনিয়ার ডিভিশনাল কমার্সিয়াল ম্যানেজার অভয় গণপত সনপ বলেন, 'ডিভিশনাল ম্যানেজারের নির্দেশে ডিভিশনের ৬৪টি স্টেশনের মধ্যে শুধুমাত্র এই স্টেশনটিকে একমাত্র মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসাবে ঘোষণা করা হল।' তিনি জানান, এই স্টেশনের বুকিং ক্লার্ক, কমার্সিয়াল সুপার ভাইজার, রিজার্ভেশন ক্লার্ক, রিজার্ভেশন সুপারভাইজার, টিকিট চেকিং স্টাফ সবাই মহিলা থাকবেন। এমনকি স্টেশনের আরপিএফও মহিলা থাকবেন। সবমিলিয়ে স্টেশনে আটজন মহিলা স্টাফ থাকবেন। তবে রাতে প্রয়োজন হলে পুরুষ আরপিএফ থাকতে পারেন। *এরপর বারোর পাতায়*

আমার উত্তরবঙ্গ

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। সন্তানের বিবাহ স্থির হতে পারে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। সামান্য বিষয় নিয়ে সংসারে অশান্তি হলেও তা মিটে যাবে।

বৃষ : বাবা ও মা-কে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সুযোগ। এই সপ্তাহে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ সম্মানিত হতে পারেন। অকারণে কেউ আপনাকে উত্ত্যক্ত করতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন।

মিথুন : মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা। শিক্ষার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো ফলের আশা করতে পারেন। তীব্র ভোগেচ্ছাকে সামলে রাখুন। বাড়ি সংস্কারের সম্ভাবনা। নতুন গাড়ি কেনার শুভ সময়।

কর্কট : ব্যবসায় মন্দাভাব কেটে যাবে। অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য হলেও, অর্থাগমে খামতি থাকবে না। এ সপ্তাহে পরিচিত কোনও ব্যক্তির পরামর্শে কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। পেশাগত কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বিদেশে বাসরত সন্তানের জন্যে উদ্বেগ কেটে যাবে। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা।

সিংহ : এ সপ্তাহে অবসর পাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। ক্রীড়া ও রাজনীতির ব্যক্তিগণ এ সপ্তাহে বড় কোনও সুযোগ পাবেন। সৃষ্টিমূলক কাজের জন্য সম্মানিত হতে পারেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কন্যা : কাউকে অযথা উপদেশ দিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে রাশ টানা দরকার। ব্যক্তিত্বরা চট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর আশা করতে পারেন।

তুলা : ভাইয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলে পরে অনুশোচনা। বিদ্যার্থীরা এ সপ্তাহে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। অতি ভোগলালসায় ক্ষতি। নতুন ব্যবসার জন্যে দূরস্থানে যাত্রা করতে হতে পারে। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ সমস্যা তৈরি করবে। অধিক পরিশ্রমে নতুন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। পুরোনো কোনও কাজের জন্যে অনুশোচনা।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে এ সপ্তাহে নিজের কর্মদক্ষতার কারণে উপযুক্ত সম্মান পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। নতুন বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে হঠাৎ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

ধনু : বহুদিনের প্রিয়জনকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। গুরুজনের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে স্বজনবিরোধের অবসান হবে। মা ও বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

মকর : কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্পত্তি ক্রয় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। পড়াশোনায় অগ্রগতি মানসিক শান্তি দেবে। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পীরা এ সপ্তাহে নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণ ঘটতে পারে।

কুম্ভ : ব্যবসা ভালো যাবে। সাংবাদিকদের জন্যে সপ্তাহটি শুভ। পাওনা আদায়ে সমস্যা হবে। গবেষণার কাজের স্বীকৃতি মিলতে পারে। দাম্পত্যের কলহ আরও বেশি জটিল হতে পারে।

মীন : সন্তানের বিদেশযাত্রার বিষয় নিয়ে অহেতুক উদ্বেগ। নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্যেই কর্মক্ষেত্রে প্রশংসাপ্রাপ্তি। কোনও কারণেই ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করবেন না। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। সম্পদ নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধে মনঃকষ্ট। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সপ্তাহটিতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৮ ফাল্গুন, ৯ মার্চ, ২০২৫, ২৪ ফাগুন, সংবৎ ১০ ফাল্গুন সুদি, ৮ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৭, অঃ ৫।৩৯। রবিবার, দশমী দিবা ১০।৩৯। পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ২।২২। সৌভাগ্যযোগ সন্ধ্যা ৫।৪২। গরকরণ দিবা ১০।৩৯ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।১৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৮।৪৬ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ২।২২ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ২।২২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে, দিবা ১০।৩৯ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।২১ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২১ গতে ২।৫৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৭।৩ গতে উত্তরেও নিষেধ, দিবা ১০।৩৯ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ২।৫৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম-সীমন্তোন্নয়ন সাধভক্ষণ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন, দিবা ১০।২১ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন, রাত্রি ১০।১৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অদ্য বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব পালন। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।২২ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ১।৪৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৫ গতে ৭।২২ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ৩।১২ মধ্যে। অমৃতযোগ-দিবা ৬।২২ গতে ৯।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২২ গতে ৮।৫৬ মধ্যে।

৫৪ বার রক্তদান

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৮ মার্চ : ঝড়ের রাত হোক বা সাধারণ দিন, যে কোনও মুহূর্তে রক্তের প্রয়োজনে ডাক এলে বিশেষভাবে সক্ষম হরিমোহন রায় রক্ত দিতে হাসপাতালে ছোটেন। নিজের পায়ে চলতে সমস্যা থাকলেও তিনি আর্তের সেবায় কখনও পিছপা হন না। মাত্র ৪০ বছর বয়সে ৫৪ বার রক্তদান করে তিনি ৫৪ জন রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সেইসঙ্গে ফালাকাটা ব্লকে ৫৪ বার রক্তদান করে সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়েছেন। এলাকার সর্বোচ্চ রক্তদাতা হরিমোহনের কৃতিত্বে তাঁর পরিবার পরিজন সহ এলাকাবাসী খুশি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কবি ঘোষের বক্তব্য, 'যেখানে সুস্থ সবল মানুষ রক্ত দিতে চান না সেখানে হরিমোহনকে দেখে আমাদের শেখা উচিত। ওঁর জন্য আমরা গর্বিত।'

হরিমোহন রায়

হরিমোহনের বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খগেনহাট বাজার এলাকায়। হরিমোহন বলেন, '১৮ বছর বয়সে পাড়ার রক্তদান শিবিরে প্রথম রক্ত দিই। এলাকার অনেক তরুণ-তরুণীকে রক্তদানে উৎসাহিত করেছি। এখনও নিয়ম করে রক্তদান করি। রক্তদানের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা তো বটেই, পাশাপাশি মালদা, শিলিগুড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ডাক এলে ছুটে যাই।' বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও কীভাবে এতটা পথ যাতায়াত করেন? হরিমোহন বলেন, 'এখন তো সবেতে প্রতিযোগিতা। কিন্তু আমি কোনও প্রতিযোগিতায় নেই। নিয়ম করে রক্ত দিয়ে যাচ্ছি। আগামীতেও দেব।'

তবে একাধিকবার মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিতে গিয়ে হরিমোহন কখনও দালালের খপ্পরে পড়েছেন। আবার নানাভাবে হেনস্তার শিকার হয়েছেন।

হরিমোহনের স্ত্রী রঞ্জনা রায়ের কথায়, 'স্বামীকে কখনও বাধা দিই না। মানুষের উপকার হচ্ছে এটা ভেবে গর্ব হয়।'

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-2", B.Com. অনার্স, ইংলিশ মিডিয়াম, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিলিগুড়ির মাঙ্গলিক পাত্র চাই। নিজস্ব বাড়ি না থাকলেও চলবে। (M) 8944099176. (C/115150)

■ রাজবংশী, 32/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/115153)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, 29/5'-1", পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক। সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 7908221009. (C/115154)

■ গৌহাটি নিবাসী, কায়স্থ, সাহা, অবিবাহিতা পাত্রী, ফর্সা, সুদর্শনা, গৃহকর্মে নিপুণা, 38/5'-3", B.Com. (H), পিতা Retd. কেঃ সঃ 1st class অফিসার, নিজস্ব ত্রিতল বাড়ি। 40-45 মধ্যে উপযুক্ত সুদর্শন, অবিবাহিত পাত্র চাই, উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9775158526, 9476570708. (C/115230)

■ রাজবংশী, 34/5'-3", M.A. (বাঁ হাত দিয়ে কিছু করতে পারে না), ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য স্বহৃদয় পাত্র কাম্য। W/A : 7407434078. (C/115151)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/114808)

■ পাত্রী কায়স্থ, 26+/5'-4", সংস্কৃতে M.A. ও D.El.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। মোঃ 7602552439, কোচবিহার। (C/114639)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, 28/5'-2", M.A., B.A. in Music, বাবা-Retired Govt. Service, মাতা-Housewife, নমশূদ্র পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির মধ্যে। Caste no bar. Mo. 8653061606. (C/115159)

■ 31/5'-1", B.Com., CAL/MNC-তে সল্টলেকে কর্মরতা, ভ্রমণপিপাসু, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সমতুল্য 35-এর মধ্যে আলিপুর/কোচঃ/জলঃ/শিলিগুড়ির মধ্যে সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র কাম্য। একমাত্র পাত্রপক্ষ যোগাযোগ করুন-9932627051 (নিজগৃহ), 9832455063 (5 P.M. - 9 P.M.). (C/113799)

■ কায়স্থ, ২৮+/৫', উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.A., B.Ed., Geo.(H), বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, নামমাত্র ডিভোর্সি, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, শিলিঃ অগ্রঃ। (M) 9735136268. (A/B)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, একমাত্র মেয়ে, উচ্চশিক্ষিতা, চাকরিরতা, সুশ্রী, ৩৪-৩৮'এর মধ্যে শিক্ষিত ও যোগ্য পাত্র কাম্য। 7430844423. (C/113435)

■ ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি, সুন্দরী, ৫০, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক সঃ চাকরি/ভালো ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9064788254. (C/115184)

■ পাত্রী কায়স্থ, 29/5'-3", বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। বঃ অনূর্ধ্ব 35, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 8250529630. (C/115190)

■ কায়স্থ, 34/5'-1", MCA, B.Ed., Pvt. শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী চলিবে। (M) 9434496063, 9547704455. (B/B)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ বোস, বয়স ৩৪, শ্যামবর্ণা, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ 9475089762. (C/115161)

■ ৩২/৫'-২", নরগণ, সুশ্রী, শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ ৭৫০১৭৫৩৮৮৯. (C/115164)

■ SC, বাংলায় M.A., ডিএলএড, আর্ট and ক্র্যাফট জানা, বয়স ২৮+, উচ্চতা ৫'-১", ফর্সা, সুন্দরী একমাত্র মেয়ের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শিলিগুড়ির/কাছাকাছি অগ্রগণ্য। Contact : 9832060224, 8918035536. (C/115171)

পাত্র চাই

■ ঘোষ, ২২/৫'-২", M.A. Beng. 4th Sem., শ্যামবর্ণা, দেবগণ, 32 বছর-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঘোষ পাত্র কাম্য। (M) 7479279243. (C/115174)

■ EB কায়স্থ, আইচ রায়, শিলিগুড়ি নিবাসী, 28/5'-4", M.A., নরগণ, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিরত, কায়স্থ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 7384070777. (C/115179)

■ কায়স্থ, ২৩/৫', M.A., ফর্সা, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর সরকারি চাকরি অথবা বড় ব্যবসায়ী পাত্র চাই। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। (M) 6294808317. (C/114645)

■ কায়স্থ, 28/5'-2", MHA, সুশ্রী, সরকারি চাকরিরতা, হেলথ ম্যানেজার (WB), পাত্রীর জন্য ৩৩-এর মধ্যে সঃ চাঃ-জীবী (উঃ বঃ) উপযুক্ত পাত্র চাই। 8436969989. (C/115503)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., সুন্দরী, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ স্কুল শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/115222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc. ইন Math, সুন্দরী, পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/115222)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 30, শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি অধ্যাপক/ব্যাংককর্মী/অফিসার পাত্র চাই। (M) 8101116830. (C/115186)

■ পাত্রী বৈশ্য, 5', বয়স-31, B.A., শিলিগুড়ি নিবাসী, শ্যামবর্ণা, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 7866822885. (C/115230)

■ বিএ পাশ, ৩২/৫'-৪", পাত্রীর জন্য ড্রাইভার/চাকরিজীবী, শিলিগুড়ি নিবাসী, 38-এর মধ্যে পাত্র চাই। মোঃ 8509412903. (C/115196)

■ ফালাকাটা নিবাসী, কায়স্থ, ৩৫, সঃ প্রাঃ শিক্ষিকা, অনূর্ধ্ব ৩৮, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ফালাকাটা ও সংলগ্ন এলাকা অগ্রগণ্য। (M) 8609314405. (B/B)

■ নমশূদ্র, 24/5'-1", M.A. (Edu.), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, B.Ed., 3rd Sem. Jal. Govt., বাবা চা বাগানে কর্মরত, মা সঃ স্কুল শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474415927. (S/C)

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুন্দরী, 37/4'-9", H.S. Back পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি অথবা ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Con. 8167581218. (B/B)

■ Gen., 25/5'-3", M.Sc., সুন্দরী, সঃ কর্মচারী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রীর জন্য ভালো ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9432076030. (C/115229)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, ২৭+/৫'-২", MBA, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, শিলিগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 8927520527. (C/115230)

■ EB ব্রাহ্মণ (ভট্টাচার্য), 27+/5'-5", কাশ্যপ/দেবারি, MCA & IT, MNC Bangalore-এ কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য দাবিহীন ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। উঃ বঃ নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 8250602844. (C/115233)

■ ব্যবসায়ীর কন্যা ফর্সা 1997 জন্ম ইংলিশ মিডিয়াম থেকে মাস্টার ডিগ্রি করা উচ্চতা 5'1"। পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। মোবাইল নাম্বার 8967190372, 9434106318 (M-CH)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কলেজের প্রফেসর, (১৫ লাখ P.A.), ৩৫/৫'-৯½" লম্বা, হ্যান্ডসাম, একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়ি শহরে দুটো বাড়ি, গাড়ি ও জমি, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। প্রকৃত সুন্দরী, লম্বা, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। SC/ST চলবে না, কোনও দাবি নেই, প্রকৃত সুন্দরী বিবেচ্য। 9434208290. (C/115160)

■ নমশূদ্র, 29/5'-8", B.Tech., রেলের Asst. Engineer, সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7407777995. (C/115229)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 35+/5'-6", কলেজে কর্মরত (Casual), কোচবিহার, নিজস্ব বাড়ি। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8250356311. (C/114642)

■ পাত্র সুবর্ণবণিক, ৩০+/৫'-৮", দেবগণ, সুদর্শন, শাণ্ডিল্য গোত্র, নিজস্ব ব্যবসা+চাকরি (বেঃ সঃ) বিটেক সিভিল, রাশিতে মাঙ্গলিক। উঃ বঃ নিবাসী (Gen.), সুশ্রী, শিক্ষিতা, নর/দেবগণের মাঙ্গলিক পাত্রী চাই। (M) 8967183668, 9832454199 (W/App.). (C/114643)

■ কায়স্থ, দেবারিগণ, 34/5'-6", গোদরেজ এগ্রিকালচার কোম্পানিতে Sr. Sales Manager পদে শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য কায়স্থ, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9641663373. (C/115502)

■ ব্রাহ্মণ, একমাত্র পুত্র, B.Com., 5'-7"/40+, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 8617837871. (C/115156)

■ 33/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (6 P.M.-10 P.M.). (C/115501)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৩, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115221)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩৩, M.Tech., MNC-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত, এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115221)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, উচ্চমাধ্যমিক পাশ, ৩২ বছর বয়সি, বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/115221)

■ উত্তরবঙ্গীয়, বয়স ৪১+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। আলোচনাসাপেক্ষ সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/115221)

■ কায়স্থ দত্ত, 38+/5'-3", APD. Jn., M.R., Area Business Manager পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9733476797. (U/D)

■ বসাক, 36/5'-5", MCA, বেঃ সরকারি চাকুরে, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7047844874. (A/B)

পাত্রী চাই

■ পূঃ বঃ কলকাতা নিবাসী, কায়স্থ, কনিষ্ঠ পুত্র, দাবিহীন, ৩২/৫'-৬", B.Com., বেঃ সঃ চাঃ (নামী স্টিল কোম্পানি), বিরাটিতে নিজস্ব বাড়ি। ২৪-২৯'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9674885502. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-8", নর, সুদর্শন, শিলিগুড়ি নিবাসী, বেঃ সঃ কর্মরত পাত্রের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9064819704. (C/115200)

■ কায়স্থ, 35/5'-6", MBA, Bangalore-এ কর্মরত। 14 LPA, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9733049211. (K/D/R)

■ ৩০ বৎসর, কায়স্থ, B.Tech., ডিভোর্সি, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8910449031. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 43/5'-8", কোচবিহারে বাড়ি, অধ্যাপক পিতা, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রী চাই। 9679610832, 9474569616. (C/115606)

■ সাহা, 31/5'-5", ডাক্তার (M.D.S.), পিতা ডাঃ সাহা, একমাত্র পুত্র, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, সাহা পাত্রী কাম্য। (M) 6291238826. (C/114649)

■ মোদক, ৩৩+, গ্রামে বাড়ি, র‍্যাশন দোকানে কাজ করে, উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9434188148. (C/115228)

পাত্রী চাই

■ ঘোষ, আলিপুরদুয়ার, 29/5'-11", B.Tech., বেঙ্গালুরু MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য বেঙ্গালুরু MNC-তে কর্মরতা/ওয়ার্ক ফ্রম হোম, ২৭ অনূর্ধ্বা, সুশ্রী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। (M) 8001914210. (C/113797)

■ Siliguri, 30/5'-6", qualification : B.Tech., employed in Indian Railways, Rajbanshi/Namasudra. Contact : 9933819703. (K)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, 32+/5'-6", M.A., B.Ed., বেসঃ চাঃ/ন্যূনতম স্নাতক, ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। (M) 7384857713. (C/114640)

■ পাত্র SC, 36/5'6", M.A., B.Ed, সঃ প্রাথমিক শিক্ষক। বয়স 27-31, কমপক্ষে গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী ঘরোয়া পাত্রী চাই। M/WA-9064904723 (M- E.D)

■ ৩৩+/৫'৩", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, গুজরাটে কর্মরত পাত্রের জন্য, সুন্দর সুশ্রী শিক্ষিত ২৬+-এর মধ্যে পাত্রী চাই। যোগাযোগ - 9647517642/9475093903 (M -114046)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, দেব, 34/5'-9", B.A. পাশ, প্রাইঃ কোঃ চাকরিরত পাত্রের সুশ্রী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8436361404. (C/114647)

■ কুলীন কায়স্থ, 5'-11"/44 বছর, সুদর্শন, পুলিশ ইনস্পেকটর পাত্রের জন্য 31-36, উচ্চতা 5'-4", M.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, নম্র সুপাত্রী কাম্য। (M) 9832885522, 9733156407. (C/113800)

পাত্রী চাই

EB, ব্রাহ্মণ, 30/5'-9", কর্কট রাশি, দেবারিগণ, উত্তর ২৪ পরগনা, Ph.D., রাশিবিজ্ঞান, সরকারি চাকরি, Asst. Professor কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, উচ্চশিক্ষিতা, ২৫/২৬, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। Matrimony সংস্থা নয়। Mobile : 9830058482.

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ৩০/৫'-৬", উঃ মাঃ পাশ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9832052447. (A/K)

■ পাত্র কায়স্থ, 37/5'-6", B.Com. পাশ, দুবাইয়ের বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত। পাত্রী চাই, সত্বর বিবাহ। (W/A) 9933357298. (C/115603)

■ সাহা, 31/5'-8", কলিঃ বাড়ি, আয়-15000/-, মধ্যবিত্ত, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ম্যাট্রিমনি নহে। 9903130281. (C/115195)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 38/5'-5", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অমাঙ্গলিক, ফর্সা, সুশ্রী, নরগণ বা দেবগণ, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9733262845. (C/115602)

■ পাত্র কায়স্থ, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা আছে। 42/5'4", মাধ্যমিক, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M- 8101753704 (11-8PM), রায়গঞ্জ। (M-115302)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত, বেসরকারি চাকরিরত, নিজস্ব বাড়ি। বয়স 34, উচ্চতা 5'-4", মধ্যবিত্ত পরিবারের সুশ্রী, গৃহকর্ম জানা পাত্রী প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434700938. (C/115233)

■ শূত্রধর, 39+/5'-4", M.A., B.Ed., D.El.Ed., বেসরকারি বিদ্যালয়ে ও গৃহশিক্ষকতায় কর্মরত, কনিষ্ঠ পুত্রের স্বঃ/অসবর্ণ, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 8918429617. (S/C)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/115209)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর বিবাহের জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686 (শিলিগুড়ি)। (C/115230)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৫, প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তানের জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/115222)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৭, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, কন্যাসন্তানের জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/115221)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, B.Tech., MNC-তে কর্মরত। এইরূপ পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 7679478988. (C/115221)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ২৯, গৃহকর্মে নিপুণা এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/115221)

■ EB বৈদ্য, 33/5', গ্র্যাজুয়েট, সুশ্রী, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র সন্তান, পাত্রীর জন্য চাকরিরত পাত্র চাই। (M) 9932956521. (C/115230)

■ সাহা, 23/5'-4", পরমা সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। 9733066658. (C/115229)

■ পাত্রী কায়স্থ, 35/5'5", ইনফোসিসে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার (ব্যাঙ্গালোর)। ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। M-8050786252 (M- 112691)

■ মৈথিলি ব্রাহ্মণ 37/5'4" Phd, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য চলবে)। M -9564135608/8250810751 (M-114040)

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ, সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, 35+/5'2", হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। M -9474848869 (M115302)

■ মালদা (Gen) দাস 33+/5'3" ধনুরাশি, নরগণ M.A.,B.Ed. ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। M-8927944491 (M-ED)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-6", দেবগণ, পরাশর গোত্র, মালদা নিবাসী, বেসরকারি উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, সুন্দরী পাত্রী চাই। মোঃ 9647729701. (C/114760)

■ নমশূদ্র, 40/5'-7", সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9800353689. (C/115166)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39/5'-10", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সুশ্রী, ফর্সা, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 33 পাত্রী কাম্য। SC-ST বাদে, Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/115173)

■ পাত্র সাহা, 43/5'-8", ডিভোর্সি, সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9436634393, 9046472177. (A/B)

■ সাহা, রায়গঞ্জ নিবাসী, নিজ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, 39, বি.এ.। উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M - 8637537796 (M - 115303)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 34/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় Area Manager পদে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। 24-28, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9547145467, 7679725717. (C/114758)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., স্টেট গভঃ-এর উচ্চপদে কর্মরত। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত ও রুচিশীল পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/115222)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ জব করে। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/115222)

■ সাহা, ৩১/৫'-৯", এমবিএ, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, এলআইসি এজেন্ট পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব ২৬, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9734939783. (C/115187)

■ কায়স্থ, ৪২, বিটেক, এমবিএ, এমএনসি সিনিয়ার ম্যানেজার, ব্যাঙ্গালোরে নিজস্ব ফ্ল্যাট, আলিপুরদুয়ার জেলার ডিভোর্সি পাত্রের ব্যাঙ্গালোরে চাকরিরতা, স্বঃ/অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী চাই। ডিভোর্সি চলবে। মোঃ নং-7063177850. (C/115188)

■ ব্রাহ্মণ, 40, M.P., 5'-5", বেঃ সঃ চাকরি, নিজস্ব বাড়ি, দাবিহীন, মাধ্যমিক পাশ, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ/জেঃ কাস্ট পাত্রী চাই। (M) 9474764202. (C/115191)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, ৩২, সরকারি ডাক্তার, ৩০-এর মধ্যে সঃ চাকরি/কর্মরতা, উঃ শিক্ষিত, কায়স্থ পাত্রী অগ্রগণ্য। শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী অগ্রগণ্য। 7427998337. (C/115198)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বয়স ৪০, উচ্চতা ৫'-১০", শিক্ষা-বিকম, এমবিএ, ডিএলএড, প্রাইমারি সরকারি স্কুল শিক্ষক, অসমে কর্মরত, জলপাইগুড়িতে ফ্ল্যাট, মা রিটায়ার্ড হাইস্কুল শিক্ষিকা, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 7002949251. (C/115167)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, জন্ম ১৯৯১, সরকারি ব্যাংক-এর উচ্চপদে কর্মরত, পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/115222)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৭", BCA, অফিস এগজিকিউটিভ (WBSEDCL), পাত্রী চাই। (M) 9593290034. (C/115221)

■ সাহা, 36/5'-9", Central Govt.-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সাহা পাত্রী চাই। (M) 9932414056. (C/115221)

■ কায়স্থ, 28/5'-5", H.S.Pass, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9635516214. (C/114759)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, B.Com. পাশ, 5'-2", SC, 38+, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/115228)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 33/5'-8", M.Tech., সরকারি অফিসার পদে কর্মরত, ভদ্র ফ্যামিলির পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 7003763286. (C/115229)

■ ডিভোর্সি, 34/5'-8", B.Tech., গভঃ ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের অফিসার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9144170307. (C/115229)

■ B.Tech. Engg., 41/5'-4", প্রাঃ কোঃ ম্যানেজার, নরগণ, ব্যাংক ম্যানেজারের একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7501759784. (C/115608)

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ, 32/5'-6", B.Firm., Multinational Co.-তে কর্মরত। বাৎসব গোত্র, নরগণ, কন্যা রাশি, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্বা 30, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9832503652. (C/115157)

■ পাত্র কায়স্থ, 32/5'-10", M.Sc., কেঃ সঃ চাকরিরত, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি। সুশ্রী, লম্বা, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9832365225. (C/115140)

■ কায়স্থ, 29/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র, Bangalore নামী MNC-তে কর্মরত, পিতা Retd. Bank Manager, মাতা Housewife, নিজস্ব বাড়ি/গাড়ি, দেবারি, কর্কট, শিলিগুড়ি/কোচবিহার অগ্রগণ্য, Bangalore-এ কর্মরতা, B.Tech., স্লিম, সুন্দরী, অনূর্ধ্বা 26, পাত্রী কাম্য। 8918830336. (C/115147)

■ ৩১, কায়স্থ, ৫'-৫", এরিয়া ম্যানেজার, ফার্মা কোঃ, বাবা পেনশনার, মা হাইস্কুলের ক্লার্ক, সুন্দরী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 7384386399. (C/114757)

রং খেলায় বিশেষভাবে সক্ষমরা। শনিবার শোভাবাজার রাজবাড়ির নাটমন্দিরে। ছবি : আবির চৌধুরী

সভায় এলেন না শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারে শনিবার বিশেষ সভার আয়োজন করেছিল বিজেপি মহিলা মোর্চা। সেই সভায় উপস্থিত থাকার কথা ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। কিন্তু শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠানে আসেননি তিনি। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, অসুস্থতার জন্য বিরোধী দলনেতার পক্ষে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। শুক্রবার জরুরি তলব পেয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেদিন রাতে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরার পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে খবর। শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ মহলের এই বার্তায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জল্পনা আবার ডানা মেলেছে।

এদিন বিকালে জাতীয় গ্রন্থাগারে দলের কর্মসূচিতে বিরোধী দলনেতা যোগ দেবেন এমনটাই জানানো হয়েছিল দলের মিডিয়া সেলের তরফ থেকে। তবে সংবাদমাধ্যমের কাছে এই অনুষ্ঠানে তাঁর যোগ দেওয়া নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয় শুভেন্দু দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরার পর। অনুষ্ঠান শুরুর পর উদ্যোক্তাদের তরফে মঞ্চে শুভেন্দুর কর্মসূচি বাতিলের ঘোষণা করা হয়। জানানো হয় তাঁর অসুস্থতার কথা।

একইসঙ্গে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ মহলে জানায়, রবিবার যাদবপুরের কর্মসূচিতে নির্ধারিত সময়েই যোগ দেবেন তিনি। যাদবপুর ইস্যুতে আদালতের শর্তে দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের নবীনা সিনেমার সামনে থেকে যাদবপুর থানা পর্যন্ত মিছিল করার কথা শুভেন্দুর। দক্ষিণ কলকাতা ও যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে এই কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। দলীয় হলেও, এই কর্মসূচির মূল আকর্ষণ শুভেন্দুই।

বিজেপির একাংশের প্রশ্ন, বিরোধী দলনেতা অসুস্থতার জন্য এদিনের দলীয় সভা বাতিল করলেও তাঁর আগামীকালের কর্মসূচি কিন্তু বহাল রয়েছে। তাহলে কি এদিনের সভা এড়াতে চেয়েছিলেন শুভেন্দু?

কী ঘটেছে

- আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারে শনিবার বিশেষ সভার আয়োজন করেছিল বিজেপি মহিলা মোর্চা
- সেই সভায় থাকার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর
- কিন্তু শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠানে আসেননি তিনি
- উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, অসুস্থতার জন্য শুভেন্দু আসেননি
- যদিও রবিবার যাদবপুরের কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি

সূত্রের খবর, শুক্রবার দিল্লিতে বাংলার রাজ্য সভাপতির নাম চূড়ান্ত করা নিয়ে জরুরি কিছু কথাবার্তার জন্য বিরোধী দলনেতাকে দিল্লিতে ডেকেছিলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ। বৈঠক সেরে কলকাতায় ফেরার পরই তাঁর অসুস্থতার কথা জানা যায়।

তবে দলের একাংশের মতে, এটি তাৎপর্যপূর্ণ। ওই অংশের দাবি, রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে অনড় সংঘ। নাম চূড়ান্ত করার ব্যাপারে আর দেরি করতে চাইছে না তারা। বিজেপি নেতৃত্বকে সেকথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে আরএসএস।

প্রমাণ লোপাটে আদি গঙ্গায় 'কাকু'র ফোন

কলকাতা, ৮ মার্চ : দুর্নীতির প্রমাণ লোপাট করতে দুটি মোবাইল আদি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সিবিআইয়ের তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিটে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র সহ তিনজনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। ওই চার্জশিটেই সুজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিবিআই ও ইডির তদন্ত চলাকালীন দুটি মোবাইল আদি গঙ্গায় ফেলে দেন তিনি। ওই মোবাইলে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল। সেই কারণে তা ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে সিবিআই মনে করছে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত চার এজেন্ট শেখ আবদুল সালাম, বকুল বিশ্বাস, রওসন আলাম, ত্রিস্তান মান্নাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য উঠে এসেছে সিবিআইয়ের হাতে। তাঁদের থেকে ১০টি ডায়েরি উদ্ধার করেছে সিবিআই। ওই ডায়েরিগুলিতে টাকার হিসেব থাকত। চাকরি বিক্রির ওই টাকা

টিভির বাক্সে চাকরি বিক্রির টাকা

পৌঁছে যেত সুজয়কৃষ্ণের কাছে।

যখন টাকা নেওয়ার পরও চাকরি নিশ্চিত করতে পারেননি সুজয়কৃষ্ণরা, তখন চাপের মুখে টাকা ফেরত দিতে জমিও বিক্রি করতে হয়েছিল সুজয়কৃষ্ণকে। এমনকি চাকরি বিক্রির টাকা সুজয়কৃষ্ণের বাড়িতে টিভির বাক্সে করে পৌঁছে যেত। ওই সময় সুজয়কৃষ্ণের বাড়ির সিসিটিভির ক্যামেরাও বন্ধ থাকত। সিবিআইকে এক সাক্ষী বয়ানে জানিয়েছেন, এক তৃণমূল নেতা চাকরির জন্য সুজয়কৃষ্ণের এজেন্টকে ৪ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা ব্যাগে ভরে টিভির বাক্সে করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হত।

ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার অভিযান

কমিটি স্থগিতই, দায়িত্ব নেতাদের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : এখনই তৃণমূলে জেলা স্তরে কোনও কোর কমিটি গঠন করা হচ্ছে না। দলের জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে সমস্ত শাখা সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা আগের মতোই ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজ করবেন।

শনিবারই দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী এই নিয়ে প্রতিটি জেলা সভাপতি ও রাজ্য স্তরের কোর কমিটির চেয়ারম্যানদের চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন। ওই চিঠিতেই জেলা স্তরের কোর কমিটি ভেঙে দেওয়ার কথাও আনুষ্ঠানিকভাবে সুব্রত বক্সী জানিয়ে দিয়েছেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতে দলের জেলা স্তরের কোর কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। আপাতত ওই কমিটি আর গড়া হচ্ছে না। জেলা নেতাদের ওপরেই ভূতুড়ে ভোটার ধরার ভার ছেড়ে দিচ্ছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিনই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনায় বসেন সুব্রত বক্সী। সেখানে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়। ওই বৈঠকের পরই দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ও লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৫ মার্চ দলের জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের সঙ্গে অভিষেকের যে ভার্চুয়াল বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তা একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই দিন হোলি। তাই ওই বৈঠক ১৬ মার্চ করা হয়েছে। ওইদিন বিকাল ৪টেয় অভিষেক ভার্চুয়ালি বৈঠক করে ভোটার তালিকা সংশোধনী নিয়ে কথা বলবেন। এখনও পর্যন্ত দেড় হাজারেরও বেশি ভূতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে। ওই তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়ে সেগুলি তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সুব্রত বক্সী যে নির্দেশিকা এদিন পাঠিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, প্রতিটি বুথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা যাচাইয়ের কাজ করতে হবে। প্রতিদিন কতগুলি বাড়িতে গিয়ে তালিকা যাচাইয়ের কাজ হয়েছে, তার রিপোর্ট প্রতিদিন কলকাতায় তৃণমূল ভবনে পাঠাতে হবে।

এদিনের নির্দেশিকাতেও বলে দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি বাড়িতে যাচাইয়ের কাজ সন্তোষজনক না হলে সেখানকার পদাধিকারী বদল করা হবে। ১৬ মার্চ অভিষেক যে বৈঠক করবেন, সেখানেও ওই জেলাগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হবে।

কারণ দলনেত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিকমতো কাজ করতে না পারলে তাঁদের পদে থাকার কোনও অধিকার নেই। সেখানে সাংগঠনিক বদল করে দেওয়া হবে। এদিন বক্সীর চিঠিতেও তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাদবপুর নিয়ে হুঁশিয়ারি সায়নীদের

কলকাতা, ৮ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে এবার হুঁশিয়ারি দিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দমন নীতিতে বিশ্বাসী নন, তিনি অত্যন্ত সহনশীল। এজন্যই যাদবপুরে পুলিশ ঢুকছে না, মুখ্যমন্ত্রী চাইলে পুলিশ অনেক কিছু করতে পারত। শনিবার সায়নীর এই মন্তব্যে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে।

আবার এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-র 'চালিয়ে খেলা'-র মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'তৃণমূল খেলার জন্য জার্সি পরতে যাচ্ছে শুনলেই ওদের খেলা বন্ধ হয়ে যাবে।' তার পালটা দিয়েছেন এসএফআইয়ের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'এত খেলাধুলার শখ থাকলে পুলিশি নিরাপত্তা ছেড়ে, মন্ত্রীর তকমা ছেড়ে নিজের দমে যাদবপুর যান। ছাত্ররা ভালোবেসে আপনাকে প্রণাম করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।' শনিবার সৃজনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লালবাজারে ডেকে পাঠায়। এদিন সন্ধ্যায় দমদম থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে এসএফআই। শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়।

যাদবপুর নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা এখনও তুঙ্গে। এর আগে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস থেকে সৌগত রায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এদিন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'ওরা ভাবছে লেনিন হাডুডু খেলতেন, মাও সে তুং পুকুরপাড়ে সাঁতার কাটতেন। কিন্তু এটা পশ্চিমবঙ্গ। ওরা এমন খেলা খেলছে যে বিধানসভায় শূন্য হয়ে গিয়েছে। এবার একটু বিধানসভায় পা দেওয়ার খেলা খেলুন। তবে মানুষ ওদের সঙ্গে নেই।' এই নিয়েই পালটা দেন সৃজন। সায়নী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যাদবপুরে কার্যত গুন্ডামি চলছে। এইভাবে গুন্ডামি চলতে থাকলে যাদবপুরের নাম মাটিতে মিশতে খুব বেশি সময় লাগবে না।' তাঁর সাফ কথা, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪ বছরের সিপিএম আমলের গুন্ডারাজ বন্ধ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। যাদবপুরও শান্ত করতে পারতেন। কিন্তু সহনশীলতা দেখাচ্ছেন।' যাদবপুরের ঘটনায় পুলিশ কোর্টের নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র সহ বেশ কয়েকজনের নামে এফআইআর দায়ের করেছে। এদিন পুলিশ ঘটনার তদন্তে ওমপ্রকাশের বাড়িতে যায়। প্রায় ২৫ মিনিট কথা বলে। ওমপ্রকাশ বলেন, 'সেদিনের ঘটনা নিয়ে পুলিশ জানতে চেয়েছিল, বলেছি।'

এদিন বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর সুস্থতা কামনায় ফুল দেন। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, সোমবারই বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

রাজনৈতিক তর্জায় সরগরম নারী দিবস

কলকাতা, ৮ মার্চ : কেউ নারী সুরক্ষা, কেউ নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে উদযাপন করল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। মিটিং, মিছিল, সভার ফাঁকে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তর্জাও জারি রইল দিনভর। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আরজি করের নির্যাতিতার পানিহাটির বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তৈরি একাধিক সামাজিক প্রকল্পের ট্যাবলো নিয়ে শনিবার রবীন্দ্র সদন থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করেছে তৃণমূল। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী শশী পাঁজা, সাংসদ সায়নী ঘোষ প্রমুখ মিছিলে পা মেলান। সিপিএম ও বাম মহিলা সংগঠনগুলির উদ্যোগে মিছিল হয়েছে শিয়ালদা থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত। সকালে সল্টলেকের ইজেডসিসি ও বিকালে জাতীয় গ্রন্থাগারে সভা করেছে বিজেপি।

এদিন অগ্নিমিত্রা বলেন, 'কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এসব এখন থাক, আগে দরকার নারীর সুরক্ষা, রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যের মতো এখানেও নারীর সুরক্ষাকে সবাধিক গুরুত্ব দেবে।' বিজেপির এই দাবিকে কটাক্ষ করে সিপিএমের গণতান্ত্রিক মহিলা সংগঠনের নেত্রী কনীনিকা ঘোষ বলেন, 'বিজেপি মনুবাদের সংস্কৃতির বাহক। যারা বিলকিস বানুর সুরক্ষা দিতে পারে না, তাদের মুখে নারী সুরক্ষার কথা মানায় না। কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অবশ্যই চাই। এটা কারোর দয়ার বিষয় নয়। আর বিজেপি তো এরকমই নানা ভাণ্ডার চালু করেছে দেশজুড়ে।' এছাড়া এদিন বামপন্থী মহিলা সংগঠন, অভয়া মঞ্চ শ্রমজীবী নারী সংগঠনের মতো একাধিক সংগঠনের তরফে মিছিল হয়েছে।

গর্ভগৃহে দলিতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৮ মার্চ: বিজ্ঞানের যুগেও পূর্ব বর্ধমান জেলায় মাথাচাড়া দিয়েছে সামাজিক বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার ঘটনা। গ্রামের শিব মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশাধিকারের দাবিতে তৈরি হওয়া দু'পক্ষের সংঘাতের জেরে এখন তপ্ত কাটোয়ার গীধগ্রাম। প্রশাসন দু'পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে দ্বন্দ্ব মেটানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দ্বন্দ্ব তো মেটেইনি, বরং শুক্রবার গীধগ্রামে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। আপাতত

অশান্ত গীধগ্রাম

এই মন্দিরে প্রবেশ নিয়ে যত বিতর্ক।

পুলিশ পিকেটের দৌলতে গীধগ্রামে শান্তি বিরাজ করলেও স্থায়ী শান্তির পথ অধরাই।

গীধগ্রামে রয়েছে সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো একটি শিব মন্দির। এই শিব গীধেশ্বর নামে পরিচিত। গ্রামবাসীদের আরাধ্য দেবতা গীধেশ্বরের সারাবছর নিত্যসেবা হয়। তবে শিবরাত্রি ও গাজন উৎসবে ব্যাপক ধুমধাম হয়। শিবরাত্রির দু' তিনদিন আগে গীধগ্রামের দাসপাড়ার কয়েকজন বাসিন্দা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, গীধেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিতে দাসপাড়ার দলিত সম্প্রদায়ের শতাধিক পরিবারকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাঁরা মন্দিরে ঢুকতে গেলে গালিগালাজ করা হচ্ছে। তাঁদের দাবি ছিল, যাতে তাঁরা শিবরাত্রির দিন গীধেশ্বর শিবের পুজো করার অধিকার সমানভাবে পান। যদিও গ্রামবাসীদের একাংশ প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত গর্ভগৃহে কেউ প্রবেশ করতে পারেন না। এটাই তিন শতাব্দী ধরে চলে আসছে। এই প্রথা যেন না ভাঙা হয়। এই অবস্থায় সমস্যা সমাধানে কাটোয়া মহকুমা শাসক অহিংসা জৈনের উদ্যোগে মহকুমা শাসকের অফিসে বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, গ্রাম্যদেবতার পুজো করার অধিকার সব গ্রামবাসী সমানভাবেই পাবেন। দু'পক্ষ সম্মতিও দেয়। কিন্তু সম্মতি মিললেও সমাধান মেলে না।

একই সমস্যা ঘিরে ফের গীধগ্রামে উত্তেজনা ছড়ায়। দাসপাড়ার বাসিন্দা এককড়ি দাস বলেন, 'আমরা শিব মন্দিরে পুজো দিতে গেলে তালা খোলা হয়নি। পুজো দিতে পারিনি।' যদিও গীধেশ্বর শিবের এক সেবাইত মাধব ঘোষের বক্তব্য, 'প্রতিদিনের মতো নিত্যসেবার হয়ে যায়। পুরোহিত গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ করে চলে যান। সন্ধ্যার আগে ওই দরজা খোলার বিধি নেই। কিন্তু দাসপাড়ার কিছু লোক দাবি করেছিলেন ফের গর্ভগৃহ খুলে দিতে হবে। না খোলায় তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন।'

যদিও জেলা পরিষদের (পূর্ব বর্ধমান) সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, 'শুধুমাত্র প্রশাসনকে দিয়ে এই সব বিষয়ের সমাধান হবে না। শুধু গীধগ্রাম নয়, জেলায় আরও কয়েকটি জায়গায় একই রকমভাবে নীচুজাত অপবাদ দিয়ে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এর জন্য লাগাতার সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে মানুষজনকে বোঝাতে হবে।' পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানিয়েছেন কাটোয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) কাশীনাথ মিস্ত্রি।

আপনার আগাম কর একটি বিনিয়োগ

আজকের জন্য এবং তাদের আগামীকালের জন্য

আপনার আগাম কর জাতিকে গড়ে তোলে

আপনার ৪র্থ কিস্তির আগাম কর পরিশোধ করুন

১৫ই মার্চ, ২০২৫

যারা আগাম কর প্রদান করতে বাধ্য

- যে কোনো করদাতা, যার কর দায়িত্ব আর উৎসে কর্তন/সংগ্রহকৃত কর থেকে বাদ ₹১০,০০০/- বা তার বেশি।
- যে কোনো বাসিন্দা সিনিয়র সিটিজেন, যাদের ব্যবসা/পেশা থেকে আয় নেই, তারা কর প্রদানে বাধ্য নয়।

পেমেন্টের মাধ্যম

- কর্পোরেট এবং সেইসব মূল্যনির্ণায়ক যাদের অ্যাকাউন্টগুলি ১৯৬১ সালের আয়কর আইন অনুযায়ী ৪৪ AB ধারায় নিরীক্ষণ করা আবশ্যক।
- অন্যান্য করদাতাদের জন্যও ই-পেমেন্ট সুবিধাজনক, কারণ এটি সঠিক ক্রেডিট নিশ্চিত করে।

সময়সূচি

শেষ তারিখ	পরিমাণ
১৫ই মার্চ, ২০২৫ এর আগে	আগাম করের ১০০% পরিশোধযোগ্য।

ক্ষুদ্র/অ-প্রদানকারী অর্থাদি অথবা অগ্রিম করের বিলম্বিত অর্থপ্রদান ফলস্বরূপ হিসেবে অতিরিক্ত সুদ ধার্য করা হবে।

For e-Brochures scan QR Code

INCOME TAX DEPARTMENT

আয়কর বিভাগ

আয়কর বিভাগ কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ কর বোর্ড

For more information scan QR Code

আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন : www.incometax.gov.in

@IncomeTaxIndia @IncomeTaxIndia.Official @IncomeTaxIndiaOfficial @Income Tax India @Income Tax India Official

cbc 15401/13/0021/2425

আত্মহত্যা নয়, বার্তা দিচ্ছেন সঞ্জীব

জয়গাঁ, ৮ মার্চ : ডিপ্রেশন দূরে হঠাতে ভ্রমণের বার্তা দিচ্ছেন সঞ্জীব। 'ডিপ্রেশন এলে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ুন, মন ভালো হবে।' এই বার্তা নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার তরুণ সঞ্জীব বিশ্বাস এসেছেন জয়গাঁতে। এখান থেকে ভুটানে যাবেন তিনি।

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়, সেই বার্তাই ছড়িয়ে দিতে প্রায় চার বছর আগে সাইকেল নিয়ে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সঞ্জীব। তারপর ঘুরেছেন বহু রাজ্য। এক এক করে সব জায়গায় সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়ার পর সঞ্জীব শনিবার পৌঁছান জয়গাঁয়। সঞ্জীব জানালেন, বছর চারেক আগে ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছিলেন তিনি। একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। অতিমারির কারণে সেই চাকরি চলে যায়। এরপর একসময় তাঁর মাথায় এসেছিল আত্মহত্যার কথাও। কিন্তু পরিবারের কথা ভেবে তিনি আর সেই পদক্ষেপ করেননি। বরং বাইক ছেড়ে সাইকেলকে আপন করে নেন। একটি ইউটিউব চ্যানেল শুরু করেন। সাইকেল নিয়ে তাঁর জেলার যে এলাকায় যেতেন সেটাই ভিডিও তুলে ইউটিউবে আপলোড করতেন তিনি। সেখানে ধীরে ধীরে সকলের বাহবা পেতে লাগলেন। তারপর ভারত ভ্রমণের সিদ্ধান্ত তাঁর মাথায় আসে। ব্যাস সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

আজ টিভিতে

অন দ্য ট্রেল অফ দ্য স্নো লেপার্ড সন্ধে ৭.৫২ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ত্রয়ী, ১০.০০ রহমত আলি, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ বলো দুগ্গা মাইকি, সন্ধে ৭.৩০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৩০ আক্রোশ, ১.০০ ব্ল্যাক
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ সুলতান, দুপুর ২.৩০ মাটির মানুষ, বিকেল ৫.০০ বাজি, রাত ১০.০০ লোফার, ১২.৩০ বাঞ্ছা এল ফিরে
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.৩৫ শ্রীকৃষ্ণ লীলা, রাত ৮.৩৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, ১১.০৫ হামি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রঙীন বসন্ত, সন্ধে ৭.৩০ মামা ভাগ্নে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিদ্রোহ, রাত ৯.০০ বিন্দাস
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ উড়ো চিঠি
জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৭ হম সাথ সাথ হ্যায়, দুপুর ২.৫০ রক্ষা বন্ধন, বিকেল ৫.০৮ স্যামি-টু, রাত ৮.০০ সূর্যা-এস থ্রি, ১০.৪৯ দ্য রিয়েল টাইগার
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: বেলা ১১.১৫ বচনা অ্যায় হসিনো, দুপুর ২.০০ হমরাজ, বিকেল ৪.৩০ গেস্ট ইন লন্ডন, সন্ধে ৬.৪৫ লুটেরা, রাত ৯.০০ দম লগাকে হইসা, ১১.০০ আই, মি অওর ম্যায়
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩০ শাদি মে জরুর আনা, দুপুর ২.০৯ ওয়েলকাম ব্যাক, বিকেল ৫.০০ অপরিচিত-দ্য স্ট্রেঞ্জার, রাত ৮.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১০.৪৮ সিং ইজ কিং
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ৯.২৮ জিরো, দুপুর ১২.১১ ফরেন্সিক, ২.২২ রাজি, বিকেল ৪.৪৩ খুবসুরত, সন্ধে ৬.৪০ গাঙ্গুবাই কথিয়াওয়াড়ি, রাত ৯.০০ সত্যপ্রেম কি কথা, ১১.১৭ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর
রমেডি নাউ : দুপুর ২.৫৫ মামাডিউক, বিকেল ৪.২০ ডেক দ্য হলস, রাত ৯.০০ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস

বিন্দাস রাত ৯.০০ কালার্স বাংলা

সত্যপ্রেম কি কথা রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

স্কাইফল দুপুর ১২.৪০ মুভিজ নাউ

দম লগাকে হইসা রাত ৯.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

দুষ্কৃতীদের আক্রমণে জখম এক জওয়ান

গুলিতে হত গোরু পাচারকারী

উদ্ধার হওয়া গোরু। রাজগঞ্জ থানার কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসন সীমান্ত চৌকিতে। শনিবার।

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৮ মার্চ : শুক্রবার গভীর রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত হল এক বাংলাদেশি গোরু পাচারকারী। ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ থানার কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাসন সীমান্ত চৌকিতে। ঘটনার জেরে শনিবার সকালে ওই সীমান্তে উত্তেজনা ছড়ায়।

বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার সূত্রে খবর, সীমান্ত পাহারার সময় রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ জওয়ানরা লক্ষ করেন, কয়েকজন গোরু নিয়ে সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে। কর্তব্যরত জওয়ানরা তাদের বাধা দেন। এ সময় দলটি জওয়ানদের আক্রমণ করে। বাধ্য হয়ে জওয়ানরা দশ রাউন্ড গুলি ছোড়েন। একজন পাচারকারী লুটিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। বাকিরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। ঘটনায় এক বিএসএফ জওয়ান জখম হন। পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া দুটি গোরু আটক করা হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত বাংলাদেশি পাচারকারীর নাম আলামিন (৪০)। বাড়ি বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের হরিবাসীতে। শনিবার সকালে মৃতদেহটি জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

১০ রাউন্ড গুলি

- মাঝরাতে জওয়ানরা লক্ষ করেন, কয়েকজন গোরু নিয়ে সীমান্তের দিকে এগোচ্ছে
- জওয়ানরা তাদের বাধা দেন
- এই সময় দলটি জওয়ানদের আক্রমণ করে
- জওয়ানরা দশ রাউন্ড গুলি ছোড়েন
- এক পাচারকারী লুটিয়ে পড়ে

ঘটনার পর সীমান্তের এপারের খালপাড়া গ্রামে আতঙ্ক ছড়ায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা জানান, কাঁটাতারের ওপারে তাঁদের যে জমি রয়েছে সেটা কার্যত বাংলাদেশিদের হয়ে গিয়েছে। সীমান্ত পিলার পার করে কাঁটাতারের বেড়া অবধি বাংলাদেশিরা ভারতীয় জমিতে গবাদিপশু নিয়ে আসে। যেটুকু চাষাবাদ করা হয় তার অর্ধেক ফসলও ঘরে ওঠে না। ওপারে যেসব গাছ রয়েছে বাংলাদেশিরা তার বেশিরভাগই কেটে নিয়ে যায়। পাটখেতের ওপর দিয়ে পাচারকারীরা গোরু নিয়ে যাওয়ায় চাষের ক্ষতি হয়। তাঁর দাবি, বহুদিন এমন অত্যাচার বন্ধ ছিল। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে ফের শুরু হয়েছে। ভারতীয়দের চাষাবাদের সময় ছাড়া কাঁটাতারের কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই। সেই সুযোগে বাংলাদেশিরা ফসল, গাছপালা কেটে ক্ষতি করছে। সীমান্তে বিএসএফ কাঁটাতারের বেড়ার এপারে পাহারায় থাকেন। বেড়ার ওপারের ক্ষয়ক্ষতি তাঁদের দায়িত্বে পড়ে না। ফলে, ভারতীয়দের হাজার হাজার বিঘা জমি কার্যত বাংলাদেশিরা দখল করে নিচ্ছে।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে পঙ্গু মেয়ে, বিপাকে মা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৮ মার্চ : দু'মাস বয়সে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল মেয়েটা। দগ্ধ হয়ে হাত-পা কুঁকড়ে যায় ফরিদা খাতুনের। এখন তার বয়স আট বছর। তবে হাঁটাচলা করা তো দূরের কথা, বসতেও পারে না সে। আগুন কেড়ে নিয়েছে বাকশক্তি। শুধু মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ করে। টাকার অভাবে মেয়ের চিকিৎসা করাতে অক্ষম স্বামী পরিত্যক্তা মা ফিরোজা খাতুন।

ফিরোজার বাড়ি ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে ঘেঁষে ডিমডিমা চা বাগানে। তিনি আইসিডিএস কর্মী (সহায়িকা)। ফিরোজা বলেন, 'মাসে সাড়ে ছয় হাজার টাকা বেতন পাই। ওই টাকায় অন্নবস্ত্রের সংস্থানই হয় না। মেয়ের চিকিৎসা করাব কী করে? চিকিৎসার অভাবেই আমার মেয়েটা পঙ্গু হয়ে গেল।'

২০১৭ সালে কোনওভাবেই ঘরে আগুন লেগে দগ্ধ হয় ফরিদা। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে এক মাসেরও বেশি সময় চিকিৎসাধীন ছিল ফরিদা। তবে প্রাণে বেঁচে গেলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে যায়। এরপর ৮ বছর কেটেছে বিছানায় শুয়েই।

মেয়েকে কোথাও নিয়ে যেতে হলে কোলে করে নিয়ে যান ফিরোজা। তিনি বলেন, 'পরামর্শ দেওয়ারও কেউ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আমার টাকা নেই। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা ব্যক্তি এগিয়ে এলে মেয়েটার চিকিৎসা করাতে পারতাম।'

ফিরোজার পড়শি হীরু তালুকদার বলেন, 'ছোট্ট মেয়েটার পরিণতি দেখে দুঃখ হয়। ওই বয়সে স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলো করার কথা কিন্তু। একটা দুর্ঘটনা মেয়েটার জীবন বরবাদ করে দিল। কোনও সদয় ব্যক্তি কিংবা সংস্থা পরিবারটিকে সাহায্য করলে ভালো হয়।'

ওই পরিবারকে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন অন্যান্য প্রতিবেশীরাও।

কোল ইন্ডিয়ার উদ্যোগ

নিউজ ব্যুরো

৮ মার্চ : কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের (সিআইএল) অধীনস্থ সংস্থা ও সদর দপ্তরগুলি মিলিয়ে 'নারীকল্যাণ কমিটি' গঠনের কথা ঘোষণা করল। শনিবার সিআইএল আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপন করে। পাশাপাশি তার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উৎসবও চলে। সেখানেই সিআইএল কর্তৃপক্ষ সংস্থার সাফল্যের পিছনে নারীদের অবদানের প্রশংসা করে এই ঘোষণা করে।

এগজিকিউটিভ, নন-এগজিকিউটিভ উভয় পদের মহিলা কর্মচারীদের নিয়ে ওই কমিটি গঠিত হবে। মহিলা কর্মচারীদের নানা সমস্যার সমাধান ও কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করবে ওই কমিটি। তিন মাস ছাড়া একটি করে সভা ডেকে মহিলাদের নিয়ুক্তি ও অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনাও করবেন কমিটির সদস্যরা।সিআইএল-এর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের নারী কর্মচারীদের অবদান সংস্থার অসংখ্য মাইলফলক অর্জনে সহায়তা করছে। তাই এই পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে তাঁদের মর্যাদা ও সম্মানকে আরও গুরুত্ব দিতে চাইছি।' এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে নানা মহল।

NOTICE

NOTICE is hereby given that my client intends to purchase the below scheduled land from the present owner namely Smt. Priyanka Banik, Daughter of Late Subhas Chandra Banik. Anyone having any objection may contact me within 15 days. Otherwise, no objection/ claim will be entertained.

SCHEDULE OF LAND: Land measuring 4 (Four) Katha situated within East Vivekananda Pally, NEAR FRIENDS' UNION CLUB, Municipal Holding No. 139/1745/1/137 of Ward No. 38 of S.M.C., Mouza- Dabgram, J.L. No. 2, Sheet No. 12 (R.S.), appertaining to Khatian No. 831/3 and 831/1(R.S.), being part of Plot No. 360/743 (R.S.), P.S.- Bhaktinagar, District-Jalpaiguri, [and butted and bounded as follows: North: Land & House of Mr. Ajit Chakraborty; South: 25'-0" wide Municipal Road (Raja Rammohan Roy Road); East: Land & House of Prasanta Chowdhury; West: Land & House of legal heirs of Manohar Dey.].

(Sandip Nandi)
Advocate
Siliguri Bar Association
Contact-: 98320-33056

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ৯

টেন্ডার নং. সিইসিওএন/এলটিডিইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ৯ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"গ্রাহকের প্রতি সেবা সহকারে"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL

বিজ্ঞপ্তি

বীণা মোহিত মেমোরিয়াল স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ থেকে ৩০টি আসন বিশিষ্ট দুটি করে ট্রাভেরা গাড়ির প্রয়োজন। আগ্রহী ব্যক্তিদের অবিলম্বে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে ১৫ই মার্চ, ২০২৫-এর মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগ স্থান

নজরুল সদন (বীণা মোহিত মেমোরিয়াল স্কুল অফিস) মাথাভাঙ্গা অথবা বীণামোহিত মেমোরিয়াল স্কুল, মহিষবাথান, কোচবিহার

যোগাযোগ নম্বর ঃ 7872687903 / 7602021047

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
VACANCY FOR LOCAL SCREENING BOARD (LSB) INTERVIEW

1. Application are invited from the candidates for the following post of teachers at Army Public School, Sukna:

SER	POST	SUBJECT	NATURE OF APPOINTMENT
(a)	PGT	PHYSICS	ADHOC
(b)	TGT	SANSKRIT	FIXED TERM/ADHOC
		COMP SCIENCE	
		SCIENCE	
		SOCIAL SCIENCE	
		MATHEMATICS	
(c)	PPRT	ALL SUBJECTS	FIXED TERM/ADHOC
(d)	OTHERS	ASST. LIBRARIAN	FIXED TERM/ADHOC

2. Interested candidates can download an Application Form from AWES website (www.awesindia.com) or school website (www.apssukna.com) and send the same duly filled and complete in all respects along with attested photocopies of Educational and Experience certificates, Two copies of recent passport size photograph along with DD of Rs 250/- (Non Refundable) in favour of Principal, Army Public School, Sukna by **20 Mar 2024**. Incomplete application forms and application from send through email will NOT be accepted.
3. Interview for shortlisted candidates will be held at APS Sukna on **24 Mar 2025**. No TA/DA is admissible.
4.Written Test for Computer Proficiency will be held on date of Interview. School Management reserves all rights of Selection/Rejection based on QR/Experience/Merit of Interview.
5. Age Limit should not exceed 40 years in respect of candidate who do not have any teaching/work experience. Candidates between 40 to 57 years should have minimum teaching experience of 05 years in appropriate category.
6. Contact Details & address of School: APS Sukna, PO-Sukna, Dist: Darjeeling, West Bengal, Pin 734009.

Case No : 155181/AS/Adv
Dated : 08 Mar 2025

Sd/ x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

পাহাড়ে জলসংকটের আশঙ্কা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : সকালের কালো মেঘ সরিয়ে হালকা রোদের ঝলক। বিকেল হতে না হতেই আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। বসন্তে সান্দাকফুতে তুষারকণা আছড়ে পড়া, নতুন করে। কালিম্পং তো বটেই, দার্জিলিংয়ের একাধিক জায়গা শনি-দুপুরে শিলাবৃষ্টির সাক্ষী। আবহাওয়ার যা পূর্বাভাস, তাতে মেঘ-বৃষ্টির ঘটা এখনই কাটবে না। বরং হোলির রং পাহাড়ে জলে ধুয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাতে কি পাহাড়ে বৃষ্টির ঘাটতি মিটবে? পানীয় জলের জোগানে টান পড়বে না তো? পরিস্থিতি অবশ্য তেমন আশা জাগাচ্ছে না। পরিবর্তে এবছর গ্রীষ্মকালীন পর্যটনে জলসংকট মারাত্মক আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা দানা বেঁধেছে।

বৃষ্টি এবং তুষারপাতের অভাবে এবার শীতের সময় দার্জিলিং থেকেছে শুখা। শুকিয়ে কাঠ হয়েছে ঝোরাগুলি। ফলে গ্রীষ্মের সময় পাহাড়ে জলের জোগান ঘটবে কোথা থেকে, বড় হয়ে উঠছে সেই প্রশ্ন। জলসংকট পাহাড়ে নতুন নয়, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে ঝোরাগুলির শুকিয়ে যাওয়াটাই বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, সাধারণত দার্জিলিংয়ে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮৮.৭ মিলিমিটার। কিন্তু এই সময়কালে এবার বৃষ্টি হয়েছে ১৭১.২ মিলিমিটার। অর্থাৎ মাত্র ৯ শতাংশ বৃষ্টি কম হয়েছে। কালিম্পংয়ে ১৬৬.৫ মিলিমিটারের পরিবর্তে বৃষ্টি হয়েছে ২০৪.২ মিলিমিটার। অর্থাৎ ২৩ শতাংশ বৃষ্টি বেশি হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে এমন পরিসংখ্যানে ভয়ের কিছু থাকে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আছে। কেননা, তিন মাসের যোগফলে তেমন হেরফের নজরে পড়ছে না মূলত অক্টোবরের বৃষ্টিতে। গত বছর অক্টোবর মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ে। ৩১ অক্টোবর তো অস্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুখা থেকেছে পাহাড়। যা অনেকটাই স্পষ্ট জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারির যোগফলে। এই দুই মাসে দার্জিলিংয়ে ৩১.৯ মিলিমিটারের পরিবর্তে বৃষ্টি হয়েছে ৪.৪ মিলিমিটার এবং কালিম্পংয়ে ৪০.২ মিলিমিটারের পরিবর্তে ১৬.৩ মিলিমিটার। অর্থাৎ পাহাড়ের দুই শহরে বছরের প্রথম দুই মাসে বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ যথাক্রমে ৮৬ এবং ৫৯ মিলিমিটার। পাহাড়ে অতীতে এমন বৃষ্টির ঘাটতি দেখা যায়নি বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'এবছর শীতের সময় অধিকাংশ পশ্চিমী ঝঞ্ঝা দক্ষিণমুখী হয়েছে। ফলে দার্জিলিং পাহাড়ে তেমন বৃষ্টি হয়নি।'

এ কারণে পর্যটন মরশুম নিয়ে জলসংকটের আশঙ্কা গাঢ় হচ্ছে। কালিম্পং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ বলছেন, 'তুষারপাত এবং জাঁকিয়ে ঠান্ডার অভাবে এবছর শীতের সময় সেভাবে পর্যটকদের পাওয়া যায়নি। গ্রীষ্মের সময় জলের সমস্যা কী করে মিটবে, বুঝতে পারছি না।' গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মার আশ্বাস, 'বৃষ্টি কম হলেও পানীয় জলের সংকট যাতে না দেখা যায়, তার জন্য জিটিএ কাজ করছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।' বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে সমতলেও। যথারীতি শনিবার একপশলা হয়েছে উত্তরের অনেক জায়গাতেই।

বসন্তের বৃষ্টি কি শীতের ঘাটতি মেটাতে পারবে?

শিক্ষা/দীক্ষা

■ আগামী শিক্ষাবর্ষে IX-XII CBSE Mathematics করার জন্য শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ করুন। বিশ্বাসপাড়া, বালুরঘাট- 86375 20460, সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি- 9476151451. (C/115228)

Tuition

■ বাড়ি গিয়ে ব্যাচে যত্ন সহকারে WB, ICSE, CBSE Math/Sci. পড়ানো হয়। (M) 62975-61996 (Slg.). (C/115230)

Physics Coaching Class

■ A Smart Physics Coaching Class for CBSE/ICSE/WB/ NEET/JEE (Main and Advance)/ WBJEE, Engineering Physics and Foundation Course for Class X at Ashrampara, Siliguri. The above Class will Conduct by an Experience IIT'ian. (M) 8837030364. (C/115230)

ক্রয়

■ উত্তরবঙ্গে চালু পেট্রোল পাম্প লিজে, খরিদ করিতে চাই। (M) 7063107623/94770-76871. (C/115604)

বিক্রয়

■ New 3BHK, 2nd, 3rd Flr with Parking for Sale. Aurobindo Pally, Siliguri, 9650006491. (K/D/R)
■ অরবিন্দপল্লি কালীবাড়ির নিকট 300 Sq.Ft. Garage বিক্রয় হবে। M : 6294594711. (C/115165)

বিক্রয়

■ Ready-to-move Flats for sale in College Para, Siliguri. 1350 Sq.Ft. (1st Floor). Prime Location, great deal. Call - 9832489149. (C/115141)
■ 2 BHK flat for sale, U. Bharat Nagar, Siliguri (M) 6294189125. (C/115230)
■ 650 sq.ft. Furnished Shop Sale, Hakimpara, Siliguri. 9093242424.
■ Flat for Sale, 1st & 3rd Floor (1050 Sq.Ft.) near Kundu Pukur Field, Ward- 38. (M) 98320-84306. (C/115155)
■ শিলিগুড়ি গোপাল মোড়ে বাড়ি সহ চারকাঠা জমি বিক্রয়। মোবাইল- 9932813015. (C/115172)
■ 6.5 K. land Road Side at Mouza Shikarpur @2.5L, 7001250493. (C/115605)
■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭১/২ কাঠা জমি বিক্র হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮১/২' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। রাস্তা ৮১/২। (M) 9735851677. (C/115219)
■ বামনপাড়া (জলঃ) 1.96 কাঠা জমি সত্বর বিক্রি হবে। ফ্রন্ট 32', রাস্তা 10', শুধুমাত্র ক্রেতারাই যোগাযোগ করুন। 8906542885. (C/114762)
■ 6-7 কাঠা মৌজা খরিয়া R.S. Plot No. 2 and 3 সেনপাড়া, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগ - 9810081644. (114755)
■ 1322 Sqft Flat Sell 50 Lakh. Alipurduar, near Mahakaldham Dooars Sweet. M: 8653671165. (C/115192)

বিক্রয়

■ কোচবিহার Bang Chatra Road-এ রাস্তার পাশে 3 কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হবে। (M) 98320 91558. (C/114646)
■ Sale 3 BHK 1100 sqft flat 3rd Floor, Hakimpara, Near TS Club. M : 9832456100. (C/115228)
■ Flat for sale at Hakimpara 1300 sqft 1st floor front side 3BHK. Rs. 51 Lac. M : 7076462095. (C/115229)

হোম ডেলিভারি

■ বাড়িতে তৈরি খাবার Home delivery করা হয়, Monthly সুবিধা আছে ও ছোট অনুষ্ঠানের অর্ডার নেওয়া হয়, শিলিগুড়ি : 7319414238. (C/115175)

গোয়েন্দা

■ পরকীয়া বা বিবাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ? প্রিয়জন বা সন্তান বা কর্মচারীর উপর গোপন নজর রাখতে বা ফ্রি আইনি সাহায্য নিতে - 9083130421. (C/115230)

চিকিৎসা

■ শিশুর সুস্থতার জন্য ফ্রি 'আয়ুর্বেদিক সুবর্ণপ্রাশন' সেন্টার খুলতে সেবাপ্রেমী ব্যক্তি/সংস্থা কাম্য। 8637808864. (K)

ভাড়া

Rent for office/Shop/Godown 150 Sq.ft. Sanghati More, E. V. Pally, Slg. Contact : 9832537734. (C/115225)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/115228)
■ ছেলে, মেয়ের, বিবাহে বিলম্ব, কালসর্প ও মাঙ্গলিক দোষ-খণ্ডন, সংসারে অশান্তি, ছেলে-মেয়ে অবাধ্য, সন্তানহীন, জ্যোতিষ ও তন্ত্র, জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তন্ত্রসাধক, অধ্যাপক ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী, এমএ,পি.এইচ.ডি. যোগাযোগ :- 9002004418, নিজস্ব চেম্বার, শিলিগুড়ি, সেভক রোড।

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ অরুণাচল 25/4, কাশ্মীর 17/4, 21/5, লে-লাদাখ 21/5, 29/6, আন্দামান 15/4 পর্যন্ত যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

ভাড়া

■ 2BHK Flat for Rent Hakimpara, Siliguri. (M) 9332907899. (115230)

কর্মখালি

■ Marketing Executive, Tele Caller, Travel Guide. For Reputed Travel Company. inbox CV to vacancy.pmt@gmail.com M. 9735167890.
■ বিউটিসিয়ান আবশ্যক, থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। Mob : 9851394363. (C/115152)
■ গৃহস্থ বাড়ির রান্নার জন্য পিছুটানহীন মহিলা চাই। থাকা, খাবার ব্যবস্থা আছে। (M) 8116441786. (C/115227)
■ The Paan Palace শিলিগুড়িতে খিলি পানের কাজ জানা এবং Sales & Service-এর জন্য দক্ষ কর্মী প্রয়োজন। (M) 8918394139. (C/115227)
■ কোচবিহারে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য স্থানীয় ছেলে/মেয়ে চাই। তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন। মোঃ 7602847792. (C/115185)
■ কোচবিহারে নার্সিংহোমের জন্য Management Staff-2 জন, Accountant-2 জন, উভয় পদেই Computer জানা আবশ্যক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি অগ্রগণ্য। Bio-data সহ যোগাযোগ করুন বিকেল 4.30 to 5.30., Mob.No. 9434136832. (C/114644)
■ দিনহাটা, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, কোচবিহার-এইসব এলাকাতে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ছেলে/মেয়ে (ফার্মা ব্যাকগ্রাউন্ড প্রেফারেবল) এবং প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মহিলা রিসেপশনিস্ট চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9999328241. (C/114648)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে একজন রিটায়ার্ড অধ্যাপকের জন্য ভদ্র, অল্পশিক্ষিতা, সম্পূর্ণ পিছুটানহীন মহিলা সহায়িকা চাই। (M) 9434249237. (C/115169)
■ শিলিগুড়িতে স্ক্রাবার প্যাড বিক্রয়ের জন্য পুরুষ সেলসম্যান চাই, মাহিনা ১০,০০০+ উদ্দীপক। মোঃ ৮০১৬৩২১২০৬. (C/115180)
■ Security Guard চাই। ৮ ঘণ্টা Duty. Salary 10250/-, O.T. Extra. থাকা ও খাওয়ার সুবিধা আছে। Mob.No. 8967577096. (C/114761)
■ Wanted a Fulltime Accountant (B.Com.), Tally & GST experienced for a reputed firm in Siliguri. Salary negotiable. E-mail CV to tanmoysaha.gsaha@gmail.com, Mob.No. 9434464720. (C/115607)
■ বাড়িতে গৃহস্থালি কাজের জন্য বয়স্কা মহিলা চাই। শিলিগুড়ি। (M) 9832492627. (C/115221)
■ কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য কাজ জানা মহিলা কর্মচারী চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। 'স্বর্ণালী বুটিক', লেকটাউন, শিলিগুড়ি। Ph : 9474874830. (C/113436)
■ মুম্বইতে রিটেল চেইন-এ সেলসের কাজে সত্বর লোক চাই। বেতন : 12-16000/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। 8169557054. (K)
■ শিলিগুড়িতে এবং জলপাইগুড়িতে নাচ/গান/ছবি আঁকায় পারদর্শী স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন শিক্ষিকা চাই। অভিজ্ঞতা অগ্রগণ্য। W/AP CV : 7407452164. (C/115182)
■ শিলিগুড়িতে বাড়ির সর্বক্ষণ কাজের জন্য মহিলা চাই 30-35 বছরের। বেতন- 12000/-. (M) 9933634290. (C/115230)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া, বাড়িতে গাড়ি ধোয়ার জন্য লোক চাই। Ph : 8670389180. (C/115226)
■ জুতার দোকানের জন্য সেলসম্যান প্রয়োজন (রিটেলস)। ধূপগুড়ির বাসিন্দা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মোঃ 8918613741.
■ শিলিগুড়ি মিলনপল্লিতে ২টা ফ্ল্যাট-এর ঠিকা কাজের জন্য সকাল 10টা থেকে দুপুর 4টা অবধি কাজের মহিলা চাই। (M) 8759576807. (C/115228)
■ জলপাইগুড়ি শহরে একজন মহিলার ২৪ ঘণ্টা গৃহস্থালি কাজের জন্য পিছুটানহীন মধ্যবয়সি মহিলা প্রয়োজন। M.No. 9832078318. (C/114763)
■ ভারতের No.-1 কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানি-'কুচিনা', শিলিগুড়ি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, দিনহাটা প্রভৃতি ব্রাঞ্চে ফিল্ড সেলস এগজিকিউটিভ পদে লোক নেবে। কমপক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যক্তিরা আবেদনযোগ্য। Good fixed salary+কমিশন। PF, ESIC-র সুবিধা আছে। ফ্রি-তে থাকা,খাওয়া দেওয়া হয়। Ph : 8116602333. (C/115229)
■ শিলিগুড়িতে ১ জনের সংসারে সবরকমের কাজের জন্য বাঁধা মহিলা চাই। বেতন-৮০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ-7908102893. (C/115230)
■ GST Bill করতে এক্সপার্ট ও কম্পিউটারে দক্ষ অ্যাকাউন্ট্যান্ট চাই। U & T Boutique, জলপাইমোড়, শিলিগুড়ি। (M) 9933634290. (C/115230)
■ চানাচুর ফ্যাক্টরিতে মটর পেকিংয়ের জন্য (কনট্রাকচুয়াল) মহিলাদের প্রয়োজন। স্থান-পশ্চিম ভক্তিনগর, নিয়ার বিবাদি সংঘ ক্লাব, শিলিগুড়ি। (M) 9733303451.

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে রান্না ও রান্নাঘরের কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন। কাজের সময়-সকাল 8.30টা থেকে সন্ধে 6.30টা। বেতন 8500 টাকা + খাওয়া। যোগাযোগ- 8250412996. (C/115231)
■ শিলিগুড়িতে ১টি দেশি গোরুর দুধ ছ্যাকা এবং মালির কাজ জানা ১ জন মাঝবয়সি লোক চাই। বেতন ৯০০০ টাকা। থাকা ও খাওয়া ফ্রি। (M) 9002590042. (C/115232)
■ Experienced Laboratory Teachnicians and Marketing Manager needed in PETLAB diagnostic centre. Ph. 8158933766. (C/115199)

Requirement of Teacher

■ At MGM Sr. Secondary School Saharghat Madhubani Bihar, Regd. No. 83/14 Application for PGT, TGT with English Exp. 2 year and above. Cont. 9199944230, 9800203840. (C/115234)

Delhi Public School

■ (DPS-Dooars), Ethelbari-Alipurduar, W.B.-735204, Affiliated to CBSE - New Delhi - Affiliation No. 2430291, Applications are invited for the following posts:- PGT-Mathematics, TGT-Mathematics, PGT-English, Librarian-M Lib, Aspiring candidates may forward hand written Application with Mark Sheets to the Principal by 19/03/2025. The same can be mailed to dpsdooars@gmail.com, Principal.

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নারী দিবসে রক্তারক্তি হরিশ্চন্দ্রপুর ও রায়গঞ্জে

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস নাকি প্রহসন, বোঝা মুশকিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় মহিলাদের জয়জয়কারের পোস্ট উপচে পড়ছে। অথচ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের! এই অরাজকতা কবে বন্ধ হবে? আদপেও হবে কি? বিশেষ দিনে বারবার যেন বড় হয়ে উঠেছে এই প্রশ্নটি।

মাথা ফাটল প্রতিবাদীর

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৮ মার্চ : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এক বধূর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। চিকিৎসার জন্য তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সালিশি সভা চলাকালীন এই ঘটনাতে ওই বধূর স্বামীও আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর - ১ নম্বর ব্লকের ভাটোল চণ্ডীপুর গ্রামে। এই ঘটনায় ১০ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ।

ভাটোল গ্রামে একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছে। সেই বিবাদের মীমাংসা করার জন্য শুক্রবার রাতে স্থানীয় মাতব্বরদের উপস্থিতিতে সালিশি সভায় বসেন বিকাশ মণ্ডল এবং সন্তোষ মণ্ডলের পরিবার। সালিশি চলাকালীন সন্তোষ মণ্ডলের স্ত্রীকে গালিগালাজ করা হলে তিনি প্রতিবাদ করেন। এতেই বিকাশ মণ্ডল ও তাঁর পরিবারের লোকজন জয়াদেবীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেন বলে অভিযোগ।

সন্তোষ মণ্ডলের অভিযোগ, 'বিকাশ মণ্ডলের পরিবার আমাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। আমার বৌ প্রতিবাদ করলে ওরা তার মাথা ফাটিয়ে দেয়। আমাকেও মারধর করা হয়। আমি এই বিষয়ে থানায় অভিযোগ করেছি।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিকাশ মণ্ডলের ভাই জীতেন্দ্র মণ্ডল। তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আমরা কোনও মারধর করিনি। ওই মহিলা নিজেই মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে মাথা ফাটিয়েছে। এখন আমাদেরকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

ঘটনার নেপথ্যে

- **ভাটোলে একটি জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছে**
- **সেই বিবাদের মীমাংসা করার জন্য শুক্রবার রাতে স্থানীয় মাতব্বরদের উপস্থিতিতে সালিশি সভায় বসে বিকাশ ও সন্তোষ মণ্ডলের পরিবার**
- **সালিশি চলাকালীন সন্তোষের স্ত্রীকে গালিগালাজ করলে তিনি প্রতিবাদ করেন**
- **বিকাশ মণ্ডল ও তাঁর পরিবারের লোকজন জয়াকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেন**

বৃদ্ধা মাকে বেধড়ক মারধর ছেলের

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৮ মার্চ : নারী দিবসের দিনই বৃদ্ধা মাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়। মাকে বাঁচাতে তার স্বামী এগিয়ে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ মায়ের। বাধ্য হয়ে নারী দিবসের দিনই সন্তানের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানালেন ওই বৃদ্ধা।

ঘটনাস্থল রায়গঞ্জের বোগ্রাম। বৃদ্ধা সরস্বতী মহন্তকে দীর্ঘদিন ধরে ছোট ছেলে খোকন ও পুত্রবধূ রুমি মারধর করে। প্রতিবাদ করলে আরও বেশি করে মারধর করা হয়। শনিবার সকালেও বৃদ্ধার কাছে খোকন টাকা দাবি করে। বৃদ্ধা টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। সবজি কাটার বঁটির বাট দিয়ে মেরে হাত জখম করা হয়। বৃদ্ধার স্বামী সুকুমার আটকাতে গেলে তাঁকেও পেটায় গুণধর খোকন। আওয়াজ শুনে এলাকার লোকজন এসে দুজনকে প্রাণে বাঁচায়। তড়িঘড়ি বৃদ্ধা সরস্বতীদেবী রায়গঞ্জ মেডিকেলে আসেন নিজের চিকিৎসার জন্য। সেখান থেকেই পৌঁছান থানায়।

সরস্বতীদেবীর কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে ছোট ছেলে ও বৌমা অত্যাচার করে। খাওয়া-পরা তো দেয়ই না, দেখভালও করে না। উপরন্তু, দুদিন পরপর এসে টাকা চায়। কিছুদিন আগে ঋণ করে টোটো কিনে দিই। কিন্তু সেই টোটো কয়েকদিন পর বিক্রি করে, সেই টাকা আত্মসাৎ করে ছোট ছেলে ও তাঁর স্ত্রী। আজ আমাকে ভীষণ মেরেছে, বাড়িঘরও ভাঙচুর করেছে। তার কঠোর শাস্তির দাবি করছি।' অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছে রায়গঞ্জ পুলিশ।

সহকর্মীকে খুনের হুমকির অভিযোগ

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ৮ মার্চ : দুই সহকর্মীর বিবাদে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে। সংসদের ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে হুমকি ও প্রাণনাশের অভিযোগ তুললেন এলডিসি(ল)। বিষয়টি তিনি শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনে জানিয়েছেন। হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি পাওয়ার পরেই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ওই এলডিসি। তবে এমন দাবি মানতে চাননি অভিযুক্ত ক্যাশিয়ার। শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও ঘটনার নিন্দা করেছেন জেলা শিক্ষা পরিদর্শক।

লিখিত অভিযোগপত্রে এলডিসি সুকান্ত চক্রবর্তী দাবি করেছেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে ডিপিএসসির ক্যাশিয়ার মিঠুন চক্রবর্তী আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করেন। তিনি আমাকে গালিগালাজ করার পাশাপাশি মেরে ফেলারও হুমকি দেন। আমি ডিপিএসসির চেয়ারম্যানকে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি। পরে আমি সমস্ত বিষয়টি অন্য সহকর্মীদের জানাই।'

সুকান্তবাবুর আরও দাবি, 'ফোনে হুমকি পেয়ে আমি অসুস্থবোধ করছি। এমনকি আতঙ্কিত আমার মেয়ে সহ পরিবারের সকলেও। শুক্রবার ডিপিএসসির ক্যাশিয়ার মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ডিপিএসসির চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি।'

হুমকি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন মিঠুন চক্রবর্তী। তিনি জানান, 'ডিপিএসসিতে এমন অভিযোগ জমা পড়েছে বলে আমার জানা নেই। যে কেউ অভিযোগ করতেই পারেন। তবে সেরকম কোনও বিষয় নেই। শুক্রবারেও তো একসঙ্গে অফিস করেছি। আমরা সবাই মিলেমিশেই থাকি।'

এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'আমি কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। তবে উভয়পক্ষকে নিয়ে শুক্রবার বসেছিলাম। সমস্যা মিটে গিয়েছে।'

এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডিআই(প্রাথমিক) আবুল হাসান জানান, 'আমি চেয়ারম্যান সাহেবের কাছ থেকে বিষয়টি শুনেছি। ঘটনার সত্যতা আমি জানি না। তবে যদি এমনটা হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।'

> **ফোনে হুমকি পেয়ে আমি অসুস্থবোধ করছি। এমনকি আতঙ্কিত আমার মেয়ে সহ পরিবারের সকলেও। শুক্রবার ডিপিএসসির ক্যাশিয়ার মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ করার জন্য ডিপিএসসির চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগ করেছি।**
>
> **সুকান্ত চক্রবর্তী, এলডিসি**

খুঁটে খেতে ব্যস্ত। শনিবার মালদায়। - স্বরূপ সাহা

মাটির নীচ থেকে উঠে এল অষ্টধাতুর কালীমূর্তি

শেখ পান্না

রতুয়া, ৮ মার্চ : আর্থমুভারের ছোবলে মাটির প্রায় ২০ ফুট নীচ থেকে আবারও বেরিয়ে এল অষ্টধাতুর প্রাচীন কালীমূর্তি। শুক্রবার এমনই ঘটনায় হইচই পড়ে যায় রতুয়া- ১ নম্বর ব্লকের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর স্ট্যান্ড এলাকায়। কালীর পায়ের নীচে রয়েছে শিবের মূর্তিও। ১৫ ইঞ্চির এই মূর্তি ঘিরে এখন কার্যত চরম উন্মাদনায় গ্রামবাসীরা।

শনিবার কালীমূর্তিকে ঘিরে পূজার্চনা শুরু করেন এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষ। খবর পেয়ে রাতে পুলিশ মূর্তিটি উদ্ধার করতে গেলেও গ্রামবাসীদের বাধায় পুলিশকর্মীদের খালি হাতে ফিরে আসতে হয়। কালীমূর্তি উদ্ধার হওয়ার খবর চাউর হতেই এলাকায় ভক্তদের ঢল নামে। খুব দ্রুত একটি মন্দির নির্মাণ করে মূর্তিটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজীব ঘোষ বলছেন, 'গতকাল সন্ধে ছ'টা নাগাদ মূর্তিটি দুর্গাপুর স্ট্যান্ড থেকে উদ্ধার হয়েছে। মাটির প্রায় ২০ ফুট নীচ থেকে মূর্তিটি উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমান। গতকাল রাত থেকেই আমরা মায়ের পুজো শুরু করেছি। আজ ছোট একটি বেদি তৈরি করে মায়ের পুজো করব। আমাদের ধারণা, মূর্তিটি অষ্টধাতু নির্মিত। গ্রামবাসীরা এখানে মায়ের একটা মন্দির নির্মাণ করতে চাইছেন। সেই মন্দিরে মাকে স্থাপন করা হবে। খবর পেয়ে গতকাল রাতে পুলিশ এখানে এসেছিল। পুলিশকর্মীরা আইনি বিষয়টি বলে গিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আইন নয়, আবেগ কাজ করছে। আমাদের মনে হচ্ছে, মূর্তিটি বহু বছরের পুরোনো।'

এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান পঙ্কজ মিশ্র বলেন, 'গতকাল সন্ধ্যায় পিএইচই'র পাইপলাইনের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকরাই মাটির প্রায় ২০ ফুট গভীর থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করেন। পরিষ্কার করার পর দেখা যায়, সেটি কালীমূর্তি। গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখানেই মায়ের পুজো করা হবে। গতকাল রাত থেকেই আমরা মায়ের পুজো শুরু করেছি। প্রশাসন এখানে এসেছিল। তাঁরা নিজেদের কথা বলে গিয়েছেন। তবে এলাকার সবাই চাইছেন, দীর্ঘদিন পর এলাকায় মায়ের আবির্ভাব ঘটেছে। এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করে মাকে স্থাপন করা হোক।'

৫০ জন যক্ষ্মারোগীর দায়িত্ব নিলেন ৪২ জন

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৮ মার্চ : শনিবার এক দৃষ্টান্ত তৈরি হল হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে।

এই হাসপাতালে যক্ষ্মায় আক্রান্ত ৫২ জন রোগীর মুখে পুষ্টিকর খাবার তুলে নেওয়ার দায়িত্ব নিলেন ৪২ জন মানুষ। এঁরা আগামী ছ'মাস ধরে ৫০০ টাকা করে তাঁদের 'নিউট্রিশিয়ান সাপোর্ট' জোগাবেন। জেলায় এই প্রথম এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হল। এই ৪২ জনকে পোষণ মিত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, নার্স, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক।

গত ৯ ডিসেম্বর থেকে গোটা দেশের পাশাপাশি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকে শুরু হয় 'হান্ড্রেড ডেজ ইনটেন্সিফায়েড টিবি ক্যাম্পেন'। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আশাকর্মীরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন মানুষজনকে চিহ্নিত করা শুরু করেন। সেই সঙ্গে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। ধূমপায়ী, ডায়াবিটিক রোগীর পাশাপাশি বৃদ্ধাশ্রম, ইটভাটা, খনি, বিড়ি ও বাস-লরি শ্রমিক সহ একাধিক পেশার ব্যক্তিদের পরীক্ষা করা হয়। আশাকর্মীরা জেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সমীক্ষা চালাচ্ছেন। ২৩ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই সমীক্ষা।

ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নম্বর ব্লকের প্রায় ২০০৪ জনের মধ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এরমধ্যে নতুন-পুরোনো মিলিয়ে প্রায় ৫২ জন যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিত হয়েছে। জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের দাবি, এই বিশেষ অভিযান না হলে এই ধরনের রোগীর সন্ধান পাওয়া সম্ভব হত না। ফলে, তাঁদের চিকিৎসাও হত না।

ব্লকের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ডাঃ ছোটন মণ্ডল বলেন, 'আমাদের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে যক্ষ্মারোগীর সন্ধান করছেন। কিন্তু সব স্তরের মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। কোনও ব্যক্তির মধ্যে যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ দেখা গেলে, তাঁকে অবশ্যই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসুন। সরকার থেকে এই রোগে আক্রান্তদের এক হাজার টাকা করে সাহায্য করা হয়। পাশাপাশি আমরা এলাকার কিছু মানুষদের আহ্বান জানিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে ৪২ জনকে আমরা পোষণ মিত্র হিসেবে পেয়েছি। যারা আমাদের ব্লকের ৫২ জন যক্ষ্মারোগীর নিউট্রিশিয়ান সাপোর্টের জন্য অর্থসাহায্য করবেন।

বাবার করাত মিলে ওড়না পেঁচিয়ে মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৮ মার্চ : কয়েকদিন পরেই ছিল দিদির বিয়ে। তাই বাবার করাত মিলে কাজে সাহায্য করতে গিয়ে মিলের ফিতায় ওড়না পেঁচিয়ে মৃত্যু হল ১৫ বছরের এক কিশোরীর। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন বাবাও। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের বনসরিয়া গ্রামে।

মৃত কিশোরীর নাম খুশি খাতুন (১৫)। বাড়ি ভবানীপুর গ্রামে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে মালদা মেডিকেলে পাঠিয়েছে। কিশোরীর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামে।

> **বড় মেয়ের বিয়ের জন্যে নিজের করাত মিলে জ্বালানির কাঠ চেরাই করছিলাম। ছোট মেয়ে কাঠ ধরিয়ে দিচ্ছিল। সেসময় অসাবধানতাবশত ওড়না পেঁচিয়ে যায় মিলের ফিতায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় মেয়ের। চার মেয়ের মধ্যে সে ছিল ছোট।**
>
> **মেরাজুল ইসলাম, মৃতার বাবা**

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামনের মাসের ৫ তারিখে রয়েছে পরিবারের বড় মেয়ের বিয়ে। জ্বালানির জন্যে বাবা মেরাজুল ইসলাম নিজের করাত মিলে কাঠ চেরাই করছিলেন। সেই কাজে বাবাকে সাহায্য করছিল ছোট মেয়ে খুশি। অসাবধানতাবশত তার ওড়না পেঁচিয়ে যায় মিলের ফিতায়। মিলে ঢুকে দুমড়েমুচড়ে হাত ও পা ভেঙে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানিয়ে দেন। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে মালদা মেডিকেলে পাঠায়।

মৃতার বাবা মেরাজুল ইসলাম বলেন, 'বড় মেয়ের বিয়ের জন্যে নিজের করাত মিলে জ্বালানির কাঠ চেরাই করছিলাম। ছোট মেয়ে কাঠ ধরিয়ে দিচ্ছিল। সেসময় অসাবধানতাবশত ওড়না পেঁচিয়ে যায় মিলের ফিতায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় মেয়ের। চার মেয়ের মধ্যে সে ছিল ছোট।'

বৃত্তি প্রদান

রায়গঞ্জ, ৮ মার্চ : শনিবার বঙ্গীয় যাদব মহাসভার উদ্যোগে রায়গঞ্জের বণিকসভার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল ডাঃ দুলাল চন্দ্র ঘোষ ছাত্রবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি। এদিন ২০জন পড়ুয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয় বৃত্তি। ছিলেন বঙ্গীয় যাদব মহাসভার রাজ্য সভাপতি শ্যামচাঁদ ঘোষ।

চিকিৎসক দুলালচন্দ্র ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে শ্যামচাঁদ ঘোষ বলেন, 'দুলালচন্দ্র ঘোষ দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন। যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে একসময় উনি একজন ভালো চিকিৎসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অবিবাহিত ছিলেন। জীবনের অর্জিত অর্থ থেকে যাদব সমাজের ছেলেমেয়েদের পড়ুয়াদের বৃত্তি দেওয়া হয়।

পথ সুরক্ষার আশ্বাস

গঙ্গারামপুর, ৮ মার্চ : পথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। শনিবার গঙ্গারামপুর পুরসভা কর্তৃপক্ষ, ন্যাশনাল হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পরিদর্শন করা হয়। ছিলেন ডিএসপি ট্রাফিক বিল্বমঙ্গল সাহা, গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র, গঙ্গারামপুর পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার পঙ্কজকুমার পুরকাইত প্রমুখ।

অত্যন্ত জনবহুল এই এলাকায় পথ দুর্ঘটনার রোধ করতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গঙ্গারামপুর পুর কর্তৃপক্ষকে পথ দুর্ঘটনা রোধ করতে বিভিন্ন প্রস্তাব সংবলিত চিঠি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়।

ডিএসপি ট্রাফিক বিল্বমঙ্গল সাহার বক্তব্য, 'তাদের চিঠির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' পঙ্কজকুমার পুরকাইতের কথায়, 'এই এলাকায় পথ দুর্ঘটনা রোধ করতে ডিভাইডার, বাম্পার এবং পোস্টার দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পুরসভার পক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ করার জন্য চিঠি করা হবে।'

পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে আলোচনা

গাজোল, ৮ মার্চ : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন অভিভাবকরা। নিজের সন্তানদের ভর্তি করাচ্ছেন বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। যার ফলে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়ুয়ার অভাবে ধুঁকছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অভিযোগ থাকে, সরকারি স্কুলে ঠিকমতো পড়াশোনা হয় না। বাধ্য হয়ে তারা সন্তানদের ভর্তি করেছেন বিভিন্ন নার্সারি স্কুলে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে গ্রামে গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করছেন গাজোল চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রশান্তকুমার রায়। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ১৬টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। চলতি বছর তিনি মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বিশেষ গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। তার মধ্যেও সময় বের করে চলছে তাঁর বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন।

প্রশান্তবাবুর বক্তব্য, 'বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষকে বোঝাচ্ছি যাতে তারা তাদের সন্তানদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করান। সরকারি স্কুলে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষালাভ করবে ছাত্রছাত্রীরা, তেমনি নানা ধরনের সুযোগসুবিধাও পাবে। মিড-ডে মিলের পাশাপাশি বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, ব্যাগ, স্কুল ইউনিফর্ম, জুতো সহ নানা ধরনের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাবে। একটু উঁচু ক্লাসে উঠলে সাইকেল, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্পের সহায়তা পাবে। এইভাবে অভিভাবকদের সচেতন করার পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে দেখছি শিক্ষক- শিক্ষিকারা কীভাবে পঠনপাঠনের কাজ চালাচ্ছেন। আগামীদিনে অন্যান্য স্কুলেও পরিদর্শনে যাব।'

অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক। শনিবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

সাইবার প্রতারণায় ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ৮ মার্চ : প্রচুর অর্থলাভের আশায় ট্রেডিং অ্যাপে বিনিয়োগ করেছিলেন তপনের ২৫ বছরের আমজাদ সরকার। হিতে বিপরীত হল। বেশি লাভ করতে গিয়ে আমজাদ হারিয়েছেন প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা।

তপনের ওই তরুণ প্রায় ২০ বার টাকা পাঠানোর পর বুঝতে পারেন, যে তিনি প্রতারিত হচ্ছেন। অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হয়েছেন আমজাদ। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ট্রেডিং অ্যাপের মাধ্যমে প্রতারণা নিয়ে আমরা প্রচার শুরু করেছি।'

দেশজুড়ে ট্রেডিং অ্যাপকে ঢাল করেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রতারণাচক্র। ভিনরাজ্যে বসেই এই সাইবার অপরাধীরা এই চক্র চালাচ্ছে। বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে ফেসবুক, টেলিগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপ লিংকের মাধ্যমে খোলা হচ্ছে অ্যাপ। সাইবার অপরাধীরা সেই অ্যাপের সঙ্গে মানুষদের যুক্ত করে তাদের নানা পরামর্শ দিচ্ছেন। মোটা টাকা বিনিয়োগ করলে ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে। হরিরামপুর, কুমারগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মানুষ, এমনকি গৃহবধূরাও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।

প্রশ্ন উঠেছে, ওই কোম্পানির কোনও হালহকিকত না জেনেই কেন এত টাকা তিনি লগ্নি করলেন।

তরুণ খুনে কর্ণাটকে ধৃত

বালুরঘাট, ৮ মার্চ : নয় বছর আগে ২০১৪-তে এক তরুণ খুন হয়েছিলেন। মৃতের নাম রামপ্রসাদ হালদার। তাঁর দেহ উদ্ধার হয় বিমানবন্দরের রাস্তার পাশে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। জনৈক শ্যামল হাঁসদা খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর থেকে আত্মগোপন করে শ্যামল। নির্ভরযোগ্য সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে সে রয়েছে কর্ণাটকে। সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে পৌঁছে শ্যামল হাঁসদাকে গ্রেপ্তার করে। বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস শনিবার এই খবর দিয়েছেন।

পুলিশের জালে অভিযুক্ত

বৈষ্ণবনগর, ৮ মার্চ : তরুণী অপহরণের মামলায় বৈষ্ণবনগর পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম খোকন চৌধুরী। বাড়ি মধুঘাটে। শুক্রবার পুলিশ তাঁকে পিরপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি এক তরুণীকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। নাম জড়ায় খোকনের। ঘটনার দিন ওই তরুণীর পরিবার বৈষ্ণবনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্তে নামে। পলাতক ছিলেন খোকন।

গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে সে পিরপাড়ায় রয়েছে। সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে গিয়ে খোকন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে।

প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে তল্লাশি

উদ্ধার ১৮ লক্ষ টাকার কাফ সিরাপ

বিপ্লব হালদার

তপন, ৮ মার্চ : প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামীর গোডাউনে হানা দিয়ে উদ্ধার কয়েক লক্ষ টাকার কাফ সিরাপ। শনিবার পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় ৮ হাজার বোতল কাফ সিরাপ। গ্রেপ্তার করা হয় গোডাউন মালিককে। তবে ধৃত ব্যক্তির দাবি, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তপনের গুড়াইল পঞ্চায়েতের হারদিঘি গ্রামে।

ধৃতের নাম রণজিৎ মণ্ডল(৩৪)। তপন থানার হাটদিঘি এলাকায় তাঁর বাড়ি। পেশায় ব্যবসায়ী। ২০১৮ সালে তাঁর স্ত্রী গুড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের টিকিটে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে তপন থানার পুলিশ রণজিৎবাবুর বাড়ির গোডাউনে হানা দেয়।

কাফ সিরাপ উদ্ধার। - সংবাদচিত্র

শনিবার বেলা বাড়তেই ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে পৌঁছান ডিএসপি প্রদীপ সরকার, তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা। তল্লাশি চালিয়ে গোডাউনে পাওয়া যায় ৮ হাজার বোতল কাফ সিরাপ। উদ্ধার হওয়া সিরাপের বাজারদর প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা। এরপরেই গোডাউন মালিক রণজিৎকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তবে এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই বলে দাবি রণজিৎ মণ্ডলের। তিনি বলেন, 'রাতেই আমি শিলিগুড়ি থেকে ফিরেছি। এক বন্ধু রাতে ফোন করে গোডাউনে কিছু মাল রাখার কথা জানায়। তবে কাফ সিরাপ রয়েছে, তা আমার জানা ছিল না। সকালে পুলিশ আসায় জানতে পারি, কাফ সিরাপ রাখা হয়েছে। ২০১৮ সালে আমার স্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হয়েছিল। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফাঁসানো হয়ে থাকতে পারে।'

ডিএসপি প্রদীপ সরকার জানান, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হারদিঘির একটি বাড়ির গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে ৮ হাজার বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরো বিষয় তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

শুধু বাঁদরামি!

শনিবার গাজোলে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

সংসদ মনোনীত প্রতিনিধি বদল

রায়গঞ্জ, ৮ মার্চ : মহারাজা হাইস্কুলের সংসদ মনোনীত প্রতিনিধি কৌশিক বাগচীকে সরিয়ে দিল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালন কমিটি। নতুন একজনকে প্রতিনিধি করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের সংযত কারণও রয়েছে। রায়গঞ্জের কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সিট পড়েছে দেবীনগর মহারাজা জগদীশনাথ হাইস্কুলে।

কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠের ইংরেজির শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতা কৌশিক বাগচীকে সংসদের প্রতিনিধি করে মহারাজা জগদীশনাথ হাইস্কুলে পাঠানোয় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সংসদইবা কীভাবে তাঁকে ওই স্কুলের প্রতিনিধি করে পাঠাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে কৌশিক বাগচীর ভূমিকা নিয়েও। তিনি কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে জানাননি। এই বছর ৮৪ টি ভেনুতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে। এর জন্য সর্বমোট ৯৯ জন সংসদ মনোনিত প্রতিনিধি রয়েছে।

ধন্যবাদ জানাতে সভা

গঙ্গারামপুর, ৮ মার্চ : গঙ্গারামপুর পুর উৎসবকে সফল করে তোলার জন্য আয়োজক সদস্যদের নিয়ে একটি ধন্যবাদজ্ঞাপন সভা অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার গঙ্গারামপুর ভবনে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র, গঙ্গারামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দীপককুমার জানা, সুব্রত মুখার্জি প্রমুখ। এই প্রথম গঙ্গারামপুরে অনুষ্ঠিত হল পুর উৎসব। শুরু হয় ২৫ জানুয়ারি। শেষ হয় ২৬ জানুয়ারি। উৎসব যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।

পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র জানান, 'পুরসভা তৈরির পর প্রায় ৩০ বছর পর একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। মূল পর্বের অনুষ্ঠান ছিল দু'দিন, ২৫ এবং ২৬ জানুয়ারি। সর্বাঙ্গীণভাবে উৎসব সফল হয় । এই অনুষ্ঠানের জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন ও স্মারক প্রদান করা হল।

মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে একদল পড়ুয়া পড়ার বই কুচিকুচি করে ছিঁড়ে মেতে উঠেছে উল্লাসে। বছর কয়েক আগেও যা ভাবা যেত না। অনেকের ণত্বষত্ব জ্ঞান নেই। জীবনের মানেই পালটে গিয়েছে যেন। স্কুলে পড়াশোনা নিয়ে নতুন প্রজন্মের ভাবনা পালটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে তা নিয়েই চর্চা।

ছেঁড়া পাতা যে বলি

পাঠের শেষ, পাঠ্য কুচিকুচি

তা হলে পড়ে আর কী হবে

অম্লান কুসুম চক্রবর্তী

মহীনের ঘোড়াগুলির থেকে ধার করি। আবার বছর কুড়ি পরে নয়, আগে ফিরে যাই। আমার স্কুলজীবন। সামনেই মাধ্যমিক। এবারে অঞ্জন দত্তের কাছে ফিরে যাই ফের। আমার জানলা দিয়ে একটুখানি আকাশ দেখা যায়। যায় বলাটা ভুল হল। যেত। আজ তাকে খেয়ে নিয়েছে সতেরোতলা অট্টালিকা। হাইরাইজ। সামনেই ছিল এক মস্ত পুকুর। বেনেবুড়ি জলে ডুব দিত। পুণ্য করত। আর আমি পুণ্য করতাম পড়ার বই খুলে। 'সামনে একটা মস্ত পরীক্ষা, বাবা। এই পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট জীবন বদলে দেয়। আর তো মাত্র দুটো বছর। উচ্চমাধ্যমিক, জয়েন্ট। ব্যাস। জীবন তৈরি।' গুরুজনদের থেকে শোনা এই কথাগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হলে পড়ার টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া ড্রয়ারটা টানতাম। ওর মধ্যে বন্দি ছিল আমার আগামীদিনগুলোতে ছুটির মজা। মাধ্যমিকের শেষ আর উচ্চমাধ্যমিকের পড়ার শুরুর মধ্যে কয়েকটা দিন তো ময়ূরের মতো পেখম মেলে থাকে। পেখমজোড়া ছুটি। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। ড্রয়ারের মধ্যে রাখা ছিল গত বছরের শারদীয় আনন্দমেলা আর শুকতারা। প্লাস্টিকে মুড়িয়ে সেলোটেপ দিয়ে রেখেছিলাম, যেন গন্ধ না যায়। মনে পড়ে, খবরের কাগজ দেওয়া কাকু যেদিন 'বাবু, পুজোটা দিয়ে গেলাম', বলে হাঁক দিয়েছিল, মা এসে বলেছিল আমায়, 'সামনে যে মাধ্যমিক। এবারও!' প্লাস্টিকে মুড়ে রেখে দেওয়া কি নিজের কাছেই এক শপথগ্রহণ ছিল? নতুন বইয়ের গন্ধকে হাত জোড় করে বলেছিলাম, "যাস নে, যাস নে।" তাই প্লাস্টিক। তাই সেলোটেপ। বইমেলা যেতে পারিনি সেই বছর। বাবা এনে দিয়েছিল কাকাবাবু সমগ্র। আরেকটা প্লাস্টিকে মুড়ে রেখে দিয়েছিলাম সেটাও। ক্লান্ত লাগলে ড্রয়ার খুলে একবার দেখে নিতাম। প্রচ্ছদ থেকে কাকাবাবু যেন বলে উঠতেন, 'আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। আমি আর সন্তু অপেক্ষা করে রয়েছি তোমার জন্য।' সদ্য বিদেশ থেকে ফিরে আসা আমার এক দাদা আমায় উপহার দিয়েছিলেন দুটো ফ্লপির সেট। এক মাইক্রোচিপে এক টেরাবাইট তখন রূপকথার গল্পর মতো ছিল। পরীক্ষা শেষ হলে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ১.৪৪ মেগাবাইটের 'মস্ত' স্টোরেজে যে কোন ওয়ালপেপার ছেড়ে কোনটা ডাউনলোড করব তা নিয়ে এক আমি অন্য আমির সঙ্গে যুদ্ধ করত। প্রিয় বন্ধু বলেছিল, 'পুরী যাওয়ার ট্রেনের টিকিটটা ল্যামিনেট করে রেখে দিয়েছি পড়ার টেবিলে রাখা সরস্বতীর ঠিক পাশে। কবে যাচ্ছি জানিস? পরীক্ষা যেদিন শেষ হচ্ছে ঠিক সেদিন রাতে।' দেবী পড়ার শক্তি দিতেন। আর টিকিটটা ক্লান্তি থেকে ওকে মুক্তির সন্ধান দিত। পাঠ্যবইয়ের ওপরে মাঝেমধ্যে হাত বুলোতাম আমি। আমি বলা ঠিক হল না। আমরা। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবে আর কয়েকদিন পরেই। হয় স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়া ভাইদের কাছে চলে যাবে। কিংবা স্থান পাবে বাড়িতে রাখা বইয়ের আলমারির একেবারে ওপরের তাকে। ওদের সঙ্গে নিত্যদিনের ওঠাবসা আর থাকবে না। স্থানাভাব হলে হয়তো বিক্রিও হয়ে যেতে পারে কয়েক মাস পরে।

পরীক্ষার শেষ দিনে বইয়ের পাতা কুচিকুচি করে উড়িয়ে দেওয়া ছাত্রছাত্রীরা হয়তো এর মর্ম বুঝতে পারবে না কোনওদিন। কিংবা, আমরাই হয়তো বুড়িয়ে গিয়েছি অনেক। মাত্র কয়েকদিন আগে শেষ হয়েছে এ বছরের মাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষা। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে যেভাবে ভেসে এসেছে পরীক্ষা শেষের উদযাপনের ছবি, তা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। শুধু তাই নয়। গলার কাছে যেন চেপে ধরল ভয়ের আঁকশি। সামাজিক মাধ্যমে, টেলিভিশনে, খবরের কাগজের অফলাইন এবং অনলাইন সংস্করণে দেখলাম বই কুচিকুচি করার দৃশ্য। উড়িয়ে দেওয়া ছিন্ন পাতা। বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললে ভুল বলা হবে। এক জেলার খবর লজ্জা দিল অন্য জেলাকে। বই ছেঁড়া হয়েছে শহরের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে। যে জেলাগুলো থেকে বই ছেঁড়ার ঘটনার কথা জানতে পেরেছি, তার মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার, মালদহ, উত্তর ২৪ পরগনা। আছে কলকাতাও। এই জেলাগুলি থেকে ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। আমরা জানতে পেরেছি। তবে বই ছেঁড়ার এই নয়া ট্রেন্ড দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, যতটুকু জানতে পেরেছি, তার থেকে অনেক বেশি ঘটনা হয়তো আমাদের অজানাই রয়ে গিয়েছে।

পাঠ্যবই আমাদের কী দেয়? কয়েকটা পাতার মধ্যে শুধুই কি লুকিয়ে থাকে আগামী ক্লাসে ওঠার রাস্তা? বইয়ের পাতাগুলো কি আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলে না স্কুলজীবনে? বই মানে কি পরীক্ষা শুরুর আগের দিনে মাইক্রো ফোটোকপি? এক হতাশাগ্রস্ত ছাত্রের কথা জানতে পারলাম। সে বলেছে, 'পরীক্ষার হলে যদি বই থেকে টুকতেই না পারি, তাহলে সেই বই রেখে দিয়ে কী লাভ?' গার্ড নাকি অতিরিক্ত কড়া ছিলেন ওই স্কুলে। ছাত্রটি পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে বইয়ের পাতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়েছে হাওয়ায়। কালো ফুটপাথ আলো করেছে টুকরো কাগজের কোলাজ। বই ছিঁড়ে ফেলা কি ওই ছাত্রটির কাছে শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার হাতিয়ার? পরীক্ষাকক্ষে যদি বই খুলে টুকতে পারা যেত, পাঠ্যপুস্তক প্রিয় হয়ে গিয়ে কি বক্ষে বিরাজ করত? হিজিবিজবিজ প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে চমকায়।

দিনের শেষে কপাল পুড়েছে মাধ্যমিকের পাঠ্যবইগুলির। পরিচিত এক অধ্যাপক এ প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'ক্লাস এইট পর্যন্ত বিনা বাধায় পাশ করে যাওয়া যায় বলে ওই বইগুলোর ওপরে ছাত্রছাত্রীদের রাগ থাকে না। মাধ্যমিকের গায়ে লেগে থাকে প্রায়োরিটি তকমা। এই পরীক্ষার্থীদের সমাজ দেখে। রেজাল্ট বেরোলে প্রতিবেশীদের ফোন আসে। একেবারে বইবিমুখ হলে মাধ্যমিকে ফেল করাও অসম্ভব নয়। নবম-দশম শ্রেণির বইয়ের সঙ্গে তাই জোর করে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। মনের মধ্যে রাগ থাকে বলেই সম্পর্কগুলোও হয়ে যায় অনেকটা ইউজ অ্যান্ড থ্রো-র মতো। পাতা ছিঁড়ে উল্লাসের মধ্যে তাই মিশে থাকে মুক্তির দামামা।'

কোন বিষয়ের পাঠ্যবইগুলির অন্তর্জলি যাত্রা সমাপ্ত হল তা জানতে বড় ইচ্ছে হয়। কতটা জটিল বই ছেঁড়ার সাইকোলজি? যে বিষয়ের পরীক্ষা খারাপ হল, সেই বই কি সবার আগে বিদায় নেয়? তার ওপরে তো সবচেয়ে বেশি রাগ থাকার কথা। ওটাই তো ডুবিয়েছে! পাতা ছিঁড়ে ফেলার সমীকরণ হয়তো এই সূত্র মেনে চলে না ঠিকঠাক। এক মনোবিদ বললেন, 'পাঠ্যবই ছিঁড়ে উড়িয়ে দেওয়া তো মুহূর্তের উদযাপন। রাগস্খালন। ফলে শেষ দিনে যে বিষয়ের পরীক্ষা থাকে, সেই বইগুলোর বিদায়ের মাধ্যমে মনের মধ্যে ডিজে বক্স বাজানোর সম্ভাবনাই বেশি।' বই ছিঁড়তে চাওয়া পরীক্ষার্থীদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করজোড়ে করা যেতে পারে।

পাঠ্যবই ছিঁড়তে বেশি ভালো লাগে না সহায়িকা? দ্বিতীয়টি থেকেই তো প্রশ্ন কমন আসে বেশি। বিজ্ঞাপন তাই বলে, অন্তত। পরীক্ষার হলে টোকার বন্দোবস্ত থাকলে কি বইগুলো বেঁচে যেত?

বিনামূল্যে বই পাওয়ার সঙ্গে কি পাতা ছেঁড়ার ইচ্ছে সমানুপাতিক?

পরের দিন আফসোস হয়েছিল? জ্বালায় যারা, কুচিকুচি করে দিলেই কি প্রকৃত মুক্তি মেলে?

আমাদের মধ্যবিত্ত বড় হওয়ায়, যাপনে, পরীক্ষা খারাপ হওয়ার হতাশায় বইয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করেনি কখনও। উপায়ও ছিল না। ওপরের ক্লাসের দাদাদের থেকে পাওয়া বই, কিছু কেনা বই আর নিজেরা ওপরের ক্লাসে উঠলে নীচের ক্লাসের ভাইদের বই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যেই বৃত্ত আবর্তিত হত। প্রথম দশজনে থাকা দাদাদের বইগুলোর ডিমান্ড ছিল খুব। প্রতি পাতায় আন্ডারলাইন করা থাকত 'ইম্পরট্যান্ট' লাইন। চাহিদা ছিল ফাঁকিবাজদের বইয়েরও। পাতায় পাতায় উল্লেখ করা থাকত মনে রাখার জন্য নানা আজব শর্টকার্ট। সেগুলো মনের মধ্যে আজও অবিনশ্বর। মেঘের নামের পাশে দেখেছিলাম 'কেন মুলো নিম বাঁশ?' কিউমুলোনিম্বাস!

কুচি কুচি করা পাতার সঙ্গে তো মিলিয়ে যায় এগুলোও। পরীক্ষা শেষ হয়। রাস্তাজুড়ে হাহাকার জেগে থাকে।

(লেখক সাহিত্যিক)

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

সেদিন আমার ক্লাস সেভেনের এক ছাত্রকে মজার ছলে বললাম, ফাঁকি দিয়ে পড়াশোনা করলে শেষে গঙ্গারাম হতে হবে। সে জিজ্ঞেস করল, গঙ্গারাম কে? আমি বললাম 'আবোল তাবোল'-এর গঙ্গারাম, পড়িসনি?

সে বলল, 'কোন ক্লাসে ছিল?'

আমি যেই বললাম কোনও ক্লাসের পড়ায় নেই, সে সরল নির্লিপ্ত এক উত্তর দিল, 'তা হলে আর পড়ে কী হবে?'

এতে একটা অন্য ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলেজের গান-আড্ডা চলছিল। ক্লাসরুমের দেওয়ালে কয়েকজন মনীষীর ছবি। জুনিয়ার একজন ক্লাসে বসে প্র্যাকটিকাল লিখছিল। কথায় কথায় তাকে আরেকজন নজরুলের ছবির দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ছবিটা কার জানিস?'

সে বলল, 'চিনি না।'

আমি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কাজী নজরুল ইসলামকে চিনিস না?'

সেও অত্যন্ত নির্লিপ্ত এক উত্তর দিয়েছিল, 'এ আবার কে! আমি চিনে কী করব! ও কি আমার প্র্যাকটিকাল লিখে দিয়ে যাবে?'

সত্যিই তো! ওর প্র্যাকটিকাল নজরুলের পরিচিতির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আর কথা বাড়াইনি। কিছু বলারও ছিল না।

ঘটনা দুটোর মধ্যে দ্বিতীয়টা প্রথমটার পরিবর্ধিত রূপ বই আর কিছুই না। ক'বছর ধরে টিউশন পড়ানোর ফলে মোটামুটি দশ-এগারো থেকে আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ অনেক ওঠা-বসা মেলামেশার সুযোগ থাকে। এই কৈশোরটা বড় জটিল এক বয়স। এই বয়সটাই একজনকে রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার সেই বিভাজিত দুটি রাস্তার মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর যে কোনও একটি পথ ধরে আমরা যৌবন ঘুরে বার্ধক্যের ট্রেন ধরি। ওই কৈশোরের পথ নির্বাচন আমাদের বার্ধক্যের ট্রেনের কামরার টিকিট দেয়। কেউ পায় ফার্স্ট ক্লাস, কেউ পাতি জেনারেল।

আমি আমার অনেক ছাত্রের মুখেই শুনি,

'স্যর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও তো। আমার চ্যানেলের নাম ওমুক।'

জিজ্ঞেস করি, কী কী বিষয়ে ভিডিও আপলোড হয় চ্যানেলে। বেশিরভাগ সময়ই উত্তর আসে হয় মাইনক্র্যাফট, নয় ফ্রি-ফায়ারের গেম স্ট্রিমিং, অথবা এমনই বিভিন্ন অনলাইন বা অফলাইন ভিডিও গেম ও সেসব সম্পর্কিত বিষয়। ওদের বয়সে যা খুব স্বাভাবিক।

ওই বয়সের একজন ছাত্রের ইউটিউব চ্যানেলে আমেরিকার বিদেশনীতি বা হরপ্পার খননকার্য নিয়ে ভিডিও থাকলেই তা অস্বাভাবিক লাগত। আমি ওদের মন রাখতে হেসে সাবস্ক্রাইব করে দিই। বর্তমানে যা আমায় সবচেয়ে বিস্মিত করে তা হল এই বাচ্চাগুলোর সাংস্কৃতিক অনুৎসাহ, অচর্চিত নৈতিকতা। জানি, সবাই সংস্কৃতিমনস্ক হয় না। কিন্তু আমি সাংস্কৃতিক বিস্মৃতিকে প্রতিদিন ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখছি। এতে এই বাচ্চাগুলোর কোনও দোষ দেখি না। তাদের যেভাবে বড় করে তোলা হচ্ছে, বড় হওয়ার যাত্রাপথে তারা যে সমস্ত মাইলফলক দেখছে, তা দেখেই রাস্তা চিনছে।

প্রতিনিয়ত দেখছি, উচ্চবিত্ত তো বটেই, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়ে। এই ইংরেজিমাধ্যম স্কুলগুলির পরিবেশে সংস্কৃতির চর্চা হয় নামমাত্র। যাও বা হয়, তাতে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা হয় পশ্চিমবাংলার সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের সমান। আর পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলে আমার ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা মনে করলে বলতে পারি, আমাদের স্কুলজীবন ছিল ভীষণ সুখের। কারণ বেশিরভাগ দিন আমাদের ক্লাস করতে হত না। মাঠে, করিডরে, ক্লাসরুমে ফুটবল-ক্রিকেট খেলে কাটিয়ে দিতাম। দু-একজন শিক্ষক বাদে কেউই নিয়মিত ক্লাস নিতে আসতেন না, যাও বা আসতেন, ক্লাসে এসে চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে বসতে না বসতেই ঘণ্টা বেজে যেত। টিচার্সরুমে ক্যারম খেলে, বাইরে প্রাইভেট টিউশন পড়িয়ে বা সরকারি উপার্জনের বিনিয়োগে গড়ে তোলা তাদের সাধের ব্যবসা সামলে কেটে যেত ক্লাসের সময়গুলো।

তখন আমাদের না হওয়া ক্লাসগুলো আনন্দ দিত, এখন শুধুই ভাবায় এক ভয়ানক সমীকরণ। সেই শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকিতে আমরা যখন ফুটবল খেলতাম, তাদের বেশিরভাগের সন্তানরা তখন ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে জাভা বা পাইথনের ক্লাস করত। তারা তাদের সন্তানদের বাংলামাধ্যম স্কুলে পড়াতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন, তাঁরা নিজেরা স্কুলে গিয়ে কতটুকু পড়ান, কী পড়ান।

সংস্কৃতির চর্চা থাক না থাক, স্কুলের পড়াশোনাটা কিছুটা হলেও এই বেসরকারি প্রাইভেট স্কুলগুলোতে হয়। আর এই তাগিদে ও খানিকটা স্ট্যাটাস রক্ষা করতে একটু আর্থিক সংগতি থাকলেই বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগ অভিভাবক চান তাঁর সন্তান পড়ুক ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে। বাংলামাধ্যম সরকারি স্কুল যা রয়েছে, আর ক'বছরে সেগুলি শুধু মিড-ডে মিল খাওয়ার একটা প্রতিষ্ঠান বই আর কিছু থাকবে না।

বাংলামাধ্যম স্কুলের প্রসঙ্গে মনে পড়ল, সেদিন খবরে দেখলাম মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে স্কুলের পাশের রাস্তায় ধুলোবালির মতো উড়ছে নকল, মাইক্রো জেরক্স। সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়ার বই ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা শেষের 'আনন্দ' উদযাপন। কতই বা বয়স এদের, পনেরো-ষোলো! অথচ কী ভীষণ হিংস্রতা। শিক্ষার প্রতি এই তীব্র ঘৃণা তৈরির পেছনে দায় কি তাদের? আমি তা বিশ্বাস করি না।

এই ঘৃণা হিংস্রতা এক দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক-রাজনৈতিক অনুশীলনের ফসল। আমাদের সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে শিখিয়ে এসেছে নম্বর পাওয়ার উপায়। আর তাই শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকরা শিক্ষা নয়, নম্বরকেই প্রাধান্য দিয়েছে। আর্থিকভাবে পরিপুষ্ট হওয়ার প্রথম দিকের একটা ধাপ হল স্কুলশিক্ষায় ভালো নম্বর নিয়ে আসা। সে যেভাবেই হোক। এই 'যেভাবেই হোক' মনোবৃত্তি কখনও ভালোবাসতে শেখায় না, বরং হিংস্র করে তোলে। কারণ বেশিরভাগ কেউই ভালোবেসে পড়াশোনা করছে না। করছে নম্বরের তাগিদে। ভালো না বেসে কিছু পাওয়ার তাগিদ আমাদের মৌলবাদী করে তোলে, আর মৌলবাদ আমাদের করে তোলে হিংস্র। ধাপে ধাপে এই হিংস্রতার শিকার হয় সবাই- বই, নারী বা ইতিহাস।

আমি জেনারেশনের পার্থক্যতে যাচ্ছি না বা আগের জেনারেশনকে সাধু সাজিয়ে নতুন জেনারেশনকে দোষ দিতেও নারাজ। সংস্কৃতির প্রসঙ্গও বাদ রাখলাম, কিন্তু একটা স্বাভাবিক সত্তা যা আমাদের শেখায়, অজ্ঞতার সামনে লজ্জিত হয়ে মাথা ঝোঁকাতে, প্রতিনিয়ত সেই সত্তাকে খুব দ্রুত খুন হয়ে যেতে দেখছি। মানুষের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ছোট, তাই অজ্ঞতাই বেশি। অজ্ঞতাকে উদযাপনের ঔদ্ধত্য রোজ জ্ঞান অর্জনের স্থূল চেতনাকে গিলে খাচ্ছে। সূক্ষ্ম চেতনার কথা না হয় বাদই দিলাম। অন্ধকারে থাকা লজ্জার ততক্ষণ, যতক্ষণ আমরা আলোকে বড় ভাবি। 'স্বর্গে দাসত্ব করার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা অনেক ভালো', এই ধারণাকে যদি আমরা সত্য বলে শিখি ও শেখাই, তবে কার সাধ্য আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে!

(লেখক কোচবিহারের খাগড়াবাড়ির ব্যাসিন্দা)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শা'র নির্দেশেই সার, নয়া অশান্তি মণিপুরে

কুকিদের সঙ্গে বচসা নিরাপত্তাবাহিনীর। শনিবার ইম্ফলে।

ইম্ফল, ৮ মার্চ : অশান্ত মণিপুরকে শান্ত করতে ৮ মার্চ থেকে রাজ্যের সমস্ত মহাসড়ক অবরোধমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর নির্দেশ মেনে রাজ্য প্রশাসনের তরফে মণিপুরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধমুক্ত করার চেষ্টা করা হয় শনিবার। তা করতে গিয়ে কুকিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রাজ্যের একাধিক এলাকা। সূত্রের খবর, ইম্ফল-ডিমাপুর হাইওয়েতে সংঘর্ষের জেরে ১ জন নিহত হয়েছেন। ২৭ জন নিরাপত্তাকর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা একাধিক গাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেয়।

কুকি সম্প্রদায় এবং নিরাপত্তা বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধে দিনভর উত্তালই থেকে গেল রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন মণিপুরের বিভিন্ন এলাকা। গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা নির্দেশ দিয়েছিলেন, ৮ মার্চ থেকে মণিপরের মেইতেই এবং কুকি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অবাধ যাতায়াত শুরু করতে হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে শনিবার মণিপুর পুলিশ এবং আধাসেনা রাজ্যের সর্বত্র মানুষের অবাধ যাতায়াতের বন্দোবস্ত করে। অশান্তি রুখতে রাস্তায় রাস্তায় মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল সংখ্যক বাহিনী।

ইম্ফল থেকে কাংপোকপি হয়ে সেনাপতি এবং ইম্ফল থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে চূড়াচাঁদপুর পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তায় এদিন বাস এবং অন্যান্য যানবাহন চলাচল শুরু হয়। কিন্তু প্রায় ২ বছর ধরে চলতে থাকা অশান্তি এক লহমায় যে বন্ধ করে ফেলা সম্ভব নয়, সেটা অজানা ছিল না বাহিনীর। তাই রাস্তার ধারে তো বটেই, বাসগুলির সামনেও বাহিনীর গাড়ি ছিল। কুকি সম্প্রদায় অবশ্য অবাধ যাতায়াত পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত মানতে চায়নি। তারা পালটা বিক্ষোভ দেখায় এদিন। কুকিদের ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী পালটা লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেলও ফাটানো হয়। বেশ কিছু কুকি মহিলা হাইওয়ে অবরোধ করেন। তাঁদের লাঠিচার্জ করে উঠিয়ে দেওয়া হয়। একাধিক কুকি অধ্যুষিত এলাকায় সংঘর্ষের খবর মিলেছে। বিক্ষোভকারীরা গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। টায়ার জ্বালিয়ে দেয়। ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করে।

নিহত ১, আহত ২৭

২০২৩ সালের মে মাস থেকে কুকি বনাম মেইতেই হিংসায় জ্বলছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যটি। সরকারি হিসেব মতে, এখনও পর্যন্ত উভয় গোষ্ঠীর লড়াইয়ে ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ৫০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া। কুকি সংগঠনগুলির দাবি, তাদের মণিপুরের সর্বত্র অবাধে ঘোরাফেরা করার ছাড়পত্র দিতে হবে। সেইসঙ্গে তাদের জন্য আলাদা প্রশাসনের ব্যবস্থাও করতে হবে। অপরদিকে মেইতেইদের প্রশ্ন, কুকিদের হিংসায় বহু মানুষ ঘরছাড়া। তাদের অনেকেই এখনও অস্থায়ী শিবিরে দিন কাটাচ্ছে। কুকিরা মণিপুর থেকে আলাদা কুকিল্যান্ড তৈরির দাবি তুলেছে বলেও অভিযোগ করেছে মেইতেইরা।

এদিন সকাল ৯টা থেকে পুলিশি নিরাপত্তা এবং বিএসএফের কনভয় ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে মেইতেইদের কাংপোকপি হয়ে সেনাপতি নিয়ে যায়। অপরদিকে সিআরপিফের কনভয় মোতায়েন করা হয়েছিল ইম্ফল বিমানবন্দর থেকে চূড়াচাঁদপুর যাওয়ার রাস্তায়। রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসগুলিকে এসকর্ট করে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় আধাসেনা। যাবতীয় অশান্তি শক্ত হাতে মোকাবিলা করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন।

ফের ভারতকে নিশানা ট্রাম্পের

শুল্ক কমানো নিয়ে সংসদে অবস্থান জানাক কেন্দ্র, দাবি কংগ্রেসের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : আমেরিকার কৌশলগত সহযোগী ভারত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুসম্পর্ক সর্বজনবিদিত। ট্রাম্প সরকারের ভারতে ভোটের হার বাড়াতে মার্কিন অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্তকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করার চেষ্টা করছে বিজেপি। এদিকে একের পর এক ইস্যুতে মোদি সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়ে চলেছেন খোদ ট্রাম্প। তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন আমেরিকার পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক ছাঁটাই করতে চলেছে ভারত সরকার। শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই দাবি বিতর্কের ঝড় তুলেছে। এই ইস্যুতে শনিবার পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানায়নি কেন্দ্র। বিরোধী দলগুলিও এ ব্যাপারে অবগত নয়। অথচ ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের কথা আগাম ঘোষণা করে দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট! স্বাভাবিকভাবে এই ইস্যুতে সংসদে সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করতে বলেছে কংগ্রেস। পাশাপাশি কর হ্রাসের কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প যে বাক্য ব্যবহার করেছেন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'ভারত আমাদের উপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপিয়েছে। আপনারা ভারতে কিছুই বিক্রি করতে পারেন না। যাই হোক, এবার ওরা একমত হয়েছে। এখন ভারত শুল্কের হার অনেক কমাতে চাইছে। কারণ, কেউ অবশেষে ওদের কীর্তি ফাঁস করে দিয়েছে।' ভারতের সঙ্গে দর কষাকষিতে সাফল্যের জন্য মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রকের প্রশংসাও করেছেন ট্রাম্প। সরকারের একাধিক সূত্রে খবর, ট্রাম্পের পারস্পরিক শুল্কনীতি গ্রহণের পর মার্কিন সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়েছে কেন্দ্র। তাতে কিছু পণ্যের ওপর কর কমানোর ব্যাপারে দু-পক্ষ একমত হয়েছে। তবে আমেরিকা থেকে আমদানি করা কোন কোন পণ্যের ওপর কেন্দ্র শুল্ক কমাতে রাজি হয়েছে, সে ব্যাপারে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের 'আগ্রাসী' মন্তব্য কেন্দ্রের অস্বস্তি বাড়াল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ট্রাম্পের বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর সরব হয়েছে কংগ্রেস। বক্তব্যের ভিডিও ট্যাগ করে এক্স পোস্টে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ লিখেছেন, 'বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল মার্কিনীদের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করতে ওয়াশিংটন ডিসিতে রয়েছেন। এদিকে ট্রাম্প এটা বলছেন...।' রমেশের বক্তব্য, 'মোদি সরকার কি বিষয়ে সম্মত হয়েছে? ভারতীয় কৃষক এবং উৎপাদকদের স্বার্থের সঙ্গে কি আপস করা হচ্ছে? ১০ মার্চ সংসদ পুনরায় শুরু হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।'

সম্প্রতি অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে হাতকড়া ও শিকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো নিয়ে উত্তাল হয়েছিল দেশ। এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল বিদেশমন্ত্রক। তারপরেও অবৈধ পুরুষ অভিবাসীদের মার্কিন বায়ুসেনার বিমানে হাতকড়া পরিয়েই বসানো হয়। এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র মহিলা ও শিশুদের। ওই হাতকড়া কাণ্ডের জেরেও বিরোধীদের তোপের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রকে।

> ভারত আমাদের উপর বিপুল পরিমাণ শুল্ক চাপিয়েছে। আপনারা ভারতে কিছুই বিক্রি করতে পারেন না। এবার ওরা একমত হয়েছে। এখন ভারত শুল্কের হার অনেক কমাতে চাইছে। কারণ, কেউ অবশেষে ওদের কীর্তি ফাঁস করে দিয়েছে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

> মোদি সরকার কি বিষয়ে সম্মত হয়েছে? ভারতীয় কৃষক এবং উৎপাদকদের স্বার্থের সঙ্গে কি আপস করা হচ্ছে? ১০ মার্চ সংসদ পুনরায় শুরু হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।
>
> **জয়রাম রমেশ**

ইউক্রেনে রুশ হামলায় প্রাণ গেল ১৪ জনের

কিভ, ৮ মার্চ : ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প সরকার। সুযোগ বুঝে যুদ্ধের ঝাঁঝ বাড়িয়েছে রাশিয়া। গত কয়েকদিন ধরে কিভ সহ ইউক্রেনের ঘনসবতি এলাকাগুলির ওপর ক্রমাগত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ভ্লাদিমির পুতিনের বাহিনী। শনিবার এমনই এক হামলায় পূর্ব ডোনেৎস ও বোগোদুরিভ এলাকায় ১৪ জন ইউক্রেনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। আহত কমপক্ষে ৩০ জন। হতাহতদের অধিকাংশ পূর্ব ডোনেৎসের বাসিন্দা। বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'এই হামলা ফের প্রমাণ করল যে রাশিয়ার লক্ষ্য অপরিবর্তিত রয়েছে। এটা রাশিয়ানদের ভয় দেখানোর ঘৃণ্য ও অমানবিক কৌশল। তাই মানুষের জীবন বাঁচাতে আমাদের আকাশ নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি রাশিয়ার বিরুদ্ধে জারি নিষেধাজ্ঞাকে আরও কঠোর করা প্রয়োজন।'

মস্কোর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞার পক্ষে জেলেনস্কি

রাশিয়া যখন ইউক্রেনের ওপর জোরদার হামলা চালাচ্ছে, তখন পুতিনের ওপরই আস্থা রেখেছেন ট্রাম্প। শুক্রবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'শান্তি আলোচনার ক্ষেত্রে কিভের চেয়ে মস্কোকে সামলানো তুলনামূলকভাবে সহজ।' তবে রাশিয়াকে চাপে রাখতে তাদের ওপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞাকে আরও কড়া করার পক্ষেও সওয়াল করেছেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'ইউক্রেনের সঙ্গে একটি কার্যকর যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছোতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা-বার্তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেলেনস্কির পোস্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। আগামী সপ্তাহে সৌদি আরবে ইউক্রেনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প সরকারের কর্তারা। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জেলেনস্কি বলেছেন, 'রাশিয়ার দৈনিক হামলা এবং বাস্তব পরিস্থিতি এটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ওদের শান্তির জন্য বাধ্য করতে হবে।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবসেও বেঁচে থাকার লড়াই। শনিবার গুয়াহাটিতে।

ভুয়ো ভোটার, কমিশনে নালিশ জানাবে তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : নির্বাচন কমিশনের তরফে তিন মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা থেকে ভূত তাড়াতে জাতীয় ইউনিক এপিক কার্ড আনার কথা জানানো হয়েছে। কমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও এই ইস্যুতে আপাতত সুর নরম করার রাস্তায় হাঁটতে চাইছে না তৃণমূল। বরং পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে আরও আগ্রাসী অবস্থান নিচ্ছে রাজ্যের শাসকদল। আগামী মঙ্গলবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। কমিশনের কাছে তৃণমূল জানতে চেয়েছে সারাদেশে কত ভুয়ো ভোটার কার্ড রয়েছে। মঙ্গলবার এই দাবিতে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কীর্তি আজাদ সহ ১০ জন সাংসদ সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করবেন।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে। তাদের যুক্তি, নির্বাচন কমিশন কীসের ভিত্তিতে তিন মাস সময় নির্ধারণ করেছে? রাজ্যে ঠিক কতজনের ভুয়ো এপিক নম্বর রয়েছে? কমিশনের কাছে কি নির্দিষ্ট তথ্য আছে? যদি থাকে, তাহলে আগে কেন তা প্রকাশ করেনি এবং আগামী তিন মাসের মধ্যে কীভাবে তা বাতিল করা হবে? রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'আপনারা কীভাবে বলছেন তিন মাসে সবকিছু ঠিক করা সম্ভব? কত ভুয়ো এপিক কার্ড আছে?' তৃণমূলের পাশাপাশি কংগ্রেসও একহাত নিয়েছে কমিশনকে। দলের এমপাওয়ার্ড অ্যাকশন গ্রুপ অফ লিডার্স অ্যান্ড এক্সপার্টস (ঈগল) কমিশনের নোটিশের সমালোচনা করেছে। কংগ্রেসের প্রশ্ন, ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশন সমস্ত রাজ্যের সিইওদের বলেছিল, ভোটার পরিচয়পত্র ইউনিক। অথচ এখন তারা বলছে, ডুপ্লিকেট ভোটার আইডি কয়েক দশকের পুরোনো বিষয়। তাহলে ভারতীয় নাগরিকরা কমিশনের কোন কথার ওপর ভরসা রাখবেন? ভোটার তালিকায় গরমিল ঠেকাতে অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতেও বলেছে কংগ্রেস।

কাঠগড়ায় 'মহারাজা'

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : যাত্রী পরিষেবা নিয়ে ফের কাঠগড়ায় টাটাদের মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়া। হুইলচেয়ার না পাওয়ায় শুক্রবার দিল্লি বিমানবন্দরে পড়ে গিয়ে চোট পান এক ৮২ বছরের এক বৃদ্ধা। তাঁর নাম রাজ পাসরিচা। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে তিনি বর্তমানে আইসিইউয়ে চিকিৎসাধীন। ওই বৃদ্ধার নাতনি পারুল কানওয়ার বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে প্রথমে জানান। তিনি সরাসরি এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের দিকে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। এর আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে ভাঙা আসনে বসানোর জন্য যাত্রী পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়া। পারুল বলেছেন, 'একজন ৮২ বছর বয়সের বৃদ্ধার সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার লজ্জা হওয়া উচিত।' এয়ার ইন্ডিয়া গোটা ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করার পাশাপাশি তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে। তবে একইসঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ওই বৃদ্ধার পরিবারের বিরুদ্ধে দেরিতে বিমানবন্দরে আসার অভিযোগও তুলেছেন।

ইজরায়েলি সহ ধর্ষিতা ২, মৃত ১

হাম্পি, ৮ মার্চ : কর্ণাটকে একইসঙ্গে গণধর্ষণের শিকার ২ তরুণী। তাঁদের মধ্যে একজন ভারতীয়, অন্যজন ইজরায়েলের নাগরিক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে হাম্পির কাছে কোপ্পালে। সেখানে স্থানীয় এক হোমস্টের তরুণী মালকিনের সঙ্গে রাতে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই ইজরায়েলি সহ ৪ জন পর্যটক। নির্জন জায়গায় তাঁদের ওপর হামলা চালায় ৩ তরুণ। মারধর করে তারা ৩ পর্যটককে নদী সংলগ্ন খালে ফেলে দেয়। দু'জন কোনওরকমে সাঁতরে পাড়ে উঠতে পারলেও এক তরুণ তলিয়ে যান। এরপর হামলাকারীরা ইজরায়েলি তরুণী (২৭) এবং হোমস্টের মালকিনকে (২৯) গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। শনিবার ২ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তৃতীয় জনের খোঁজ চলছে। ধর্ষিতা তরুণীদের গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বেঙ্গালুরু থেকে প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কোপ্পালে একাধিক হোমস্টে গড়ে উঠেছে। তবে এলাকাটি নির্জন হওয়ায় সেখানে পর্যটকের আনাগোনা হাম্পির তুলনায় কিছুটা কম। সেখানেই ড্যানিয়াল নামে এক মার্কিন বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন ইজরায়েলি তরুণী। তাঁদের সঙ্গে একই হোমস্টেতে উঠেছিলেন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা পঙ্কজ ও ওড়িশার বিভাস নামে দুই তরুণ। রাতে তুঙ্গভদ্রার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। হোমস্টের মালকিনকে সেই কথা জানালে তিনি রাজি হন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ হোমস্টের মালকিনই ৪ পর্যটককে সঙ্গে নিয়ে তুঙ্গভদ্রার পাশে অবস্থিত একটি খালের ধারে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন ঘুরছিলেন, তখন ৩ তরুণ বাইকে করে সেখানে আসে।

ধর্ষিতারা তাঁদের অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, ৩ তরুণ প্রথমে তাঁদের কাছে ১০০ টাকা করে চেয়েছিল। কেউ সেই টাকা দিতে রাজি হননি। তখন ৩ জন তাঁদের ওপর হামলা চালায়। প্রথমে পুরুষ পর্যটকদের তারা মারধর করে খালের জলে ফেলে দেয়। তারপর একে একে ২ তরুণীকে ধর্ষণ করে। এদিকে জলে পড়ার পর পঙ্কজ ও ড্যানিয়াল কোনওরকমে পাড়ে উঠলেও সাঁতার না জানা বিভাস তলিয়ে যান। শনিবার ঘটনাস্থল থেকে ২ কিলোমিটার দূরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। তৃতীয় অভিযুক্তকে ধরতে বিশেষ দল গঠন করেছে কর্ণাটক পুলিশ। চলছে তল্লাশি। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেপ্তারির আশ্বাস দিয়েছেন কোপ্পালের পুলিশ সুপার রাম এল আরাসিদ্দি। তিনি বলেন, 'আমরা ৩ অভিযুক্তের মধ্যে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছি। তাদের জেরা করে তৃতীয় জনের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে।'

কর্ণাটকে গ্রেপ্তার দুই অভিযুক্ত

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দুই ছবি

বন্দে ভারতের দায়িত্বে প্রমীলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বার্তা দিল ভারতীয় রেল। বন্দে ভারত প্রথমবার সম্পূর্ণ মহিলাদের হাতে পরিচালিত হয়ে ছুটল রেলপথে। শনিবার প্রথমবারের মতো বন্দে ভারতের পুরো পরিচালন ব্যবস্থা সামলালেন শুধুমাত্র মহিলা কর্মীরা। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে শিরডি পর্যন্ত চলা ২২২২৩ বন্দে ভারতে এদিন চালক, সহকারী চালক, টিকিট পরীক্ষক থেকে ক্যাটারিং স্টাফ, সকলেই ছিলেন মহিলা।

ট্রেনে ও স্টেশনে মহিলাদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে এক বিশেষ পদক্ষেপ করল রেলমন্ত্রক। শনিবার সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফে বলা হয়েছে, 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত! প্রথমবার সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত বন্দে ভারত ছুটল মুম্বই থেকে শিরডি। ভারতীয় রেলের নারীশক্তিকে উদযাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও নারী দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, 'নারী দিবসে আমাদের নারীশক্তিকে প্রণাম জানাই। আমাদের সরকার সর্বদা নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমাদের নীতিগুলিতেও এর প্রতিফলন ঘটেছে।'

অন্যদিকে মহিলা আরপিএফ কর্মীদের আত্মরক্ষার জন্য হাতে তুলে দেওয়া হল লংকার গুঁড়োর স্প্রে, যা প্রয়োজনে দুষ্কৃতীদের মোকাবিলায় কার্যকর। বর্তমানে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীগুলির মধ্যে সর্বাধিক মহিলা কর্মী রয়েছেন আরপিএফ-এ, মোট সদস্যের ৯ শতাংশ। মূলত ট্রেন ও স্টেশনে মহিলা এবং শিশুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁদের হাতে। কিন্তু অনেক সময় চলন্ত ট্রেনে বা নির্জন স্টেশনে কোনও অপরাধ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার জন্য লংকার গুঁড়োর স্প্রে কার্যকরী হতে পারে বলে মনে করছে রেল। আরপিএফ-এর ডিজি মনোজ যাদব বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী চান মহিলারা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুন। এই পদক্ষেপ সেই ভাবনারই প্রতিফলন। আমাদের মহিলা আরপিএফ কর্মীরা শক্তি, যত্ন এবং সহনশীলতার প্রতীক। তাঁদের সুরক্ষা ও মনোবল বাড়াতেই এই উদ্যোগ।'

দিল্লিতে মহিলা যোজনায় ২৫০০

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দিল্লির মহিলা ভোটারদের সুখবর দিলেন দিল্লির চতুর্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। শনিবার তাঁর সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, দিল্লির দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মহিলাদের জন্য প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে দিল্লির মন্ত্রীসভার একটি বৈঠকে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনাকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এই প্রকল্পটি চালু করা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপি এবং আপের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দিল্লিতে বসবাসকারী ১৮ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সি মহিলারা প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে পাবেন। তবে এই সুবিধা তাঁরাই পাবেন, যাঁদের বার্ষিক পারিবারিক আয় ৩ লক্ষ টাকার কম এবং যাঁরা আয়কর দেন না। কোনও সরকারি চাকুরে বা যাঁরা অন্য কোনও সরকারি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় পড়বেন না। কীভাবে মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা চালু করা হবে, তা দেখভালের জন্য রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। তাতে আশিস সুদ, বীরেন্দ্র সচদেবা এবং কপিল শর্মার মতো মন্ত্রীদেরও রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য একটি আলাদা পোর্টালও চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনার জন্য ৫১০০ কোটি টাকার বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ করার সিদ্ধান্তকেও অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা।

বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা দিল্লি সরকারের এই সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, মহিলা ভোটারদের সমর্থন ছাড়া দিল্লি জয় সম্ভব ছিল না। এদিকে দিল্লি সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলনেত্রী অতিশী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ৮ মার্চ ২৫০০ টাকা মহিলাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। আজ সেইদিন। দিল্লির মহিলারা অপেক্ষাও করছিলেন। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকার প্রমাণ করে দিল এই যোজনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টি নয়, বরং একটি জুমলা। টাকা পাওয়া ছেড়ে দিন, মহিলারা তো নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য একটি পোর্টালও পেলেন না। শুধু চার সদস্যের একটি কমিটি পেয়েছেন তাঁরা।'

শাহরুখ, অজয়, শ্রফকে নোটিশ

জয়পুর, ৮ মার্চ : গুটখা-পানমশলার বিজ্ঞাপনে তারকা, মহাতারকাদের মুখ দেখানো নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। এবার গোল বেধেছে গুটখায় ব্যবহৃত উপাদান নিয়ে। যার জেরে শাহরুখ খান, অজয় দেবগন ও টাইগার শ্রফকে নোটিশ পাঠিয়েছে রাজস্থানের জয়পুরের জেলা উপভোক্তা কমিশন। ১৯ মার্চের মধ্যে তাঁদের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

গুটখা প্রস্তুতকারক একটি সংস্থার বিজ্ঞাপনে করা দাবি নিয়ে কমিশনে অভিযোগ করেন সমাজকর্মী যোগেন্দ্র সিং বাদিয়াল। তাঁর প্রশ্ন, বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থা দাবি করেছে তাদের গুটখার প্রতিটি দানায় নাকি জাফরান থাকে। যেখানে এক কিলো জাফরানের বাজারদর প্রায় ৪ লক্ষ টাকা, সেখানে ৫ টাকা দামের প্যাকেটে বিক্রি হওয়া গুটখার প্রতিটি দানায় কীভাবে জাফরান থাকতে পারে? গুটখায় জাফরানের গন্ধ বা অস্তিত্ব কিছুই নেই। তারপরেও শাহরুখ, অজয়ের মতো সেলেব্রিটিরা গুটখায় জাফরান থাকার দাবিকে সমর্থন করছেন। এই ধরনের প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন কেবল গুটখা খাওয়াকে উৎসাহিত করে না, বরং স্বাস্থ্যের পক্ষেও ঝুঁকি। গুটখার বিভ্রান্তিকর প্রচার নিষিদ্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন।

ইউনূসকে তোপ বিএনপির

ঢাকা, ৮ মার্চ : সাধারণ নির্বাচনে বিলম্ব নিয়ে এমনিতেই অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাচ্ছিল বিএনপি। এবার দেশে মহিলাদের নিরাপত্তার পাশাপাশি সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বিঁধল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দল। শনিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের বিভিন্ন ভাবে হেনস্তা করার প্রবণতা বাড়ছে। এটা বিপজ্জনক। এই ধরনের ঘটনায় নৈরাজ্য ও অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। নারীদের সম্মান, স্বাধীনতা রক্ষা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।' আওয়ামি লিগ আমলের পরিস্থিতি এখনও বদল হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি।

পদ্ম ঘনিষ্ঠদের তাড়ানোর বার্তা রাহুলের

আহমেদাবাদ, ৮ মার্চ : গুজরাটে শেষবার কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯৯৫ সালে। তারপর থেকে গত ৩০ বছর গান্ধিনগরের মসনদের মুখ দেখেনি হাত শিবির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্যে কংগ্রেস কবে ক্ষমতায় আসবে তাও স্পষ্ট নয়। এই অবস্থায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি শনিবার যা বলেছেন, তাতে গুজরাট তো বটেই, সাংগঠনিক দুর্বলতায় ভুগতে থাকা একাধিক রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন। আড়ালে-আবডালে বিজেপির সংস্পর্শে থাকা কংগ্রেস নেতাকর্মীদের দল থেকে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে রাহুল বলেন, 'আমাদের যদি রাজ্যের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তাহলে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমে দলকে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করতে হবে। আমাদের যদি ১০, ১৫, ২০, ৩০, ৪০ জন লোককে তাড়িয়েও দিতে হয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সেই কাজটি করতে হবে। যাঁদের হাত কাটলে কংগ্রেসের রক্ত বেরোয় তাঁদের সংগঠনে আনতে হবে।'

সেলফিতে বুঁদ রাহুল গান্ধি। শনিবার আহমেদাবাদের এক দলীয় কর্মীসভায়।

রায়বেরেলির সাংসদ সাফ বলেন, 'কংগ্রেসের যাঁরা গোপনে বিজেপির জন্য কাজ করছেন তাঁদের বাইরে বেরিয়ে আসা উচিত। বিজেপির জন্য প্রকাশ্যে কাজ করুন। বিজেপিতে আপনাদের জন্য কোনও স্থান নেই। ওরা আপনাদের ছুড়ে ফেলে দেবে।' রাহুলের কথায়, 'গুজরাটে আমি বা প্রদেশ সভাপতি দিশা দেখাতে পারিনি। শুধু নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে কাজ করলে মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের দায়িত্বগুলি পালন করছি, গুজরাটের মানুষের কাছে পৌঁছোচ্ছি, ততক্ষণ মানুষ আমাদের নির্বাচন করবেন না। সবার আগে মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে।'

তাঁর এই বক্তব্য শুনে বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'উনি নিজেই নিজেকে এবং নিজের দলকে ট্রোল করেছেন। উনি নিজেকে আয়না দেখিয়েছেন। রাহুল গান্ধি মেনে নিয়েছেন তিনি গুজরাটে দলকে জেতাতে ব্যর্থ।'

রাহুল অবশ্য সমালোচনা গায়ে মাখতে নারাজ। তিনি বলেন, 'গুজরাট নতুন বিকল্প চাইছে। কিন্তু কংগ্রেস সেই দিশা দেখাতে পারছে না। এই সত্যি কথাটি বলতে আমার লজ্জা বা ভয় লাগছে না। গুজরাটের মানুষ, গান্ধিজি এবং সর্দার প্যাটেল যে বিচারধারার পাঠ কংগ্রেসকে শিখিয়েছিলেন আমাদের আবার সেখানে পৌঁছোতে হবে। মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের অভাব, অভিযোগগুলি শুনতে হবে।' গুজরাটের মানুষের কাছে পৌঁছোনোর জন্য ভারত জোড়ো যাত্রার ধাঁচে জনসংযোগ কর্মসূচির যে প্রয়োজন রয়েছে সেই কথাও দলের নেতাকর্মীদের জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করলেই গুজরাটের মানুষের আমাদের সমর্থন জানাবেন।'

গুজরাট জয় করতে কংগ্রেসে ভোকাল টনিক

> আমাদের যদি ১০, ১৫, ২০, ৩০, ৪০ জন লোককে তাড়িয়েও দিতে হয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সেই কাজটি করতে হবে। যাঁদের হাত কাটলে কংগ্রেসের রক্ত বেরোয় তাঁদের সংগঠনে আনতে হবে।
>
> **রাহুল গান্ধি**

কোথায় বিনিয়োগ করবেন মহিলারা

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছেন মহিলারা, তাঁরা পিছিয়ে নেই বিনিয়োগেও। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, শেয়ার বাজার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের মতো বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মহিলাদের সংখ্যা। মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারও নানা প্রকল্প চালু করেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের জন্য রইল বিনিয়োগের সুলুক সন্ধান।

মহিলা সম্মান সঞ্চয় প্রকল্প

২০২৩-২৪-এর বাজেটে এই প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কোনও মহিলা মাত্র ২ বছরের জন্য এই প্রকল্পে টাকা রাখতে পারেন। এখানে সুদের হার ৭.৫ শতাংশ। ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ ১০০০ টাকা। সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। পোস্ট অফিস বা ব্যাংকে ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সের যে কোনও নারী এই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। নাবালিকার ক্ষেত্রে অভিভাবক প্রয়োজন। এখানে বিনিয়োগের ১ বছর পর ৪০ শতাংশ টাকা তুলে নেওয়া যায়। নির্ধারিত সময়ের আগে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিলে সুদের হার ৭.৫ শতাংশ থেকে কমে ৫.৫ শতাংশ হয়ে যাবে।

এনএসসি

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট (এনএসসি) হল পোস্ট অফিসের একটি জনপ্রিয় সঞ্চয় প্রকল্প। ৫ বছর মেয়াদে ন্যূনতম ১০০০ টাকা বিনিয়োগ করা যায়। বিনিয়োগের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। বর্তমানে এই প্রকল্পে সুদের হার ৭.৭ শতাংশ। এই প্রকল্পে এককালীন বিনিয়োগ করতে হয়। মেয়াদ শেষে সুদ সহ টাকা ফেরত পাওয়া যায়। মেয়াদের আগে টাকা তুলে নিলে জরিমানা গুনতে হয়।

জীবন বিমা

মহিলারা নিজের জন্য জীবন বিমা করাতে পারেন। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা জীবন বিমা নিগম (এলআইসি) মহিলাদের জন্য নানান প্রকল্প এনেছে। আপনার পক্ষে উপযুক্ত তেমন একটি প্রকল্প বেছে নিতে পারেন। এককালীন টাকা জমা দেওয়ার পাশাপাশি কিস্তিতেও জীবন বিমার প্রিমিয়াম জমা দেওয়া যায়। জীবন বিমা করলে কর ছাড়ের সুবিধা রয়েছে।

পিপিএফ

মহিলাদের জন্য বিনিয়োগের ভালো মাধ্যম হতে পারে পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড (পিপিএফ)। ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। ন্যূনতম ৫০০ এবং সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা বছরে জমা করা যায়। বর্তমানে বার্ষিক ৭.১ শতাংশ হারে এই প্রকল্পে সুদ পাওয়া যায়। পিপিএফে বিনিয়োগ কর ছাড়যোগ্য। তাই চাকুরিজীবী মহিলাদের জন্য এই প্রকল্প আদর্শ হতে পারে।

মিউচুয়াল ফান্ড

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, দেশে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা বিনিয়োগকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি চারজন বিনিয়োগকারীর মধ্যে একজন হলেন মহিলা। ২০১৯-এর মার্চ থেকে এই বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে।

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে হলে প্রয়োজন একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট এবং একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট। ফান্ডে এককালীন লগ্নির পাশাপাশি এসআইপি বা এসডব্লিউপি করা যায়। এসআইপি হল দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের জন্য সেরা উপায়। নিজের বাজেট বা সঞ্চয় থেকে এসআইপির মাধ্যমে নিয়মিত অল্প অল্প করে মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপি করা যায়। হাতে এককালীন বেশি অর্থ থাকলে এককালীন বা এসডব্লিউপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যায়।

বর্তমানে নানা ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড চালু রয়েছে। ঝুঁকি এবং আর্থিক লক্ষ্য বিচার করে মিউচুয়াল ফান্ড বাছাই করতে হবে। ইকুইটি, ডেট বা হাইব্রিড ফান্ডের পাশাপাশি কর ছাড়ের জন্য লগ্নি করা যায় ইএলএসএস ফান্ডেও।

শেয়ার বাজার

করোনা মহামারির পর দেশে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। এক্ষেত্রে এখন পিছিয়ে নেই মহিলারাও। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এখানে রিটার্ন অনেক বেশি।

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে হলে মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ট্রেডিং এবং ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয়। অ্যাকাউন্ট খোলার পর শেয়ার বাজারে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে পারেন নারীরা। বাজারে কয়েক হাজার সংস্থার শেয়ার রয়েছে। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করলে শেয়ার বাজার থেকে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে।

সোনা

প্রাচীনকাল থেকেই সোনা মহিলাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ধাতু। এর মূল্য লাগাতার বেড়েই চলেছে। শুধু গয়না নয়, বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবেও সোনার জনপ্রিয়তা এখন আকাশছোঁয়া। গয়না, সোনার কয়েন কেনার পাশাপাশি সোনার বন্ডেও লগ্নি করতে পারেন মহিলারা। সোনার বন্ডে নিয়মিত সুদও পাওয়া যায়।

আবাসন

বাড়ির ক্ষেত্রে নারীরাই সাধারণত মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাড়ি কেনার ক্ষেত্রেও তাঁদের মতামত সবসময়ে বাড়তি গুরুত্ব পায়। ২০২৪-এর এক রিপোর্ট অনুযায়ী এখন দেশে শুধু বিনিয়োগের জন্য বাড়ি কিনছেন প্রায় ৩১ শতাংশ মহিলা। শেয়ার বাজারে অস্থিরতা বাড়ায় শেয়ার বাজারের তুলনায় আবাসনে লগ্নিতে উৎসাহ বেড়েছে মহিলাদের।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা

কন্যাসন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এই প্রকল্প চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কন্যাসন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিয়ে ইত্যাদির জন্য তাদের অভিভাবকরা এই প্রকল্পে টাকা জমা করতে পারেন। এই প্রকল্পে ১০ বছরের নীচে কন্যাসন্তানের বয়স হলেই অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে। সবাধিক দুই মেয়ের জন্য এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। মাসে মাসে এই প্রকল্পে টাকা জমা করতে হয়। ন্যূনতম ২৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বছরে জমা করা যায়। কন্যাসন্তানের বয়স ২১ হলে এই প্রকল্পে টাকা ফেরত পাওয়া যায়। বাজার চলতি প্রকল্পগুলির তুলনায় এতে সুদের হার বেশি। কর ছাড়ের সুবিধাও দেয় সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্প।

অন্যান্য

শুধু মহিলাদের জন্য নানান ধরনের জমা প্রকল্প চালু করেছে বিভিন্ন ব্যাংকও। কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ডেবিড কার্ড দিচ্ছে। কেউ কেউ ক্রেডিট কার্ডেও বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে মহিলাদের জন্য। কোনও ব্যাংক লকার ভাড়ায় ছাড় দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রেও বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়। এই বিষয়গুলিও বিবেচনায় রাখতে হবে মহিলাদের। এর পাশাপাশি পোস্ট অফিসের বিভিন্ন জমা প্রকল্প, ফিক্সড ডিপোজিট, মাসিক আয় প্রকল্প ইত্যাদিতেও লগ্নির কথা ভাবা যেতে পারে।

এ তো গেল বিনিয়োগের নানান মাধ্যম। তবে বিনিয়োগের আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

- প্রথমে নিজের আর্থিক লক্ষ্য স্থির করতে হবে। সেই অনুযায়ী বাছাই করতে হবে বিনিয়োগের মাধ্যম।
- ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী বিনিয়োগের মাধ্যম নির্বাচন করতে হবে।
- শুধু বিনিয়োগ করলে হবে না, নিজের পোর্টফোলিও পর্যালোচনা নিয়মিত করতে হবে।
- বিনিয়োগের কোনও বয়স হয় না। যে কোনও বয়সে বিনিয়োগ শুরু করা যায়। যত শীঘ্র বিনিয়োগ শুরু করা যাবে, সম্পদ বৃদ্ধিও তত আকর্ষণীয় হবে।
- বিনিয়োগের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিমা এবং পেনশন প্রকল্পে যোগ দেওয়ার কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে।
- যে কোনও বিনিয়োগের আগে সেই সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখা একান্তই জরুরি।

সতর্কীকরণ : উপরের লেখাটি লেখকের নিজস্ব বক্তব্য। শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স থিতু হয়েছে ৭৪৩৮২.৫৮ পয়েন্টে। পাঁচ দিনের লেনদেনে সেনসেক্স উঠেছে প্রায় ১০৩৪.৪৮ পয়েন্ট। অন্যদিকে নিফটি ৩৯৭.৮ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২২৫২২.৫ পয়েন্টে। চলতি বছরে এই প্রথম সপ্তাহের বিচারে এমন উত্থান হল শেয়ার বাজারে। ঘুরে দাঁড়ালেও বিপদ কেটে গিয়েছে তা বলার সময় আসেনি। আপাতত ঊর্ধ্বমুখী থাকতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার। দীর্ঘ মেয়াদে সুদিন ফিরতে আরও সময়ের প্রয়োজন।

২০২৪-এর অক্টোবর থেকে টানা পতন চলছে শেয়ার বাজারে। আমেরিকার নয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে কড়া অবস্থান সেই পতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। নথিভুক্ত অনেক সংস্থার শেয়ার ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত নেমেছে। পড়তি বাজারে শেয়ার কেনার হিড়িক হঠাৎই শেয়ার বাজারে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে। এর পাশাপাশি অশোধিত তেলের দামে পতন, মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম বৃদ্ধি, শুল্ক নিয়ে লড়াইয়ে বিভিন্ন দেশের অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় অনিশ্চয়তা কমেছে শেয়ার বাজারে। তৃতীয় কোয়ার্টারে মূল্যবৃদ্ধির হার কমে যাওয়া, জিডিপি বৃদ্ধির হার আশঙ্কার থেকে ভালো হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

কয়েকটি বিষয় ইতিবাচক হলেও বিদেশি লগ্নিকারীদের অবস্থান এখনও চাপে রেখেছে ভারতীয় শেয়ার বাজারকে। এদেশে বিদেশি লগ্নির অঙ্ক রেকর্ড নীচে নেমে যাওয়ার পরও সেই প্রবণতা এখনও বন্ধ হয়নি। দীর্ঘ মেয়াদে শেয়ার বাজারে সুদিন ফিরতে হলে ক্রেতার ভূমিকায় নামতে হবে তাদের। ততদিন শেয়ার বাজার নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

২০২৪-২৫-এর শেষ মাসে পৌঁছেছি আমরা। অর্থবর্ষের শেষে জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হবে। সেই পরিসংখ্যান এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জিডিপি পূর্বাভাস আগামী দিনে শেয়ার বাজারের দিশা নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঋণ নীতির পর্যালোচনায় বসবে রিজার্ভ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কমিটি। ওই বৈঠকে রেপো রেট কমলে চাঙ্গা হবে শেয়ার বাজার। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে চতুর্থ কোয়ার্টার সহ বার্ষিক ফল প্রকাশ শুরু করবে বিভিন্ন সংস্থা। ওই ফল ভালো হলে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে শেয়ার বাজার। ততদিন ওঠানামা চলবে। এমন পরিস্থিতিতে সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিতে জোর দিতে হবে। শেয়ার বাছাইতে যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করলে ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের মুনাফা করা যেতে পারে।

অন্যদিকে রেকর্ড গড়ার পর গতি হারিয়েছে সোনার দাম। আগামী দিনে দাম স্থিতিশীল হলে ফের লগ্নি করা যেতে পারে এই মূল্যবান ধাতুতে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **ইন্ডিয়ান অয়েল :** বর্তমান মূল্য-১২৪.৮৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৬/১১১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১১৬-১২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৬২৮৯, টার্গেট-১৭০।
- **এসবিআই :** বর্তমান মূল্য-৭৩২.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯১২/৬৮০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৭০০-৭৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৫৩৯৫১, টার্গেট-৮৭৫।
- **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-২৩২.৮৯, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৫/২১৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২২৩-২৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯২৯৮২, টার্গেট-২৮০।
- **বাজাজ ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-৮৪০৪.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৭৩৯/৬২৯৮, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৭৮০০-৮০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২০২৩৫, টার্গেট-৯৭০০।
- **কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৯৩৫.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৯৫/১৫৪৪, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৮৫০-১৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৪৮০০, টার্গেট-২১৫০।
- **এইচএফসিএল :** বর্তমান মূল্য-৮৩.৮৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭১/৭৭, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৭৭-৮২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২০৯৯, টার্গেট-১৩৫।
- **হিন্দালকো :** বর্তমান মূল্য-৬৯১.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৭২/৫০১, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৬৭০-৬৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৫৫৩৬২, টার্গেট-৭৮০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এবিবি ইন্ডিয়া

● **সেক্টর :** ইলেক্ট্রিক ইকুইপমেন্ট ● **বর্তমান মূল্য :** ৫৩২৬ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৪৩৯০/৯১৪৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১১২৮৭৪কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ৩২০ ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৮৩ ● **ইপিএস :** ৮৮.৩২ ● **পিই :** ৬০.৩১ ● **পিবি :** ১৬.৬৫ ● **আরওসিই :** ৩৮.৬ শতাংশ ● **আরওই :** ২৮.৮ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৭২০০

একনজরে

- অটোমেশন ও পাওয়ার টেকনলজি ক্ষেত্রে বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি করে এবিবি ইন্ডিয়া।
- এবিবি ব্যবসা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে-- ইলেক্ট্রিফিকেশন (৪১ শতাংশ), মোশান (৩২ শতাংশ), প্রসেস অটোমেশন (২২ শতাংশ), রোবোটিক্স ও ডিরেক্ট অটোমেশন (৪ শতাংশ)।
- দেশের পাশাপাশি বিদেশেও উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে এই সংস্থার। আয়ের ১০ শতাংশ আসে বিদেশ থেকে।
- দেশের ৫টি জায়গায় ২৫টি কারখানা রয়েছে এই সংস্থার।
- 'ই মার্ট' এনে নিজেদের পণ্য সরাসরি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে এই সংস্থা।
- সংস্থার ঋণ একেবারেই নগণ্য।
- বিগত ৫ বছরে ৪০.২ শতাংশ সিএজিআরে মুনাফা বাড়িয়েছে এবিবি ইন্ডিয়া।
- নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।
- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে সংস্থাটির আয় ২২ শতাংশ বেড়ে ৩৩৬৪৯ কোটি টাকা এবং নিট মুনাফা ৫৬ শতাংশ বেড়ে ৫২৮ কোটি টাকা হয়েছে।
- চলতি বছরে এবিবি ইন্ডিয়ার হাতে রয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাত।
- সংস্থার ৭৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। দেশের এবং বিদেশের সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৫.৭ শতাংশ এবং ১১.৮৫ শতাংশ শেয়ার।
- সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে প্রায় ৪০ শতাংশ নেমে এসেছে এবিবি ইন্ডিয়ার শেয়ার দর।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ভূরাজনৈতিক সমস্যাগুলি ভাবাচ্ছে শেয়ার বাজারকে

বোধিসত্ত্ব খান

বিগত এক সপ্তাহে নিফটি ১.৯৩ শতাংশ উত্থান দেখেছে। এক সময় ২২,০০০-এর কাছে নেমে যাওয়া নিফটি শুক্রবার বাজার বন্ধ হওয়ার পর দাঁড়িয়েছে ২২,৫৫২.৫০ পয়েন্টে। শেয়ার বাজারে যেভাবে একমুখী উত্থান হয় না, ঠিক সেভাবেই নিরন্তর পতনের পর একটা না একটা সময় বাজার ঘুরে দাঁড়াতে চায়। সেপ্টেম্বর মাসে নিফটি এবং সেনসেক্স সর্বকালীন উচ্চতা ছোঁয়ার পর থেকেই বিভিন্ন শেয়ারের দাম এতটাই চড়া হয়ে উঠেছিল যে, সেখান থেকে প্রফিট বুকিং করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়। একদিকে চড়া দাম, জিডিপি বৃদ্ধি হ্রাস, ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমে যাওয়া, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি, সোনার চাহিদা বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধির উত্থান, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এবং এফআইআইদের ক্রমাগত শেয়ার বিক্রি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কোয়ার্টারের খারাপ ফলাফল— সবমিলিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারতীয় শেয়ার বাজার।

প্রায় ১৬ শতাংশের কাছে পতন আসে নিফটি এবং সেনসেক্সে। সেখানে মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপেও সংশোধন ছিল ২০ থেকে ২২ শতাংশের কাছে। বিভিন্ন শেয়ারে পতন আসে ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ অবধি। যাঁরা সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর পর বিনিয়োগ শুরু করেছেন তাঁদের পোর্টফোলিওর অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। এই পতনের ফলে বিরূপ প্রভাব পড়েছে বেশি তাদেরই পোর্টফোলিওতে। অবশ্য পর পর তিনদিন উত্থান এসেছে নিফটিতে। বৃহত্তর বাজারে যে মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে দারুণ পতন এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকগুলিই বিগত তিনদিন ভালো উত্থান দেখেছে। ফিরে আসছে ডিফেন্স, রেলওয়েজ, রিনিউয়েবল এনার্জি সেক্টরের কোম্পানিগুলি।

চিনে নতুন করে ফিসকাল স্টিমুলাস আসতে পারে এই আশায় মেটাল সেক্টরের একটি ভালো র‍্যালি চলছে গত কয়েকদিন ধরেই। যেখানে সমগ্র শেয়ার বাজার ২০২৫-এ নেগেটিভ রিটার্ন দিয়েছে, সেখানে মেটাল সেক্টরে উত্থান এসেছে ৪.৬১ শতাংশ (বিএসই মেটাল)। ট্রাম্পের আগ্রাসী মনোভাবের মাশুল গুনতে হচ্ছে ভারতীয় ফার্মা ও হেল্থকেয়ার সেক্টরকে। বিএসই হেল্থকেয়ার এই বছরে ১২.৬৩ শতাংশ পতনের মুখ দেখেছে। যেহেতু আমেরিকাতে বিপুল পরিমাণ রপ্তানি করে থাকে ভারতীয় ফার্মা কোম্পানিগুলি, ফলে আমেরিকা এদের পণ্যের ওপর বেশি শুল্ক চাপালে তার অবশ্যই প্রভাব পড়তে পারে এই কোম্পানিগুলির ওপর। একই অবস্থা ভারতীয় আইটি সেক্টরের। নিফটি আইটি ইন্ডেক্স এবছর পতন দেখেছে ১২.৭৩ শতাংশ। আমেরিকাতে এদের ব্যবসাও ট্রাম্পের অদ্ভুত পলিসির ফলে বিপদগ্রস্ত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

টানা তিনদিন উত্থান নিফটিতে

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে জেনসল ইঞ্জিনিয়ারিং, এজিএস ট্রান্সয়াক্ট, সিটুসি অ্যাডভান্সড, কেমব্রিজ টেকনলজি প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে ক্যামলিন ফাইন, সোয়ান ডিফেন্স, তাজ জিভিকে হোটেলস, টিসিপিএল প্যাকেজিং প্রভৃতি। ট্রাম্পের কার্যকলাপ যে কেবলমাত্র বিশ্বজুড়ে প্রভাব ফেলেছে এমনটি নয়। যে ন্যাসড্যাক ডিসেম্বর ২০২৪-এ সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়েছিল তাও ১০ শতাংশের কাছে পতন দেখেছে বিগত কয়েক মাসে। আমেরিকা সবচেয়ে বেশি পণ্য আমদানি করে থাকে কানাডা, মেক্সিকো এবং চিন থেকে। সেখানে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানো মানে আমেরিকার সাধারণ জনগণের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা। শুধু তাই নয়, এর ফলে মূল্যবৃদ্ধি মাথায় চড়ে বসে যেতে পারে এমন সতর্কবাণীও শুনিয়েছেন বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ। ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে সংশোধন থেমেছে এখনও তেমন সংকেত নেই। তবে প্রাথমিকভাবে ভীতি এবং আতঙ্ক সাময়িকভাবে কমেছে বলা যেতে পারে।

এরই মাঝে যে কিছু ভালো খবর নেই এমন নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ৭০ থেকে ৭৩ ডলার প্রতি ব্যারেলের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, যা ভারতের পক্ষে খুবই ভালো খবর। বিশেষত যেখানে ভারতের প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের প্রায় ৮৫ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দ্বিতীয়ত আমেরিকার ডলার ইন্ডেক্স ক্রমাগত কমছে, যা ভারতের মতো উদীয়মান বাজারের জন্য ভালো। বর্তমানে ভারতের মার্কেট ক্যাপ টু জিডিপি অনুপাত ৯৯.৮৪ শতাংশ যা ফেয়ারলি ভ্যালু বলা যেতে পারে। যেটা ভারতীয় বাজারের জন্য শুভ সংকেত।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

বিকল বায়োমেট্রিক যন্ত্র মেরামতের দাবি

কোচবিহার, ৮ মার্চ : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে কার্যত অচল হয়ে রয়েছে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বায়োমেট্রিক যন্ত্র। সম্প্রতি সেখানে গিয়ে দেখা গেল সিঁড়ির পাশে কোথাও সেই মেশিন ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। কোনও জায়গায় আবার মেশিন থাকলেও সংযোগ দেওয়ার তার নেই। লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বসানো যন্ত্রগুলির এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারাও। কিন্তু, এতদিন পেরিয়ে গেলেও সেই যন্ত্রগুলি কেন কর্তৃপক্ষ চালু করতে পারছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা দুলাল হকের অভিযোগ, 'কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য বায়োমেট্রিক যন্ত্রগুলি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। দ্রুত সেগুলিকে ঠিকঠাক করে পুনরায় চালু করার দাবি করছি।'

যদিও এবিষয়ে রেজিস্ট্রার ডঃ আবদুল কাদের সাফেলির আশ্বাস, 'উপাচার্য এলে পরবর্তী ইসিতে এবিষয়ে আলোচনা করা হবে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অধ্যাপক বলেন, 'পড়ুয়াদের সুবিধার্থে যন্ত্রগুলি শীঘ্রই চালু করা উচিত। এতে ক্লাসের ক্ষেত্রে সময়ও বাঁচবে অনেকটা।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপস্থিতি জানতে বায়োমেট্রিক যন্ত্র বসানোর উদ্যোগ নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এটি চালু থাকলে ক্লাস চলাকালীন পড়ুয়াদের উপস্থিতি জানার পাশাপাশি সময়ও বাঁচত অনেকটাই। বিষয়টি জানা সত্ত্বেও কেন যন্ত্রগুলি ঠিক করা হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মোট পাঁচটি যন্ত্র বসানো হয়েছিল। পড়ুয়াদের অনেকেই বলছেন, যন্ত্রগুলির এই অবস্থার কারণে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাই দায়ী।

যদিও কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বায়োমেট্রিকগুলি বসাবার পর সেগুলি চালু ছিল। করোনার সময়ে সেগুলি নোটিশ দিয়ে বন্ধ রাখা হয়। এরপর দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সেগুলি অচল হয়ে রয়েছে।

পুলিশের অভিযান

মেখলিগঞ্জ, ৮ মার্চ : কখনও গাড়ি নিয়ে জয়ী সেতুতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা, আবার কখনও ফোটোশুটের জন্য মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। সেই ঝুঁকি কমাতে এবার পথে নামল মেখলিগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশ। শনিবার মেখলিগঞ্জ ট্রাফিক পুলিশের তরফে জয়ী সেতুতে বাইক, স্কুটি, টোটো দাঁড় করিয়ে রাখা কয়েকজনকে এই নিয়ে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে তাঁরা যাতে সেতুর ওপর যানবাহন দাঁড় করিয়ে না রাখেন সেই বার্তাও দেওয়া হয়। মেখলিগঞ্জ পুরসভার বাসিন্দা উত্তম দাস বলেন, 'ফোন আসায় সেতুর ওপর বাইক দাঁড় করিয়ে কথা বলছিলাম। ট্রাফিক পুলিশ এসে বলে সেতুর ওপর এভাবে যানবাহন নিয়ে না দাঁড়াতে। আমাদের ভালোর জন্যই বলেছেন।'

মেখলিগঞ্জের ট্রাফিক ওসি শশধর রায় বলেন, 'জয়ী সেতুর ওপর যানবাহন দাঁড় করিয়ে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছে। এতে সেতুর ওপর দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা বাড়ছে। তাই ট্রাফিক পুলিশের তরফে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।'

তৃণমূলের সভা

কুমারগ্রাম ও কামাখ্যাগুড়ি, ৮ মার্চ : ভুয়ো ভোটার ধরতে উঠেপড়ে লেগেছে তৃণমূল। শনিবার কুমারগ্রাম ও কামাখ্যাগুড়িতে দুটি সভা করে তারা। কুমারগ্রাম মদনসিং হাইস্কুল প্রাঙ্গণে কুমারগ্রাম অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় ভূতুড়ে ভোটারের খোঁজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার কার্ড যাচাই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন উপস্থিত নেতারা। ২১টি বুথে স্ক্রুটিনির জন্য ৪২ জন বুথ লেভেল এজেন্টের (বিএলএ) হাতে ভোটার তালিকা তুলে দেওয়া হয়।

মুখোশ পরে বেজায় খুশি খুদে। শনিবার কোচবিহার শহরের আরএন রোডে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

দুঃখে টমেটোখেতে কোপ কৃষকদের

প্রচুর ফলন হলেও উৎপাদন খরচ উঠছে না

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৮ মার্চ : ভরা মরশুমে হলদিবাড়ি পাইকারি বাজারে জলের দরে বিক্রি হচ্ছে টমেটো। এতে লাভ হওয়া তো দূরের কথা ন্যূনতম উৎপাদন খরচ উঠছে না। তাই মনের দুঃখে খেতের টমেটো গাছ কেটে ফেলছেন চাষিরা। কষ্টার্জিত সোনার ফসল নিজ হাতে ধ্বংস করে আর কোনওদিন টমেটো চাষ না করার শপথ নিচ্ছেন ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা। সেই খেতে অন্য ফসল ফলাবেন বলে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা।

বক্সিগঞ্জের ক্ষুব্ধ কৃষক উমেশ রায় জানান, শনিবার হলদিবাড়ি পাইকারি বাজারে মাত্র দেড় থেকে দুই টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রি হয়। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাজারে টমেটো বিক্রি করতে আসা চাষিরা। বাড়ি ফিরে পুরো খেতের টমেটো গাছ কেটে ফেলেন। ব্যাপক ফলন হওয়ায় গাছপ্রতি ৭০ থেকে ৮০টি টমেটো ফলছে। তারপরেও মনের দুঃখে সেই গাছ কেটে ফেলছেন কৃষকরা।

কৃষক সত্যজিৎ রায় বলেন, 'বর্তমানে টমেটো চাষের ক্ষেত্রে বিঘাপ্রতি প্রায় কমপক্ষে ২৫-৩০ হাজার টাকা খরচ হয়। বিঘায় প্রায় ১৩০ মন টমেটো পাওয়া যায়। খেত থেকে টমেটো তোলার জন্য কেজিপ্রতি এক টাকা ও বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেজি প্রতি এক টাকা খরচ হয়। বর্তমানে বাজারে টমেটো নিয়ে গেলে শুধুমাত্র সেই খরচই উঠছে। উৎপাদন খরচ উঠছে না, লাভ হচ্ছে না।'

উত্তরবঙ্গের সবজি ভাণ্ডার বলে পরিচিত হলদিবাড়ি ব্লকের কৃষকদের উৎপাদিত টমেটো দেশ

ক্ষোভের কারণ

- শনিবার হলদিবাড়ি পাইকারি বাজারে মাত্র দেড় থেকে দুই টাকা কেজি দরে টমেটো বিক্রি হয়
- এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাজারে টমেটো বিক্রি করতে আসা চাষিরা
- বাড়ি ফিরে পুরো খেতের টমেটো গাছ কেটে ফেলেন

ছাড়িয়ে বিদেশের বাজারেও পরিচিতি তৈরি করেছিল। ব্লকের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ তথা টমেটো চাষের সঙ্গে যুক্ত। ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ১৪০০ হেক্টর জমিতে টমেটো চাষ হয়। হলদিবাড়ি ভেজিটেবল লোডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ফয়জুল হক সরকার, রাজু সরকার, তারিকুল ইসলাম প্রমুখের মন্তব্য, একটা সময় উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার, জম্মু- কাশ্মীর সহ নেপাল, ভুটান, পাকিস্তানে হলদিবাড়ির টমেটো পাঠানো হত। টমেটো চাষ করে হলদিবাড়ি ব্লকের কৃষি অর্থনীতির মানচিত্র পালটে গিয়েছিল। কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছিল। কিন্তু আজ কৃষকরা দাম না পেয়ে টমেটো চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। পুলওয়ামার জঙ্গি হামলার পর থেকে পাকিস্তানে টমেটো পাঠানো বন্ধ হয়েছে। এবছর কেবলমাত্র বিহার ও জম্মু-কাশ্মীরে পাঠানো হচ্ছে। বর্তমানে অন্য রাজ্যের কৃষকরা নিজেরাই টমেটো চাষ শুরু করায় সেসব বাজারে হলদিবাড়ির টমেটো নেওয়া হচ্ছে না।

হলদিবাড়ির সবুজ বাংলা ফার্মার্স ক্লাবের এমডি মানস মিত্র জানালেন, উপযুক্ত দাম না মেলায় ক্রমে টমেটো চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ব্লকের চাষিরা। তার জায়গায় ইতিমধ্যেই অনেকে ভুট্টা চাষ করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত টমেটোচাষি সুশীল রায় বলেন, 'মেখলিগঞ্জ মহকুমায় আমরা বহুদিন ধরে ফসল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু কোনও কাজই হচ্ছে না।' এনিয়ে মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীর মন্তব্য, 'মেখলিগঞ্জ মহকুমায় ফসল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।'

চুরিতে ধৃত ৪

নিশিগঞ্জ, ৮ মার্চ : সিসিটিভির ফুটেজের সূত্রে নিশিগঞ্জের এক ভয়াবহ চুরির কিনারা করল পুলিশ। শনিবার অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের হেপাজত থেকে ১০ গ্রাম গলানো সোনা উদ্ধার হয়। ধৃতদের মাথাভাঙ্গা কোর্টে তুলে পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানায়। গত বৃহস্পতিবার নিশিগঞ্জ নলঙ্গিবাড়িতে চন্দন সাহার বাড়িতে দিনদুপুরে জানলার গ্রিল কেটে ঢুকে দুষ্কৃতীরা ঘর থেকে নগদ টাকা ও গয়না চুরি করে পালায়। পরদিন নিশিগঞ্জ ফাঁড়িতে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জানান চন্দন। তদন্তে নেমে নিশিগঞ্জ বাজারের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুই সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করে পুলিশ।

সোমবার রাতেও নিশিগঞ্জে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি হয়। পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পরপর দুই চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি জিতেশ ঝাঁ সহ অন্য পুলিশ অফিসাররা ওই চুরিতে জড়িত দুষ্কৃতীদের ধরতে নানা জায়গায় তল্লাশি চালান। এ সময় মাথাভাঙ্গা শহর থেকে অখিল শা ও সুরজিৎ দে নামে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। অখিল অতীতে নিশিগঞ্জে এক স্কুলে চুরির অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। তাদের জেরা করে পরে কোচবিহার শহরের দুই সোনার গয়না প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ী গিরেন সাহা ও অজয় চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, একজন সোনার অলংকারগুলি গলিয়েছে। অন্যজন সেই সোনা কিনেছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া সোনা চন্দন সাহার বাড়ি থেকে চুরি গিয়েছিল। যদিও সোমবারের চুরির বিষয়টি স্বীকার করেনি অখিল। এসডিপিও সমরেশ হালদার জানান, ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে চুরির তদন্ত শুরু করতে চলেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় জখম তরুণ

হাসিমারা, ৮ মার্চ : সড়ক দুর্ঘটনায় এক তরুণ গুরুতর জখম হলেন। শনিবার সন্ধ্যায় ৩১সি জাতীয় সড়কের সুভাষিণী চা বাগান চৌপথি এলাকার ঘটনা। মাদারিহাটের হান্টাপাড়া চা বাগানের বাসিন্দা বছর পঁয়ত্রিশের ওই তরুণ বাইক নিয়ে আলিপুরদুয়ারের দিকে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে একটি ট্রাক বাইকের পেছনে ধাক্কা মারলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই তরুণকে উদ্ধার করে হাসিমারা বায়ুসেনা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। ট্রাক ও ট্রাকচালককে আটক করেছে পুলিশ।

আবাসিক নেই জেনকিন্স ও সুনীতি অ্যাকাডেমিতে

বন্ধ দুটি স্কুলের হস্টেল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৮ মার্চ : আবাসিকের অভাবে অনেকদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে কোচবিহার শহরের দুটি সরকারি স্কুলের হস্টেল। সেগুলি হল জেনকিন্স এবং সুনীতি অ্যাকাডেমির হস্টেল। ২০১৭-'১৮ সাল থেকেই হস্টেল দুটিতে আবাসিকের সংখ্যা কমছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্ধ হওয়ার আগে সুনীতি অ্যাকাডেমির হস্টেলে আবাসিক ছিল মাত্র ছয় থেকে সাতজন। জেনকিন্স স্কুলের হস্টেলেও একই পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় চলছিল সেগুলি। করোনার পর থেকে পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায় হস্টেল দুটি।

জেনকিন্স স্কুলের টিআইসি প্রিয়তোষ সরকার বললেন, 'কয়েকদিন আগে হেরিটেজের খাতে হস্টেলের ছাদ ও চারপাশ রং করে সংস্কারের কাজ হয়। তবে জল, ইলেক্ট্রিক, আসবাবপত্র ও বাউন্ডারি সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়টি পূর্ত দপ্তরে জানানো হয়েছে।' কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এত টাকা খরচ করে হস্টেলের সংস্কার করা হলেও এখনও সেটি বন্ধ হয়ে রয়েছে কেন?

স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেকদিন ধরে হস্টেলের

ফাঁকা পড়ে রয়েছে জেনকিন্স স্কুলের হস্টেল। ছবি : জয়দেব দাস

বিল্ডিংয়ের বেহাল অবস্থা। ছাদ দিয়ে জল চুইয়ে পড়ত। এছাড়াও আবাসিকরা থাকলেও রান্নার লোক না থাকায় সমস্যা হচ্ছিল। ধীরে ধীরে ছাত্র সংখ্যা কমছিল সেখানে। ফলে পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

অপরদিকে অনেকদিন বন্ধ থাকার ফলে সুনীতি অ্যাকাডেমির হস্টেলেও বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। ছাত্রীর অভাবে করোনার পর থেকে সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হস্টেলের কর্মীরা স্কুলের অন্য কাজ করছেন। হস্টেলের মেন্টরও অবসর নিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে সুনীতি অ্যাকাডেমির টিআইসি মৌমিতা রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। এদিকে সুনীতি অ্যাকাডেমির হস্টেলটি মেয়েদের হওয়ায় আবাসিকদের সন্ধের মধ্যে হস্টেলে ঢুকতে হত। সেক্ষেত্রে সন্ধ্যার পর টিউশন থাকলে আবাসিকদের সমস্যায় পড়তে হত। এছাড়াও সেখানে জলের সমস্যা, রান্নার সমস্যা সহ আরও বিভিন্ন সমস্যার কারণে বর্তমানে আবাসিকরা থাকতে চাইছে না।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে, বছর কয়েক আগেও হস্টেল দুটি আবাসিকদের হই-হুল্লোড়ে মেতে থাকত। হঠাৎ করে সেগুলি বন্ধ করতে হল কেন? স্কুলগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, একটা সময় গ্রামীণ এলাকার অধিকাংশ স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ ছিল না। তাই ওই এলাকাগুলির পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও কিছু সংখ্যক পড়ুয়া শহরের ওই স্কুল দুটিতে ভর্তি হত।

সমস্যা যেখানে

- বন্ধ হওয়ার আগে সুনীতি অ্যাকাডেমির হস্টেলে আবাসিক ছিল মাত্র ছয় থেকে সাতজন
- জেনকিন্স স্কুলের হস্টেলেও একই পরিস্থিতি
- করোনার পর থেকে পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায় হস্টেল দুটি

বাড়ি দূরে হওয়ায় তারা হস্টেলে থাকত। বর্তমানে বেশিরভাগ স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হওয়ায় বাইরের পড়ুয়ারা সেভাবে শহরের স্কুলে ভর্তি হচ্ছে না। ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে হস্টেলের তেমন চাহিদা নেই। তাই হস্টেল দুটি আপাতত বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সিঁধ কেটে একই বাড়িতে ফের চুরি

শীতলকুচি, ৮ মার্চ : সিঁধ কেটে লক্ষাধিক টাকার গয়না চুরির ঘটনায় শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর নেপরা গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়াল। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মোবার আলি মিয়াঁর বাড়িতে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। দেড় লক্ষ টাকার সোনার গয়না সহ তিনটি রুপোর মুদ্রা নিয়ে চোরের দল চম্পট দিয়েছে বলে অভিযোগ।

মোবার বাড়িতে তালা দিয়ে পাঁচ মাস আগে পরিবারের সকলকে নিয়ে ইটভাটায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। গত মাসে একবার সিঁধ কেটে বাড়ির নানা জিনিসপত্র চুরি গিয়েছিল। পরে ঘর সারিয়ে বাড়ির লোকেরা ফের তালা দিয়ে কাজ করতে বাইরে চলে যান। এদিন রাতে ফের সিঁধ কেটে ঘরের ভিতর ঢুকে বিভিন্ন জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে চোরেরা সামগ্রী নিয়ে পালায়। খবর পেয়ে ইটভাটা থেকে এসে পরিবারের লোকের বাড়িতে ঢুকে পুরো বিষয়টি বুঝতে পারেন। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। চুরির ঘটনায় পরিবারের সকলে শনিবার শীতলকুচি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ জমা পড়েছে এবং ঘটনার তদন্ত করা হয়েছে।

বিউটিসিয়ান কোর্সের ট্রেনিং

চ্যাংরাবান্ধা, ৮ মার্চ : রাজ্য সরকারের তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসি বিভাগের উদ্যোগে বিনামূল্যে ৯৫ দিনের বিউটিসিয়ান ট্রেনিং কোর্স শুরু হয়েছে। ৫ মার্চ থেকে মেখলিগঞ্জ ব্লক অফিসে ওই ট্রেনিং কোর্সটি শুরু হয়েছে। সেখানে ১০০ জন ট্রেনিং নিচ্ছেন। কোর্স শেষে সকলে সার্টিফিকেট পাবেন। ট্রেনার দীপিকা বর্মন বলেন, 'কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের পার্লার তৈরির সামগ্রী দেওয়া হবে। যা দিয়ে তাঁরা তিন মাস বিউটিসিয়ানের কাজ করতে পারবেন। এছাড়াও তাঁরা যাতে পার্লার খুলতে পারেন সেজন্য লোনের ব্যবস্থাও রয়েছে।' মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার উদ্দেশ্যে এমন উদ্যোগ।

নারীবান্ধব হওয়ার পথে নিশিগঞ্জ-২

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ৮ মার্চ : 'আদর্শ নারীবান্ধব' গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে মনোনীত হয়েছে কোচবিহারের নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে এই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এমন খবরে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতজুড়ে খুশির হাওয়া। প্রশাসনের তৃণমূল স্তরে লিঙ্গসাম্যের নীতি কার্যকর করতে গত ৫ মার্চ দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজমন্ত্রক মহিলাবান্ধব পঞ্চায়েত কর্মসূচির সূচনা হয়। রাজ্যের নদিয়ার কল্যাণীতে রাজ্যের ২১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সচিবদের নিয়ে 'আদর্শ নারীবান্ধব' গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলার লক্ষ্যে দু'দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সেই প্রশিক্ষণে জেলার একমাত্র নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অংশ নেওয়ার জন্য ডাক পায়।

শনিবার নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতেও একই লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ ব্লক নারী উন্নয়ন আধিকারিক রিনি বসু, মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন, নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীরেন রায় সরকার প্রমুখ। স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের পাশাপাশি, আশাকর্মী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামীণ ক্ষেত্রকে আরও উন্নত করতে উন্নত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামে বাল্যবিবাহ বন্ধ, মহিলাদের সম্মান প্রদান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের উন্নতির নানা কাজ করা হবে। নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব মুক্তি বেগম বলেন, 'নদিয়ার কল্যাণী থেকে আদর্শ নারীবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে সরকারি প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাম। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে নারীদের বিশেষভাবে

> নদিয়ার কল্যাণী থেকে আদর্শ নারীবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে সরকারি প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাম। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে নারীদের বিশেষভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা থাকবে।
>
> **-মুক্তি বেগম**
> *সচিব, নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত*

এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা থাকবে।'

রিনি বসু বলেন, 'আদর্শ নারীবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত হওয়ায় স্কুলে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানো, মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতা, শিক্ষার উন্নতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি হবে।' নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীরেন রায় সরকারের কথায়, 'আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত জেলার মধ্যে একমাত্র আদর্শ নারীবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলার জন্য মনোনীত হয়েছে। এটা অত্যন্ত গর্বের। পঞ্চায়েত থেকে এই কর্মসূচি সফল করতে একযোগে কাজ করব।'

মাতালহাটে ব্রিজের কাজের সূচনা করলেন উদয়ন গুহ। শনিবার।

তৃষ্ণা মেটে না কিশামত দশগ্রামে

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ৮ মার্চ : স্বাধীনতার পর কয়েক দশক পেরিয়ে গেলেও কিশামত দশগ্রামের টিয়াদহের বুড়িরপাট ও কুটিবাড়িতে পানীয় জলের সমস্যা প্রবল। অভিযোগ, এই দুই এলাকায় থাকা সৌরবিদ্যুৎচালিত পরিস্রুত পানীয় জলের পাম্প ও রিজার্ভারগুলি প্রায় এক বছর ধরে বিকল। এর জেরে পানীয় জলের অভাবে দুই এলাকার কয়েক হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন। সামনেই গরমকাল। জলের জন্য তীব্র হাহাকার হবে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা। এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা দ্রুত পাম্পগুলি মেরামতির দাবি তুলছেন। দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিণী বর্মনের আশ্বাস, 'এবিষয়ে খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপ করা হবে।'

শনিবার কিশামত দশগ্রামের টিয়াদহে এলাকার পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তখন সৌরবিদ্যুৎচালিত পাম্পটি দেখিয়ে কোচবিহারের দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম গ্রাম

পঞ্চায়েতের টিয়াদহ গ্রামের বুড়িরপাটের বাসিন্দা সন্তোষ দাস ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, 'লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পাম্প বসিয়ে লাভ কী? ছয় মাসও ঠিক করে চলল না। নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের নজর নেই।' একই বক্তব্য সংশ্লিষ্ট গ্রামের কুটিবাড়ির বাসিন্দা মতীন বর্মনের। তাঁর কথায়, 'দু'মাসের বেশি পাম্পটি থেকে জল মেলেনি। অগভীর নলকূপের জল পান করার অভ্যেসে ফিরতে হয়েছে। সকলের পক্ষে জল কিনে খাওয়া কিংবা দূরের ট্যাপকল থেকে জল আনা সম্ভব নয়।

দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রামে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা নতুন নয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, কিশামত দশগ্রামের খেড়বাড়িহাট এবং দিনহাটা-১ ব্লকের নিগমনগরে অবস্থিত পিএইচই পরিচালিত পাম্প থেকে পাইপলাইন ও ট্যাপকলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকাংশ এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু টিয়াদহের বুড়িরপাট ও কুটিবাড়ি ব্রাত্য থেকে গিয়েছিল। বিষয়টি বুঝতে পেরে দু'বছর আগে কয়েক লক্ষ সরকারি টাকা ব্যয়ে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলের পাম্প ও রিজার্ভার তৈরি হয়। দ্রুত কাজ শেষ হওয়ায় কয়েক মাসের মধ্যে পানীয় জল পেয়ে কয়েকশো পরিবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু পানীয় জল নিয়ে স্বস্তির এই ছবি মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হল। প্রায় ছয় মাস পড়ে পাম্পগুলি বিকল হয়ে যায়। এদিন কুটিবাড়িতে গিয়ে দেখা গেল পানীয়জলের বিকল পাম্পে দড়ি টাঙিয়ে এলাকাবাসী জামাকাপড় শুকোতে দিয়েছেন। ছবি তুলতে দেখে এক গৃহবধূর কটাক্ষ, 'স্থানীয় প্রশাসন ও নেতারা সব জানেন। জলসমস্যা আর মিটল কোথায়?' বুড়িরপাটে পাম্প সংলগ্ন এলাকা দিয়ে সুরেন বর্মন যাচ্ছিলেন। তাঁর আক্ষেপ, 'এভাবে সরকারি টাকার অপচয় মানা যায় না। দ্রুত এবিষয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।'

ভেষজ আবির তৈরির ব্যস্ততা মহিলাদের

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৮ মার্চ : সামনেই দোল। সকলেই মাতবেন রংয়ের উৎসবে। তবে আগের থেকে মানুষ এখন অনেক বেশি স্বাস্থ্যসচেতন। চিকিৎসকদের পরামর্শে ইদানীং ভেষজ আবিরের চাহিদা বেড়েছে। সেই অনুযায়ী রাসায়নিকমুক্ত আবির বা রং কেনাকাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে দোলের দিন এগিয়ে আসায় নাওয়া-খাওয়ার ফুসরত নেই তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাড়ালজানি গ্রামের শান্তি রায়, দুলালি দাস, মিনু নারায়ণ ও ফুলতি রায় বর্মনদের। পালং শাক, বিট, কাঁচা হলুদ, গাঁদা ও পলাশ ফুল দিয়ে ভেষজ আবির তৈরি করতে তাঁরা এখন ব্যস্ত। দোল উৎসবে সবাইকে রাঙিয়ে তুলতে ওই মহিলারা একনাগাড়ে কাজ করে চলেছেন। তাঁদের প্রশিক্ষক তথা নাটাবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাসবকান্তি

শেষ মুহূর্তে আবির তৈরির চূড়ান্ত ব্যস্ততা। শনিবার চাড়ালজানিতে।

দিন্দা প্রথম থেকে তাঁদের এই কাজে উৎসাহ জোগাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'এবছর ৫০ কেজি আবির তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। স্থানীয় মহিলারা নিজের হাতে এই ভেষজ আবির তৈরি করছেন। এই আবিরের বিক্রি বাড়লে গ্রামীণ কৃষকদের পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা উপকৃত হবেন।'

দোল উৎসবের আনন্দকে রঙিন করে তুলতে চাড়ালজানি গ্রামে এখন জোরকদমে আবির তৈরির কাজ চলছে। গত চার বছর ধরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই আবির তৈরি করছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বিট দিয়ে গোলাপি আবির, কাঁচা হলুদ ও গাঁদা ফুল দিয়ে হলুদ আবির এবং পালং শাক দিয়ে সবুজ আবির তৈরি করা হচ্ছে। তাঁদের তৈরি আবির স্থানীয় বাজার থেকে শুরু করে কোচবিহারের মদনমোহনবাড়ি এমনকি কলকাতার বাসিন্দাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। কীভাবে তৈরি হচ্ছে এই ভেষজ আবির? স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য শান্তি দাস বলেন, অ্যারারুট, বার্লির সঙ্গে কাঁচা হলুদ, গাঁদা ফুল, পালং শাক, বিট মিশিয়ে আপাতত তিন ধরনের রং তৈরি করা হচ্ছে। ১০-১৫ দিন ধরে এই আবির তৈরির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই আবির ত্বকের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়ায় এখন ভেষজ আবিরের চাহিদা সর্বত্র। শান্তি দাস, ফুলতি বর্মনরা এদিনও বাড়ির উঠোনে একসঙ্গে বসে গল্পচ্ছলে ভেষজ আবির তৈরি করছিলেন। ফুলতি রায় বর্মন নামে এক সদস্যর কথায়, 'এই আবির ব্যবহারে স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হবে না বলে আমরা আশাবাদী। গত কয়েক বছর ধরে দোলের আগে আমরা ভেষজ আবির তৈরি করি। দিন এগিয়ে আসায় এখন চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ চলছে।'

সেতুর কাজের সূচনায় উদয়ন

সিতাই, ৮ মার্চ : সিতাই বিধানসভার অন্তর্গত মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাজেরঘাটে জয়েস্ট ব্রিজের কাজের সূচনা হল। শনিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ৬০ মিটার দীর্ঘ ওই সেতু তৈরির কাজের সূচনা করলেন। তিনি ছাড়াও কোচবিহার জেলার সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন প্রমুখ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে প্রায় ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৭০ টাকা ব্যয়ে নতুন এই সেতু তৈরি করা হবে। প্রস্থ ৫.৫ মিটার হবে। দু'পাশে দেড় মিটার করে ফুটপাথ থাকবে। পাশাপাশি ১০০ মিটারের অ্যাপ্রোচ রোডও তৈরি করা হবে।

এই সেতু তৈরি হলে এলাকার হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। পাশপাশি মাতালহাট হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও রোজ যাতায়াত করতে বিশেষ সুবিধা হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছেন তার খতিয়ানও তুলে ধরা হয়। কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্রের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ এই সেতুর দাবি করে আসছিলেন। সেতু না থাকার ফলে সকলকে অনেকটা সমস্যায় পড়তে হত। অবশেষে সেতু নির্মাণের কাজের সূচনার মধ্য দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে।' স্থানীয় বাসিন্দা রতন রায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের করা দাবি মেনে অবশেষে মন্ত্রী এদিন কাজের সূচনা করলেন। এতে আমরা খুশি। এর ফলে বর্ষায় যোগাযোগ অনেকটাই সহজ হবে।'

টুকরো খবর

কনভেনশন

পারডুবি, ৮ মার্চ : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের এগারো মাইলে শনিবার সিপিএমের শাখা সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভা, সিটু, বস্তি উন্নয়ন সমিতি, খেতমজুর, মহিলা সমিতি, ইউসিআরসি'র নেতা-নেত্রীদের নিয়ে ব্লক কনভেনশন হয়। ছিলেন সারা ভারত কৃষকসভার রাজ্য কমিটির সদস্য তথা জেলা কমিটির সহ সভাপতি অনন্ত রায়, ব্লক কমিটির সম্পাদক খগেনচন্দ্র বর্মন প্রমুখ। অনন্তর কথায়, 'রাজ্যে বদল আনতে বৃহত্তর সংগ্রাম গড়ে তুলতে শ্রমজীবীদের ডাকে ২০ এপ্রিল ব্রিগেডে ১০ দফা দাবিতে সমাবেশ রয়েছে। সে বিষয়ে এদিন আলোচনা হয়।'

অভিযান

কোচবিহার, ৮ মার্চ : ফের অভিযান পুলিশের। শনিবার মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর কালপানিতে তোষাচরের পপিখেত নষ্ট করা হল। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, ট্র্যাক্টর চালিয়ে আট বিঘা পপিখেত নষ্ট করা হয়েছে। যদিও অন্য কথা বলছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, পুলিশি অভিযানের পরও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রচুর পপিখেত এখনও রয়েছে।

আহত এক

পারডুবি, ৮ মার্চ : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি সংলগ্ন এলাকায় শনিবার পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় গুরুতর জখম হল একজন। আহতের নাম মদন বর্মন। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।

প্রস্তুতি সভা

পুণ্ডিবাড়ি, ৮ মার্চ : তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেস সংগঠনের প্রস্তুতি সভা শনিবার অনুষ্ঠিত হল বাণেশ্বরে। আগামী ১৩ মার্চ কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে সংগঠনের জেলা সম্মেলন রয়েছে। তার আগে এদিনের প্রস্তুতি সভা। ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁ, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি পরিমল বর্মন প্রমুখ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

জামালদহ, ৮ মার্চ : বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল একজনের। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের গেলেংয়ের বাড়ি এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আবদুল সাত্তার (৪৩)। গৃহ নির্মাণের জন্য রড কাটার কাজ করার সময় কোনওভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন আবদুল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মদ বাজেয়াপ্ত

চ্যাংরাবান্ধা, ৮ মার্চ : চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গিতে শনিবার বেআইনি মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। এবিষয়ে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'এদিনের অভিযানে প্রায় ৬০ বোতল বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। তদন্ত চলছে।'

প্রচার

ঘোকসাডাঙ্গা, ৮ মার্চ : 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ' নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে শনিবার ঘোকসাডাঙ্গা হাসপাতাল মোড়ে প্রচার চালাল ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক ওসি অজিত রায়ের কথায়, হাসপাতাল মোড়ে র‍্যালি, প্রচারের পাশাপাশি দুই পেট্রোল পাম্পে প্রচার চালানো হয়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বসন্তের দেখা।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের গোফানগরে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।*

সেতুর নীচে আবর্জনায় আগুন

জলশূন্য নদী, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হয়রানি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ আমতলা সেতুর নীচে অগ্নিকাণ্ড। শনিবার।

নিশিগঞ্জ, ৮ মার্চ : ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই এলাকায়। তাই আবর্জনা জমছে আমতলা সেতুর নীচে। আর বারবার সেই আবর্জনার স্তূপে লাগছে আগুন। এতে একদিকে যেমন সেতুর ক্ষতি হচ্ছে। তেমনি আবর্জনায় জলশূন্য হয়েছে আমতলা নদী। ফলে আগুন নেভাতেও হিমসিম খেতে হচ্ছে। শনিবার সকালের ঘটনা। নিশিগঞ্জ আমতলা সেতুর নীচে জঞ্জালে আগুন লাগে। সেতুর পাশেই নিশিগঞ্জ বাজার। তাই কোনওরকমে দেরি না করে আগুন নেভাতে ব্যবসায়ীরা নিশিগঞ্জ দমকলকেন্দ্রে খবর দেন।

এরপর বাইরের পাম্প থেকে জল ভরে দমকলকে আগুন নেভাতে হয়। এদিন প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।

বারবার এধরনের ঘটনায় কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের ওপরের সেতু ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি উদ্বেগের বলে জানিয়েছেন পূর্ত দপ্তরের কোচবিহারের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ সরকার। তাঁর কথায়, 'ওই সেতু প্রশস্ত করে সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

নিশিগঞ্জে ৩৮ বছর আগে আমতলা সেতু তৈরি হয়। এরপর সংস্কার না হওয়ায় সেতুটি দুর্বল হয়েছে। তার ওপর বারবার সেতুতে আগুন লাগায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আগুনে সেতুর নীচের অংশে ক্ষতি হচ্ছে। এই সেতু ভাঙলে মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার সঙ্গে কোচবিহার শহরে যাওয়ার সোজা রাস্তাটি বাধাপ্রাপ্ত হবে।

এদিকে, নিশিগঞ্জ বাজারের আবর্জনা সেতুর নীচে ফেলায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপরঞ্জন রায় বলেন, 'নদীবক্ষে আবর্জনা ফেলা ও পাড়ে চাষাবাদে এখন নদী প্রায় জলশূন্য। নিশিগঞ্জ বাজারে বেশ কয়েকবার আগুন লাগলে এই আমতলা নদীর জল দিয়েই দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু এখন আর তা করা যায় না।'

বাজারে ভ্যাট বা সংলগ্ন এলাকায় ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই বলে জানিয়েছেন নিশিগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি রামকৃষ্ণ মালাকার। তিনি বলেন, 'একপ্রকার বাধ্য হয়েই ব্যবসায়ীদের একাংশ আবর্জনা আমতলা সেতু থেকে নীচে ফেলে। সমস্যাটি আমরা বারবার পঞ্চায়েত, প্রধানের নজরে এনেছি।'

নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রজনীকান্ত বড়ুয়া বলেন, 'আমতলা সেতুর নীচের আবর্জনা পরিষ্কার করা হলেও সচেতনতার অভাব রয়েছে ব্যবসায়ীদের একাংশের মধ্যে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য জমির খোঁজ করা হচ্ছে।'

লাকি ড্র কাণ্ডে শাসকদলের বড় 'মাথা' যোগের তত্ত্ব

এখনও অধরা প্রতারকরা

দীপেন রায় ও শতাব্দী সাহা

লাকি ড্র নিয়ে বিক্ষোভ। - ফাইল চিত্র

মেখলিগঞ্জ, ৮ মার্চ : লাকি ড্রয়ের নাম করে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল চ্যাংরাবান্ধায়। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে ওই লাকি ড্র জালিয়াতিতে ৬০ লক্ষ টাকার প্রতারণা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তা নিয়ে মেখলিগঞ্জ থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়। অভিযোগ দায়ের করার পর ১২ দিন কেটে গিয়েছে। তারপরও অভিযুক্তরা অধরা। এ নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে চ্যাংরাবান্ধায়।

অভিযুক্তরা সকলেই তৃণমূল কর্মী বলে দাবি। পাশাপাশি লাকি ড্র জালিয়াতিতে নাম জড়িয়েছে এক তৃণমূল নেতারও। জালিয়াতিতে শাসকদলের যোগ থাকায় কি পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে? প্রশ্ন উঠছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা তদন্ত চলছে বলে আশ্বস্ত করলেন। তিনি বলেন, 'অপরাধীদের খোঁজ চালাচ্ছি আমরা। অভিযোগকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। তদন্ত যে আটকে নেই, সেটা তাঁরা জানেন।' তাঁর সংযোজন, অভিযুক্তরা কলকাতার দিকে পালিয়ে গিয়েছে বলে তাঁরা খোঁজ পেয়েছেন। তাদের ধরতে বিশেষ দলও তৈরি হয়েছে। পুলিশ আশাবাদী, অভিযুক্তরা খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে।

অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় লাকি ড্রয়ে প্রতারিতরা কী টাকা ফিরে পাবেন? নাকি আবার খেলা হবে, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। চ্যাংরাবান্ধার এক বাসিন্দা বলেন, 'সাধারণ মানুষের টাকা নিয়ে লাকি ড্র খেলার নাম করে যারা সব নয়ছয় করে, তাদের দ্রুত শাস্তি না হলে এলাকায় অপরাধ, জালিয়াতির সংখ্যা বেড়ে যাবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।'

অভিযোগকারী মঞ্জুল হক ভোটবাড়ির বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'এখনও অপরাধীরা ধরা পড়ল না কেন আমাদের প্রশ্ন? কয়েকদিন আমরা এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি দেখেছিলাম। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। আমরা বিচার চেয়ে আবেদন করেছি। কোর্টে আমরা কবে প্রতারণার বিচার পাব জানি না।'

এতবড় লাকি ড্র খেলায় শুধু জনাকয়েক তৃণমূল কর্মী যুক্ত থাকতে পারেন না। শাসকদলের আরও বড় মাথা যুক্ত থাকতে পারে অনুমান বিরোধী দলগুলির। বিজেপির মেখলিগঞ্জ টাউন মণ্ডল সভাপতি আশেকর রহমান জানান, লাকি ড্রয়ের আয়োজক কিমটির সদস্যরা তৃণমূলের নেতা-কর্মী। এক বড় নেতাও পরোক্ষভাবে যুক্ত। তাঁর কটাক্ষ, 'দলের নেতাদের ছত্রছায়ায় মুখ লুকিয়ে রয়েছে অভিযুক্তরা। শাসকদলের নেতা-কর্মী জেনেই এখনও পর্যন্ত পুলিশ তাদের মধ্যে একজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি।' সিপিএমের মেখলিগঞ্জ ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দীপক গুহর গলাতেও একই সুর।

যদিও মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলছেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। প্রতারকরা যে দলই করুক, ছাড় পাবে না। দল এই সব অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না।'

এখন কবে অভিযুক্তরা ধরা পড়ে, আর সাধারণ মানুষ বিচার পায়, সেদিকে তাকিয়ে মেখলিগঞ্জবাসী।

ব্যর্থ পুলিশ

- ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে চ্যাংরাবান্ধায় লাকি ড্র নিয়ে লক্ষাধিক টাকার জালিয়াতির অভিযোগ
- অনুমান, এই প্রতারকদের মাথার ওপর হাত রয়েছে শাসকদলের বড়মাপের নেতার
- তাঁর দাক্ষিণ্যে পুলিশ এখনও প্রতারকদের কারও টিকিটিও পায়নি

১০ মহিলাকে সেলাই মেশিন সেন্ট্রাল ব্যাংকের

কোচবিহার, ৮ মার্চ : সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সিতাইয়ের নগর গিরিধারী শাখার সংস্কার করা হল। শনিবার এই উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি নারী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এদিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১০ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন দেওয়া হয় ব্যাংকের তরফে। অনুষ্ঠানে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, সিতাইয়ের বিডিও নিবিড় মণ্ডল, ব্যাংকের রিজিওনাল ম্যানেজার কৃষ্ণা মাধব, লিড ব্যাংক ম্যানেজার জেএন ঝাঁ, ডেপুটি রিজিওনাল ম্যানেজার অশোক কুমার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণা মাধব বলেছেন, 'নারী দিবস উপলক্ষ্যে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ১০ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন দেওয়া হল। তাতে তাঁরা জীবিকানির্বাহ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন।' এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তরফে দেওয়া হচ্ছে সেলাই মেশিন। - জয়দেব দাস

কয়েক ঘণ্টায় নাবালিকা উদ্ধার

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৮ মার্চ : স্কুলের নাম করে শুক্রবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল মেখলিগঞ্জ ব্লকের এক নাবালিকা। কুচলিবাড়ি থানার দ্বারস্থ হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। নাবালিকা প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ের পরিকল্পনা ছিল প্রেমিক তরুণের। তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি শনিবার নাবালিকাকে পরিবারের লোকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন, শুক্রবার মেয়ে স্কুল যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। দিনভর অনেক খোঁজাখুঁজির পরও মেয়ের কোনও খবর না পাওয়ায় রাতে কুচলিবাড়ি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। ঘণ্টাখানেক পরেই মেয়েকে মালদা সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই নাবালিকার সঙ্গে পরিচয় হয় নদিয়ার এক তরুণের। শুক্রবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওই তরুণের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নাবালিকা ফোন বন্ধ করে দেয়। পরে মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করে জানা যায়, মালদা সংলগ্ন রেলস্টেশনে অন হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে জিআরপি'র সহায়তায় সেই সময়ে স্টেশন দিয়ে যাওয়া দুটি ট্রেনে তল্লাশি চালায় পুলিশ। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে সেই তরুণ এবং নাবালিকাকে পাওয়া যায়।

সেখান থেকে তাদের আটক করে মালদা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে কুচলিবাড়ি থানায় এনে এদিন নাবালিকাকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় বলেন, 'আমাদের এক অফিসার আগে জিআরপিতে ছিলেন। তাই পূর্ব পরিচয়ের কারণে ওদের এত তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা গিয়েছে।'

ছোট্ট তারা

ছাটরামপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সরমিন খাতুন। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা এবং খেলাধুলোতেও পারদর্শী এই খুদে।

মৌমাছির আক্রমণ

ময়নাগুড়ি, ৮ মার্চ : মৌমাছির আক্রমণে এক শিশু সহ চারজন জখম হয়েছেন। শনিবার ময়নাগুড়ি শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সিনেমা হলপাড়ার ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই চারজনকে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সকলে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সীতেশ বর বলেন, 'সকলে ভালো আছেন। অবজার্ভেশনে রাখা হয়েছে। দুশ্চিন্তার কারণ নেই। অল্প সময়ের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করছি।' এদিন জ্যোতিষ্মান লস্কর (৫) বাড়ির উঠোনে খেলছিল। হঠাৎ বেশ কয়েকটি মৌমাছি জ্যোতিষ্মানকে আক্রমণ করে। শিশুর চিৎকার শুনে বাবা প্রহ্লাদ লস্কর ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মৌমাছির কবল থেকে তিনিও রেহাই পাননি।

নারী দিবসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সংবর্ধনা

কোচবিহার ব্যুরো

সাগরদিঘি পাড়ে উইনার্স টিমের সদস্যদের সংবর্ধনা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

৮ মার্চ : কোথাও মহিলা পুলিশকর্মীদের সংবর্ধনা, কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আবার কোথাও আয়োজন করা হয়েছিল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের মাধ্যমে জেলাজুড়ে নারী দিবস পালন। সব অনুষ্ঠানেই উঠে এল মহিলাদের ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনী। সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়েও আলোচনা চলল সব অনুষ্ঠানে।

শনিবার মিশন আয়ুষ এবং কোচবিহার মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে শহরের যৌনপল্লির বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। পুলিশলাইনে ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি নারী দিবস পালন করেছে। বন্ধু সব সময় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফে ঘোষপাড়া ইউথ ক্লাবের হলঘরে ১০ জন মহিলাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

রাজমাতাদিঘি মুক্তমঞ্চে নারী দিবস পালন করেছে আশাদীপ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড রাইট অর্গানাইজেশনও। প্রায় এক দশক ধরে রাস্তায় সাইকেল নিয়ে মাছ বিক্রি করছেন সূর্যময়ী বিশ্বাস দাস। তাঁকে এদিন সংবর্ধনা জানায় আস্থা ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা।

কর্মচারী ভবনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতি এবং রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি নারী দিবস পালন করেছে। অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংঘের উদ্যোগেও নানা কর্মসূচি হয়েছে। তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে কোচবিহার শহরে একটি মিছিল হয়। সংগঠনের জেলা সভানেত্রী শুচিস্মিতা দেব শর্মার নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়েছে। তুফানগঞ্জে বিজেপির কার্যালয়ে বিশেষ কর্মশালা হয়। দিনহাটা-২ ব্লকের প্রান্তিক এলাকার শ্রমজীবী নারীদের নিয়ে নারী দিবস উদযাপন করে প্রমীলাবাহিনী। চৌধুরীহাটে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখা মহিলা কৃষকদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

শীতলকুচি ব্লক প্রশাসনের তরফে একটি শোভাযাত্রা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে হলদিবাড়ি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগেও শোভাযাত্রা বের হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী মহিলাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্পোরের তরফে ১৬ জন মহিলাকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা তেরাপন্থ মহিলা মণ্ডলের উদ্যোগে শোভাযাত্রা করা হয়েছে। ভোটবাড়ি মুক্তচিন্তা ভবনে অপরাজিতা অর্পণ পত্রিকার নারী দিবস সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেখানে কবিতা পাঠের আয়োজনও ছিল।

নারীদের দিনে

- মিশন আয়ুষ এবং কোচবিহার মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির
- যৌনপল্লির বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে
- সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের নানা সংগঠনের তরফে দেওয়া হল সংবর্ধনা

বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ পোয়াতুরকুঠিতে

সঞ্জয় সরকার

পিচের আস্তরণ উঠে বেরিয়ে পড়েছে পাথর।

দিনহাটা, ৮ মার্চ : কোথাও রাস্তায় তৈরি হয়েছে ছোট-বড় গর্ত। আবার কোথাও বা পিচের আস্তরণ উঠে গিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে কাটা পাথর। এতে রাস্তায় পিছলে গিয়ে আঘাত পাওয়া ও হাত-পা কেটে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। 'উপরি পাওনা' হিসেবে শুখা মরশুমে রাস্তার ধুলোয় নাজেহাল হতে হচ্ছে দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবেক ছিটমহল পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দাদের। রাস্তা তৈরির পর প্রায় সাত-আট বছর পেরিয়ে গেলেও রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

এবিষয়ে দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষিণী বর্মনের মন্তব্য, 'সাবেক ছিটমহলের রাস্তাগুলি জেলা থেকে করে দেওয়া হয়েছিল। রাস্তা সংস্কারের দাবির বিষয়টি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।'

পোয়াতুরকুঠি থেকে বামনহাট রেললাইনের দিকে যাচ্ছিলেন নুরুল মিয়াঁ। বললেন, 'দীর্ঘদিন সড়ক-যন্ত্রণার পর আমরা পাকা সড়কের সুবিধা পেয়েছি। কিন্তু সেটির অবস্থাও বর্তমানে শোচনীয়। যথাযথভাবে সাবেক ছিটমহলে ছড়িয়ে থাকা সড়কগুলি সংস্কার করুক প্রশাসন।' আরেক বাসিন্দা মুরতুজ আলম বলেন, 'রাস্তার যা অবস্থা, তাতে ছোটখাটো দুর্ঘটনা নিত্যসঙ্গী। রাতের অন্ধকারে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।' রাস্তার শোচনীয় অবস্থার কথা মেনে নিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মহিরুদ্দিন আলিও। তাঁর কথায়, 'আগে ঝাঁ চকচকে রাস্তা ছিল। বর্তমানে বেশকিছু অংশে রাস্তা খারাপ হয়েছে। বছরখানেক আগে রাস্তাটি সংস্কারের আবেদন জানিয়ে পিডব্লিউডি দপ্তরে গিয়েছিলাম। রাস্তাটি তাদের আওতায় নেই বলে জানিয়েছিল। রাস্তা সংস্কারের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা যায় কি না দেখছি।'

২০১৫ সালের ৩১ জুলাই ছিটমহল বিনিময়ের আগে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঘেরা বাংলাদেশি ছিটমহল গয়াবাড়ি হিসেবেই পরিচিত ছিল এই এলাকা। পরবর্তীতে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় এই এলাকা। তারপরই স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাপনের মান বাড়াতে উদ্যোগী হয় প্রশাসন। রাস্তা, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, পানীয় জল ও জলসেচের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু তারপর রাস্তার যথাযথ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি বলে ক্ষোভ জমতে শুরু করেছে জনমানসে। এবিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠছে এলাকায়।

মাংস বেচে সংসার টানেন ময়না

সঞ্জয় সরকার

নিজের দোকানে ময়না। দিনহাটার বামনহাটে।

দিনহাটা, ৮ মার্চ : মদ্যপ স্বামীর সংসারে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। তারপরেও দাঁতে দাঁত চেপে স্বামীর সংসারে থেকে লড়ে ভালো সময়ের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। ভালো সময় আসবে, সংসারে শান্তি ফিরবে ভেবে দীর্ঘদিন অত্যাচার সহ্য করেছেন মুখ বুজে। কিন্তু রোজই মদ্যপ স্বামীর অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকায় সংসারটা আর করা হয়ে ওঠেনি ময়না বর্মনের। তখন তাঁর বয়স তিরিশ বছর।

এক রাতে প্রবল মারধরের পর মদ্যপ স্বামী তাঁকে ছেঁড়া কাপড়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। মনের জোরকে অবলম্বন করে এক পাতানো ভাইয়ের বাড়িতে চলে আসেন। সেই ভাইয়ের পরামর্শে রাস্তার পাশেই মাংসের দোকান সাজিয়ে বসেন। প্রথম প্রথম অসুবিধা হত বটে। কটাক্ষও জুটত হরদম। কিন্তু পিছু হটেননি। গত ৩৫ বছর ধরে দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট বাজার লাগোয়া এলাকায় মাংসের ব্যবসা করে সংসার টানছেন পঁয়ষট্টি বছর বয়সি ময়না।

তিরিশের গণ্ডি না পেরোনো ওই মহিলা এখন বৃদ্ধা। দিচ্ছেন স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার বার্তাও। তাঁর কথায়, 'সহজে হাল ছাড়লে চলবে না। অনেক মেয়েকে দেখি মনের জোর হারিয়ে ফেলতে। মনের জোর হারালে চলবে না।'

দোকান না বলে অস্থায়ী ছাউনি বললেও অবশ্য ভুল হয় না। একটি রাজনৈতিক দলের বন্ধ কার্যালয়ের একদিকে ছাউনি দিয়ে প্রতিদিন সকালসন্ধ্যা মাংসের পসরা সাজান বৃদ্ধা।

নারী দিবসের দুপুরে বিকিকিনিতে ব্যস্ত ছিলেন ময়না। ব্যস্ততা সামলে তাঁর মন্তব্য, 'কী আর করব? চুরি তো আর করছি না। স্বামী যেদিন বাড়ি থেকে বের করে দেয়, রাগ হয়েছিল খুব। সাত-পাঁচ না ভেবে ভাইয়ের বাড়ি চলে আসি। পেটের দায়ে আর কিছু না পেয়ে ভাইয়ের পরামর্শে মাংসের দোকানই দিই।'

সমাজের লোকেরা কীভাবে দেখেন? দীপ্ত গলায় উত্তর এল, 'মহিলা কষাই বলে অনেক টীকাটিপ্পনী, কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। এখনও করেন। কিন্তু সেসব গায়ে লাগালে তো আমার সংসার চলবে না।' সেই ভাই মারা গিয়েছেন। একমাত্র ভাইঝি আগামী বছর উচ্চমাধ্যমিক দেবে। তার পড়াশোনার পেছনে কম খরচ নাকি? প্রশ্ন করলেন। বললেন, 'সেসব খরচ তো আমাকেই টানতে হবে। কেউ তো আমায় সাহায্য করবে না।'

ময়নার সোজা মন্ত্র, যারা দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ায় না, তাদের কথা শোনারও দরকার নেই। বরং নিজের কাজ করে যাওয়াটাই শ্রেয়।

ছোট্ট তারা

কৃতি সাহা দিনহাটা শিশু মালঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। আবৃত্তি ও নাচে পুরস্কার রয়েছে এই খুদের। ছবি আঁকতেও ভালোবাসে সে।

নারীশক্তি

দিনহাটার এখনকার মেয়েরা শরীর ও মন ভালো রাখতে জিমে যাচ্ছেন। এই হার দিন দিন বাড়ছে। সুরক্ষার প্রশ্ন তো আছেই, তাছাড়া তাঁরা বুঝেছেন হৃদরোগ এবং ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমাতে, রক্ত প্রবাহ উন্নত করতে এবং ধৈর্য ও উন্নত মানসিক সুস্থতার জন্যই শরীর চর্চা প্রয়োজন, আলোকপাত করলেন **অমৃতা চন্দ**।

দিনহাটা, ৮ মার্চ : শুধুই কি ওজন কমাতে জিম। বিষয়টা তার থেকেও অনেক বেশি। নিয়মিত জিম করলে সুস্থ, সুন্দর জীবন পাওয়া যায়। সেকারণেই পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও জিমের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছেন। দিনহাটার মতো ছোট শহরেও মহিলাদের মধ্যেও এক চিত্র। দিনহাটার প্রতিটি জিমেই মহিলাদের ভিড় বাড়ছে ক্রমশ।

শহরে তিনটে জিম রয়েছে। প্রতিটি জিমে মহিলাদের জন্য রয়েছে আলাদা সেটআপ। সেখানে নতুন প্রজন্মের মেয়েদের উপস্থিতি যথেষ্ট নজর কাড়ে। তাঁরা সকলেই জানাচ্ছেন শারীরিক দিকটা তো বটেই পাশাপাশি মনকে ভালো রাখতে তাঁরা এসেছেন জিমে।

মাস্টার্স কমপ্লিট করে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দেবযানী বিশ্বাস। দিনভর পড়াশোনার পর সন্ধ্যায় সময়টাকে বেছে নিয়েছেন জিমের জন্য। দেবযানীর মতে, ‘এখন আর আগের মতো বন্ধুবান্ধব মিলে ঘুরে বেড়ানোর সময় পাই না। মনটাও ভালো থাকে না সবসময়। তাছাড়া ঘরে বসে থাকলে একটা সময় খুব অলস লাগে। তাই শরীর ও মন দুটোই ঠিক করতে জিমে কিছুটা সময় কাটাই।’

দিনহাটায় এক জিম মালিক বিজয় সাহা মহিলাদের জন্য আলাদা ঘর ও সেটআপের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর কথায়, ‘উঠতি বয়সের মেয়েরা ছাড়াও অফিসে কর্মরত মহিলারা, পড়ুয়ারাও জিমে আসছেন। তার থেকেও অবাক করা অংশগ্রহণ বধূদের। অনেক বধূই বাড়ির কাজ সামলে জিমে আসছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার পাশাপাশি চিন্তা কমানোকেও গুরুত্ব দিয়েছেন।’

দিনহাটার বধূ গোপা চন্দ, তিনিও প্রতিনিয়ত জিমে যান। গোপা সংসারের কাজ সামলে দিনের ফাঁকা সময়ে জিমে শরীরচর্চা করে থাকেন। সোনালি সরকার প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করেন। অবসর সময় একটা নির্দিষ্ট অংশ তিনি জিমে কাটানোর জন্য আলাদা করে রেখেছেন। সোনালি বলেন, ‘বাড়ি ও অফিসের কাজ সামলে নিজের জন্য কিছুটা সময় রেখেছি। সারাদিন কাজ করার পর সকালে উঠে হাঁটা সম্ভব নয়। তাই সময় করে জিমে এসে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করি। জিমে আসার সুবাদে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকছে।’

মহিলাদের আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় জিমের স্থান বাড়ানো শুরু করেছেন মালিকরা। মহিলাদের জিম ট্রেনার হিসেবে থাকছেন মহিলারাই। এমনকি মহিলাদের জন্য যে আলাদা পরিসর করা হয়েছে সেখানে পুরুষদের প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এমন পদক্ষেপে নিশ্চিন্তেই জিমে শরীরচর্চায় ব্যস্ত দিনহাটার বধূ থেকে মহিলা কলেজ পড়ুয়ারা।

মন ভালো রাখতে

দিনহাটার মতো ছোট শহরেও প্রতিটি জিমেই মহিলাদের ভিড় বাড়ছে

অনেকেই সংসারের কাজ সামলে দিনের ফাঁকা সময়ে জিমে শরীরচর্চা করে যান

আলাদা ব্যবস্থা থাকায় নিশ্চিন্তেই জিমে শরীরচর্চা করতে পারছেন তাঁরা

মহিলাদের আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় জিমের স্থান বাড়ানো শুরু করেছেন মালিকরা

সারাদিন সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকলেও মন ও শরীর ঠিক রাখতে সময় করে নিয়মিত জিমে যাই।
-গোপা চন্দ

ঘরে বসে থাকলে একটা সময় খুব অলস লাগে। তাই শরীর ও মন দুটোই ঠিক করতে জিমে কিছুটা সময় কাটাই।
-দেবযানী বিশ্বাস

সময় করে জিমে এসে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করি। জিমে আসার সুবাদে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকছে।
-সোনালি সরকার

প্রতীকী : এআই

হামলার নিন্দায় প্রিন্সিপালরা

কোচবিহার, ৮ মার্চ : কয়েকদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল কাউন্সিল ইউনিট। শনিবার সংগঠনের তরফে এ ব্যাপারে প্রেস বিবৃতি দেওয়া হয়। অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সম্পাদক দেবাশিস দত্ত বলেন, ‘শিক্ষামন্ত্রী ও যাদবপুরের ছাত্রদের মধ্যে ওই ঘটনার নিন্দা জানাই। ছাত্র ও শিক্ষকদের যদি কোনও দাবিদাওয়া থাকে সেটা আলোচনার মধ্যে দিয়ে সমাধান হওয়া উচিত।’

বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা সভা

তুফানগঞ্জ, ৮ মার্চ : রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ৫৪তম জাতীয় সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কোচবিহার বিভাগীয় শাখার উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। তুফানগঞ্জ শহরের আট নম্বর ওয়ার্ডের সুইমিং পুল হলে ওই আলোচনা সভাটি হয়। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কোচবিহার ডিভিশনাল ম্যানেজার আনসার আলম, তুফানগঞ্জ স্টেশন ম্যানেজার কৌশিক কার্জি, বক্সিরহাট স্টেশন ম্যানেজার গৌতম বর্মন ও দমকল দপ্তরের আধিকারিক। আনসার বলেন, ‘আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎকর্মীদের কী করণীয় তা নিয়ে এদিন আলোচনা করা হয়।

তালিকা যাচাই কর্মসূচি

কোচবিহার, ৮ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শনিবার ভোটার তালিকা যাচাই কর্মসূচি করলেন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। শনিবার শহরের আট নম্বর ওয়ার্ডে ওই কর্মসূচি করেন তিনি। এদিন ওই ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড দেখেন।

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	২
ও নেগেটিভ	–	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	২০
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৬
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৮
ও নেগেটিভ	–	১

বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে বিভ্রান্তি দিনহাটায়

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৮ মার্চ : দিনহাটা পুর এলাকায় বিল্ডিং প্ল্যান পাশ নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে বাসিন্দাদের মধ্যে। বিশেষ করে যাঁদের দুই কাঠার নীচে জমি রয়েছে তাঁদের মধ্যে এই সংশয় বেশি রয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, পুরোনো নিয়মেই কি দুই কাঠার নীচে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন নিয়মে তা হচ্ছে না। সরকারি নিয়ম মেনে পুর এলাকায় দুই কাঠার নীচে এখন বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমতি দেওয়া যায় না। ২০২৪-এর পর থেকে তা পুরোপুরি বন্ধ। এর ফলে দিনহাটার মতো ছোট পুরসভা এলাকার বাসিন্দারা চরম বিপাকে পড়েছেন।

যদিও এ বিষয়ে রাজ্যকে দিনহাটা পুরসভার তরফে চিঠি করা হয়েছে। তাতে আর্জি জানানো হয়েছে, যাতে দিনহাটার মতো ছোট পুরসভাগুলির ক্ষেত্রে এই নিয়মে শিথিলতা আনা যায়।

গত বছরের শেষের দিকে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতির বিষয় সামনে আসার পর থেকে পুর বাসিন্দাদের মধ্যে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ নিয়ে নানা সংশয় তৈরি হয়। সেই তালিকায় যেমন ভুয়ো বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে বাড়ি নির্মাতারা রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন নতুন বাড়ি বানাতে চাওয়া বাসিন্দারাও। তবে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহা চৌধুরী বলেছেন, ‘সংশয়ের কোনও কারণ নেই। আগেও যেভাবে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হত এখনও সেভাবেই হচ্ছে। তবে যাঁদের দুই কাঠার নীচে জমি রয়েছে এবং বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করাতে চাইছেন, সেই প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে।’ তিনি জানান, এ বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে কথা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সে বিষয়টি যাতে চালু করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।

শহরের বাসিন্দা পিন্টু দেবনাথের কথায়, ‘দিনহাটার মতো ছোট পুরসভায় অনেকেরই দুই কাঠার নীচে জায়গা রয়েছে, তাহলে তাঁরা কি দ্বিতল বাড়ি করবেন না।’ তাঁর আর্জি, ‘বিষয়টি প্রশাসনের একটু ভেবে দেখা উচিত। বিল্ডিং প্ল্যান পাশের বিষয়টি নিয়ে পুরসভারও আরও সচেতনতামূলক প্রচার করা প্রয়োজন রয়েছে।’

সংশয় কাটাতে

- যাঁদের দুই কাঠার নীচে জমি রয়েছে সেক্ষেত্রে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে
- প্রশ্ন উঠেছে দুই কাঠার নীচে জায়গা থাকলে তাঁরা কি দ্বিতল বাড়ি করতে পারবেন না
- পুরসভা রাজ্যের সঙ্গে কথা বলে নিয়ম শিথিল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর
- বাসিন্দাদের মতে, বিল্ডিং প্ল্যান পাশের বিষয়টি নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার প্রয়োজন

উদ্বোধনের অপেক্ষায় বৈরাগীদিঘির মুক্তমঞ্চ। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বায়োডাইভার্সিটি পার্কের ফের আশা

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৮ মার্চ : এখনও অধরা মেখলিগঞ্জে ইকো ট্যুরিজম ও বায়োডাইভার্সিটি পার্কের স্বপ্ন। যার ফলে মেখলিগঞ্জের সাধারণ মানুষ বেশ হতাশ হয়ে পড়েছেন। মেখলিগঞ্জ শহর থেকে রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু জয়ীর দিকে চলে গিয়েছে অ্যাপ্রোচ রোড। সেই অ্যাপ্রোচ রোডের দক্ষিণে নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ১০ একর জমিতে ইকো ট্যুরিজম ও বায়োডাইভার্সিটি পার্ক তৈরির কথা ছিল। ২০২২ সালের শেষের দিকে তেমন কথাই ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই মর্মে ওই বছরেরই নভেম্বর মাসে অ্যাপ্রোচ রোড সংলগ্ন এলাকায় জমিও পরিদর্শন করা হয়েছিল, তবে কাজ এগোয়নি। তবে ফের একবার সেই আশা দেখাচ্ছে পুরসভা।

সেইসময় তৎকালীন মহকুমা শাসক রামকুমার তামাং এই সংক্রান্ত বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও মেখলিগঞ্জবাসী ইকো ট্যুরিজম ও বায়োডাইভার্সিটি পার্ক তৈরির কোনও তোড়জোড়ই চোখে দেখেননি। মেখলিগঞ্জে শহরের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ তিনবিঘা করিডর বা জয়ী সেতু দেখতে আসেন। স্থানীয়দের ধারণা, সেইসব পর্যটকের জন্যেও সময় কাটানোর উপযুক্ত জায়গা হয়ে উঠতে পারে এই ইকো ট্যুরিজম ও বায়োডাইভার্সিটি পার্ক। মানুষের উপস্থিতি বাড়লে গোটা এলাকাকে ঘিরে কর্মসংস্থানও হত। ফলে মেখলিগঞ্জের অনেক বেকার তরুণ-তরুণী কাজের আশাও করেছিলেন।

যদিও এর মধ্যেই বায়োডাইভার্সিটি ও ইকো ট্যুরিজম পার্ক তৈরি নিয়ে ফের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মেখলিগঞ্জ পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে। ফলে নতুন করে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে গোটা শহর। মেখলিগঞ্জ পুরসভার এক বাসিন্দা স্বাধীন দাস বলেন, ‘তিন বছর পর আবারও এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পুরসভার উচিত বিষয়টিতে নজর দেওয়া। এতে মেখলিগঞ্জবাসী উপকৃত হবেন।’

আরেক বাসিন্দা রুদ্রদীপ গুহের কথায়, ‘পার্ক তৈরি হলে কর্মসংস্থান বাড়বে। এলাকার অনেকে কাজ পাবেন।’ তাই পুরসভার এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত বলেই তিনি মনে করেন। এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, ‘আমরা এই বিষয়ে আবার উদ্যোগ নিয়েছি। কলকাতায় গিয়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জেলা শাসকের দপ্তরে এই কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছে। বাকি কাজও চলছে।’

উদ্যোগী পুরসভা

- প্রায় ১০ একর জমিতে এই পার্ক তৈরির কথা ছিল
- ২০২২ সালের শেষের দিকে এখানে পার্কের ঘোষণা
- জমি পরিদর্শন করা হলেও পার্কের কাজ এগোয়নি
- পুরসভা উদ্যোগী হওয়ায় আশার আলো দেখা দিয়েছে

বসন্ত উৎসবে উদ্বোধন মুক্তমঞ্চের

কোচবিহার, ৮ মার্চ : বৈরাগীদিঘির দক্ষিণে সদ্য তৈরি হওয়া মুক্তমঞ্চটি অবশেষে কোচবিহারবাসীর জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। রবিবার খাগড়াবাড়ির একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা ওই মুক্তমঞ্চে বসন্ত উৎসব পালন করবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে

> প্রথম ট্রায়াল হিসাবে একটি সংস্থাকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল তারা এখানে অনুষ্ঠান করবে। এই মুক্তমঞ্চটির ভাড়া আপাতত পাঁচ হাজার টাকা করা হয়েছে।
>
> **কৃষ্ণগোপাল ধারা** *সেক্রেটারি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড*

অ্যাম্ফিথিয়েটারের আদলে চারিদিকে গ্যালারি দেওয়া এই মুক্তমঞ্চটিতে একসঙ্গে প্রায় ৫০০ জন দর্শক বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবেন।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সেক্রেটারি কৃষ্ণগোপাল ধারা বলেন, ‘কোচবিহারের যে কয়েকটি অডিটোরিয়াম রয়েছে সেগুলো অনেকটা ব্যয়সাপেক্ষ। কিছুদিন হল এই মুক্তমঞ্চটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রথম ট্রায়াল হিসাবে একটি সংস্থাকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল তারা এখানে অনুষ্ঠান করবে। এই মুক্তমঞ্চটির ভাড়া আপাতত পাঁচ হাজার টাকা করা হয়েছে।’

এই মুক্তমঞ্চটি ভাড়া দিয়ে যা আয় হবে তার থেকে কিছুটা অংশ দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে দেওয়া হবে। বাকি টাকা জমা পড়বে সরকারি কোষাগারে বলে জানালেন মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ শহরে

- রবিবার দুপুর ২টায় কোচবিহার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে ‘সুশিক্ষা ও মূল্যবোধ সবার উপর বর্ষিত হোক’ শীর্ষক আলোচনা সভা হবে।
- আজ বেলা দশটা থেকে নাট্য সংঘের হল ঘরে সপ্তক কলা কেন্দ্রের বসন্ত উৎসব শুরু হবে। দিনভর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত

কোচবিহার, ৮ মার্চ : বিরিয়ানির দোকানে বেআইনিভাবে ব্যবহার করা চারটি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শনিবার কোচবিহার শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীবাড়ি এলাকায় পুলিশের তরফে অভিযান চালানো হয়। সেখানে একটি বিরিয়ানির দোকান থেকে চারটি গ্যাসের সিলিন্ডার ও তিনটি চুল্লি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দোকানদার গ্যাসের সিলিন্ডারগুলির বৈধ কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।

ভূতুড়ে ভোটার

তুফানগঞ্জ, ৮ মার্চ : ভূতুড়ে ভোটারের হদিস মিলল তুফানগঞ্জে। একই এপিক নম্বরে দু’জায়গায় নাম নথিভুক্ত রয়েছে। তুফানগঞ্জ শহরে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সিস্টার নিবেদিতা রোড এলাকার ঘটনা। কাউন্সিলার ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, ‘তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে এক বধূর একই এপিক নম্বর রয়েছে বাপের বাড়ি অসমের কোকরাঝাড়ে। এক ব্যক্তি যাতে দু’জায়গায় ভোট দিতে না পারেন সেবিষয়ে মহাকুমা শাসককে বলব।’

রমজান শুরু হতেই ফলের বাজার আগুন

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৮ মার্চ : রমজান মাস শুরু হতে না হতেই ফলের বাজারে দামে আগুন লাগার মতো অবস্থা। তবে, দাম চড়লেও ক্রেতার অভাব নেই। কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার, নতুন বাজার, দেশবন্ধু মার্কেট, রেলগেট বাজার সহ প্রায় প্রতিটি বাজারের ফলের দোকানগুলিতে প্রতিদিনই ভিড় উপচে পড়ছে। শুকনো খেজুর থেকে শুরু করে কলা, আপেল, কমলালেবু, শসা, তরমুজ, মুসম্বি সব ফলেরই চাহিদা প্রচুর। রবিবার বাদ দিয়ে সপ্তাহের বাকি সবদিনই শিলিগুড়ি থেকে পিকআপ ভ্যান বা অন্য গাড়িতে ফল আসছে কোচবিহারে।

শনিবার বাজার ঘুরে দেখা গেল, যে আপেল কয়েকদিন আগে ১৫০-২০০ টাকা কেজি ছিল তার দাম এখন ২৫০ টাকা। কলা আগে পাঁচটা ২০ টাকায় পাওয়া গেলেও এখন চারটে কলার দাম ২০-২৫ টাকা। আঙুর ১০০-১২০ টাকা কেজি ছিল। তার দাম এখন ১৪০-১৬০ এসে দাঁড়িয়েছে। ১৪০-১৫০ টাকা কেজি বেদানার দাম চড়েছে ২৩০-২৫০ টাকায়। এমনকি কুলের দাম বেড়ে গিয়েছে প্রতি কেজি ২০ টাকা।

নতুন বাজারের ফল ব্যবসায়ী শান্তিগোপাল সাহা বলেন, ‘তরমুজের মরশুম এখন। এবার ফলনও ভালো হয়েছে। সেই কারণে তরমুজের দাম সেভাবে বাড়েনি। মুসম্বির জোগানও ভালো থাকায় তার দাম খুব একটা বাড়েনি।’ হঠাৎ করে ফলের দাম কেন বেড়ে গেল? দেশবন্ধু মার্কেটের ফল ব্যবসায়ী সুবীর দে’র মন্তব্য, ‘এতে আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের পণ্য যত হাত ঘুরবে তত বেশি দাম বাড়বে। তাই আমাদের যেমন বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে তেমনই আমরাও দাম বাড়িয়ে বিক্রি করছি।’

নতুন বাজারে ইফতারের জন্য ফল কিনতে এসেছিলেন সামির আলি। শুকনো মুখে বলেন, ‘বছরের এই সময়টা চেষ্টা করি বাড়ির সকলের মুখে একটু খেজুর, আঙুর সহ কিছু ফল তুলে দেওয়ার। কিন্তু বাজার করতে এসে ফলে হাত দিতে গেলে যেন ছ্যাঁকা লাগছে।’ চিলকিরহাট থেকে এসে কোচবিহার জ্বালা। কেজি প্রতি ৫/১০ টাকা বাড়লে তাও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু এবার তো দেখছি প্রতি কেজিতে ৪০/৫০ টাকা বেড়ে গিয়েছে।’ একই কথা শোনা গেল কোচবিহার পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদের বক্তব্যে।

ভবানীগঞ্জ বাজারের চকবাজারে ফলের আড়তদার প্রদীপ পালের কথায়, ‘আমাদের শিলিগুড়ি থেকে মাল আনতে হয়। দাম বেড়েছে সেখানে। যেহেতু কাঁচামাল, সবটাই আমদানির উপর নির্ভর করে।’ তবে তাঁর মতে, গত দু’দিন বাজার একটু মার খেয়েছে। আগে লোকে ইফতার করতেন ফল দিয়ে। ইদানীং খেজুর-কাজু-কিশমিশ এসব দিয়ে রোজা ভাঙছেন তাঁরা। কারণ ফলের দাম অত্যধিক বাড়ায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে।

কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত বলেন, ‘সরকার একমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু ফল যেহেতু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে পড়ে না, সেই কারণে এর ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।’

রোজার ইফতারের জন্য ফল কিনছেন ক্রেতারা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

শহরে টোটো চালান তিনি। বললেন, ‘আমাদের তো আর আয় বাড়েনি। কিন্তু এই মাসে এসব তো কিনতেই হবে। কেন যে প্রতিবছর এই সময়টাতে ফলের দাম বাড়ে বুঝি না।’ গাঙ্গালিরকুঠির হাসিনুর মিয়াঁর গলাতেও একই সুর। তাঁর কথায়, ‘কিছু করার নেই। ইফতারের ফল, খেজুর, ছোলা, বুট সবই কিনতে হয় বেশি দাম দিয়ে। এটা শুধু এই বছরের নয় প্রতিবছরেরই এক সমস্যা।’

চিত্রশিল্পী রশিদ খান বলেন, ‘প্রতিবার এই সময় খেজুর, কলা, আপেলের দাম বাড়লেও এ বছর যেন একটু বেশিই বেড়ে গিয়েছে। যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা না হয় যে করেই হোক কিনছেন। কিন্তু যাঁদের সামর্থ্য নেই সেই গরিবদের হচ্ছে

কিশোরীর মৃত্যুতে তদন্ত

কোচবিহার, ৮ মার্চ : চিকিৎসায় গাফিলতিতে নাবালিকার মৃত্যুর অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিটি তৈরি করল এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ১৪ বছরের নাবালিকা দেবস্মিতা সাহাকে একসঙ্গে পাঁচটি ইনজেকশন দেওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতে তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। তাঁদের তরফে কোতোয়ালি থানা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। শনিবার এমএসভিপি সৌরদীপ রায় জানালেন, পাঁচজন সদস্যের তদন্তকারী কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি তদন্ত করে রিপোর্ট জমা করবেন। ওই কমিটিতে রয়েছেন ডাঃ বিবি ঘরামি, ডাঃ কেবি মণ্ডল, ডাঃ এএন রায়, ডাঃ জয়দীপ মণ্ডল ও নার্সিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট শেফালি পুরকাইত।

দেশের জয় কামনায় পুজো

কোচবিহার, ৮ মার্চ : রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে কিউইদের বিপক্ষে নামছে ভারত। দেশের জয় প্রার্থনা করে শনিবার কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন শহরতলির গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনমোহন কলোনির ক্রীড়াপ্রেমীরা। শংকর রায় নামে এক ক্রীড়াপ্রেমী বলেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জয়লাভের জন্য এদিন পুজো দেওয়া হয়েছে।’

বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড়। মালবাজারে অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

দুই তরুণকে থানায় আটকে মার

সুবীর মহন্ত

কুমারগঞ্জ, ৮ মার্চ : মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরে সিভিকের দাদাগিরির রেশ কাটতে না কাটতে এবার দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে পুলিশের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠল। পুলিশের দোসর সিভিকও। অভিযোগ, দুই পথচারী তরুণকে আটকে বেধড়ক মারধর করা হয়। অভিযোগ, সন্দেহের বশে ওই দুই তরুণকে দীর্ঘক্ষণ থানাতেও আটকে রাখা হয়। যদিও পরে থানা থেকে ছাড়া পেয়ে আহত অবস্থায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ওই দুই জন ভর্তি হয়। এরপরেই পুলিশ ও সিভিকের বিরুদ্ধে দাদাগিরি ও মারধরের অভিযোগ তুলেছে তারা। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার গভীর রাতের। যদিও কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের পালটা অভিযোগ, ওই দুই তরুণকে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ পাচার করার সন্দেহে আটক করা হয়েছিল। পরে প্রমাণ না থাকায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই দুই তরুণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

শনিবার বালুরঘাট সদর হাসপাতালের বেডে শুয়ে কুমারগঞ্জের শ্যামনগর এলাকার সুলতান মাহমুদ মণ্ডল এবং কুমারগঞ্জের বেহাতর এলাকার শফিকুল মণ্ডল পুলিশের বিরুদ্ধে মারধর ও হয়রানি করার অভিযোগ করেছেন।

আক্রান্তদের অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার রাতে কুমারগঞ্জের ডাঙ্গারহাট এলাকার দিকে যাওয়ার সময় কয়েকজন অপরিচিত মানুষ তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। কোনও কথা না শুনেই ওই দুই তরুণকে বেধড়ক মারধর করে। পরে পুলিশের পরিচয় দিয়ে তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়। শুক্রবার সকালে তাদের ছেড়েও দেওয়া হয়েছে। পরে ওই দুই তরুণ বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি হয়। আক্রান্ত দুই তরুণের দাবি, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তারা কুমারগঞ্জ থানাতেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে।

এই ঘটনা নিয়ে কুমারগঞ্জ থানার কেউই প্রকাশ্যে কিছু জানাতে রাজি হয়নি। তবে পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকা কুমারগঞ্জর ডাঙ্গারহাট রোড দিয়ে পাচারকারীদের আনাগোনা লেগেই থাকে। তাই চলে পুলিশের টহল। ওই টহলের সময়েই দুই জনকে আটক করা হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি। পুলিশের আরও দাবি, ওই দুই তরুণকে মারধর করা হয়নি। পুলিশ ও দুই তরুণের মধ্যে ঝামেলা বাধে। যাকে কেন্দ্র করেই শোরগোল পড়েছে জেলায়। এদিকে কয়েকদিন আগেও সিভিকের বিরুদ্ধে মারধর করে দাদাগিরি করার অভিযোগ উঠেছিল।

এবার ফের দুই যুবকের অভিযোগে শোরগোল পড়েছে এলাকায়। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল অবশ্য এই নিয়ে এখনই কোনও অভিযোগ করতে রাজি হননি।

‘দাদাগিরি’

- সন্দেহের বশে দুই তরুণকে দীর্ঘক্ষণ থানাতেও আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ
- মারধরও করা হয় তাঁদের
- যদিও পরে থানা থেকে ছাড়া পেয়ে আহত অবস্থায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ওই দুই জন ভর্তি হয়
- এরপরই পুলিশ ও সিভিকের বিরুদ্ধে দাদাগিরি ও মারধরের অভিযোগ তুলেছে তারা

ছয় মাসে পরিবর্তন, বিমল-কথায় জল্পনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ : আগামী ছয়-সাত মাসের মধ্যে পাহাড়ে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন আসছে বলে মন্তব্য করলেন বিমল গুরুং। শনিবার মিরিকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি এই মন্তব্য করার পরই রীতিমতো শোরগোল পড়েছে পাহাড়ের রাজনীতিতে। বিমলের এই কথার পেছনে কোন রাজনৈতিক অঙ্ক কাজ করছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

বকেয়া পুজো বোনাসের দাবিতে ফার্স্ট ফ্লাশের চায়ের উৎপাদনে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতার কথা শোনা গিয়েছে বিমলের মুখে। তাঁর বক্তব্য, ‘এসব হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রত্যেক শ্রমিকেরই বাগানে গিয়ে চা পাতা তোলা উচিত।’

গত লোকসভা ভোটে বিজেপিকে সমর্থন করলেও পরবর্তীতে বিমল ফের পাহাড়ের শাসক এবং রাজ্য সরকারপন্থী অবস্থান নিয়েছেন। তিনি নিজেকে পুনরায় পাহাড়ে প্রাসঙ্গিক করতে তুলতে কালিম্পং থেকে মিরিক, পানিঘাটা ছুটে বেড়াচ্ছেন। পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, ‘উনি আবার মূল ময়দানে ফিরে আসবেন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ওঁর কাছে বর্তমানে কোনও ইস্যু নেই। তাই চা বাগানে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বার্তা দিচ্ছেন। আগামীতে কী হয় দেখা যাবে।’

২০০৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাহাড়ে শেষকথা ছিলেন মোর্চা প্রধান বিমল গুরুং। কিন্তু বিনয় তামাং এবং অনীত থাপা বিমলকে সরিয়ে পাহাড়ের রাজনীতির রাশ হাতে নেওয়ার পর থেকেই পাহাড়ে পটপরিবর্তন হয়েছে। কয়েকশো জামিন অযোগ্য ধারায় মামলায় জড়িয়ে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকা বিমল ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে পাহাড়ে ফিরেছেন। কিন্তু হারানো মাটি আর ফিরে পাননি। তাঁর দলীয় সংগঠনও এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছে যে দলকে আর প্রাসঙ্গিক করতে পারছেন না মোর্চা প্রধান।

কিছুদিন ধরে তিনি আবার পাহাড় চষে বেড়ানোর কাজ শুরু করেছেন। দার্জিলিং, কালিম্পং সফর করে শুক্রবার থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরিকে নিয়ে মিরিক মহকুমার বিভিন্ন চা বাগানে ঘুরছেন বিমল। শনিবার পানিঘাটা চা বাগান এবং নিরপানি এলাকায় যান তাঁরা। ২০১৫ সাল থেকে বন্ধ হয়ে থাকা পানিঘাটা চা বাগান পুনরায় চালু করার দাবিতে প্রায় তিন মাস ধরে সেখানে রিলে অনশন করছেন শ্রমিকরা। সেই মঞ্চে গিয়ে অনশন তুলে নেওয়ার আবেদন করেন বিমল। তিনি বলেন, ‘আগামী ছয়-সাত মাসের মধ্যে পাহাড়ে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে। কেউ কেউ বোনাস নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত চা পাতা তুলতে বারণ করছেন। আমি বলব, সবাই পাতা তুলুন।’

এমজেএনেই ভাইরাস গবেষণা

শিলিগুড়ির উপর আর নির্ভরতা নয়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ মার্চ : কোচবিহারেই হবে ভাইরাস নিয়ে গবেষণা। ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যও আর শিলিগুড়ির উপর নির্ভর করতে হবে না। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই এই পরীক্ষাগুলি করা হবে। ভাইরাস নিয়ে গবেষণার জন্য এমজেএন মেডিকেলে ভিআরডিএল (ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি) তৈরি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট গবেষণার পাশাপাশি সেখানে ভাইরাস সংক্রান্ত নানা রোগের পরীক্ষানিরীক্ষাও চলবে।

অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, ‘এখানে আগেই ইনটিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরির অনুমোদন মিলেছিল। সেই হিসেবে ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়েছে। সেখানে পরিষেবাও শুরু হবে। এবার ইনফ্লুয়েঞ্জার পরীক্ষার জন্য অনুমোদনের তোড়জোড় চলছে। এটি তৈরি হয়ে গেলে কোচবিহারের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মুকুটে আরও একটি পালক যুক্ত হবে।’

ইনটিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিতে ভাইরাসের পাশাপাশি অন্যান্য রোগের পরীক্ষানিরিক্ষা চলবে। বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে শতাধিক ধরনের পরীক্ষা করা হয়। নতুন ল্যাবরেটরিতে একই ছাদের নীচে সমস্ত পরীক্ষা ও গবেষণা হবে। ফলে একদিকে যেমন রোগীরা উপকৃত হবেন, তেমনই গবেষণার ফলে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীরাও রোগ সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে আনতে পারবেন বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। বর্তমানে হাসপাতালে থাকা মেশিনপত্রের পাশাপাশি নতুন বেশকিছু মেশিনও ল্যাবরেটরিতে আনা হবে। উন্নত মেশিনপত্র আনলে পরীক্ষার গতি ও মান দুই-ই বাড়বে। ফলে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। পাশাপাশি গবেষণার সুযোগ থাকায় কোনও এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ সম্পর্কিত তথ্যও উঠে আসবে।

ল্যাবরেটরির একটি অংশে ভিআরডিএল থাকবে। অতিমারির সময় কোচবিহারে ভিআরডিএল না থাকায় ভাইরাস সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উপরেই নির্ভর করতে হত। পরবর্তীতে কোচবিহারে বেশকিছু পরীক্ষার মেশিন আনা হলেও কোচবিহারে ভাইরাস নিয়ে গবেষণার কোনও সুযোগ নেই।

এমজেএন মেডিকেলের উপর কোচবিহারের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ারের রোগীরাও নির্ভরশীল। অথচ ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রান্ত পরীক্ষা না হওয়ায় তাঁদের নমুনা শিলিগুড়িতে পাঠাতে হয়। কোচবিহারে সেই পরিষেবা শুরু হলে কোচবিহারের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিরই সুবিধা হবে।

এমজেএন মেডিকেলের দুটি ক্যাম্পাস রয়েছে। একটি সুনীতি রোডের পাশে, আরেকটি কৃষিবীজ খামার এলাকায়। ল্যাবরেটরিটি কৃষিবীজ খামার এলাকার অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাসেই তৈরি হচ্ছে।

সুবিধা

- ল্যাবরেটরিটি কৃষিবীজ খামার এলাকার অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাসে তৈরি হচ্ছে
- ল্যাবরেটরিতে ভাইরাসের পাশাপাশি অন্যান্য রোগের পরীক্ষানিরীক্ষা চলবে
- এতে রোগীরা উপকৃত হবেন
- গবেষণার ফলে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীরাও রোগ সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে আনতে পারবেন

কোচবিহার স্টেশনের ভার

প্রথম পাতার পর

বিষয়টি নিয়ে স্টেশনের চিফ রিজার্ভেশন সুপারভাইজার তনুশ্রী দাসের কথায়, ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আজকে আমরা এমন দায়িত্ব পাওয়ায় নিজেকে খুবই গর্বিত বলে মনে করছি। পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করব যাত্রীদের সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার এবং আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার।’

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কোচবিহার স্টেশনকে মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসাবে ঘোষণা করা হবে। এই অবস্থায় শনিবার কোচবিহার স্টেশনে গিয়ে দেখা যায় স্টেশনের বিভিন্ন গ্রিল দরজা সাদা রং করার কাজ চলছে। স্টেশনের কাউন্টার ঘরের সামনেটিকেও ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এই অবস্থায় বেলা ১২টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিভিশন কমার্সিয়াল ম্যানেজার সহ রেলের বিভিন্ন আধিকারিকরা স্টেশনে এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলা রেলকর্মী-আধিকারিকদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কেক কেটে স্টেশনটিকে মহিলা পরিচালিত স্টেশন হিসাবে ঘোষণা করেন সিনিয়ার ডিভিশন কমার্সিয়াল ম্যানেজার। পাশাপাশি স্টেশনের মহিলা কর্মী-আধিকারিকদের হাতে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জানান। কর্মী-আধিকারিক ছাড়াও স্টেশনে আসা বিভিন্ন মহিলা সাংবাদিক ও যাত্রীদের হাতেও রেল কর্তৃপক্ষের তরফে এদিন ফুল তুলে দেওয়া হয়। মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন হিসাবে স্টেশনে মহিলা কর্মী-আধিকারিক যাঁরা টিকিট কাউন্টার, সুপারভাইজর সহ বিভিন্ন দায়িত্ব সামলাবেন, তাঁদের সাদা ও হলুদ রঙের মতো ‘ড্রেস কোড’ করা হয়েছে। তবে টিকিট পরীক্ষকরা অবশ্য টিকিট পরীক্ষকের চিরাচরিত সাদা-কালো রঙের পোশাকই পরবেন। কোচবিহার স্টেশনকে মহিলা পরিচালিত স্টেশন হিসাবে ঘোষণা করায় স্টেশনের কর্মী-আধিকারিক ও বিভিন্ন মহিলা যাত্রীরা খুশিতে মেতে ওঠেন। স্টেশনের চিফ টিকিট ইনস্পেকটর গৌরী রায় বলেন, ‘আমার বরাবরই স্বপ্ন ছিল যে মহিলা পরিচালিত স্টেশনে কাজ করব। আজকে সেই স্বপ্ন পূরণ হল।’ বামনহাট থেকে আসা ট্রেনযাত্রী শিবানী বর্মন বলেন, ‘স্টেশনে এসে শুনলাম স্টেশনটি মহিলা পরিচালিত স্টেশন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রেল কর্তৃপক্ষ মহিলাদের এমন সম্মান দেওয়ায় আমরা খুবই খুশি। মহিলা পরিচালিত স্টেশন হওয়ার ফলে আমরা মহিলারা শৌচাগার সহ আমাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা খুব সহজেই বলতে পারব।’

বিদ্যুৎ-রাস্তা নেই, ভোগান্তি আদমায়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৮ মার্চ : বক্সা পাহাড়ের কোলে ছোট আদিবাসী গ্রাম আদমা। সেই ছোট্ট গ্রামে নেইয়ের তালিকাটা একটু বেশিই বড়। স্বাধীনতার পর কেটে গিয়েছে পঁচাত্তরটা বছর। এখনও সেখানে নেই কোনও স্থায়ী রাস্তা। অনেক জায়গায় এখনও বিদ্যুতের সংযোগ নেই।

আদমা থেকে পুখুরি পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে অন্য জায়গার যোগাযোগের একমাত্র পথ। সেই রাস্তা কোনও স্থায়ী কিংবা পাকা রাস্তা নয়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কোনওরকমে যাতায়াত করেন এলাকাবাসী। সেটাও ধসে মাঝেমাঝেই বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় হিসয় ডুকপা কাজের জন্য জয়গাঁ, ফুন্টশোলিং যান। আলিপুরদুয়ার তো বটেই, সংলগ্ন ভুটানেও উন্নত পরিষেবা দেখেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘কয়েক পুরুষ ধরে আমরা এখানেই বসবাস করছি। অথচ এত বছরেও কোনও রাস্তা তৈরি হল না এখানে। জনপ্রতিনিধিরা আশ্বস্ত করলেও সমস্যা মেটেনি। এখন মনে হচ্ছে অন্য জায়গায় থাকলে ভালো হত।’

এই রাস্তার মাঝখানে আবার রয়েছে রায়মাটাং নদী। বর্ষাকালে সেই খরস্রোতা নদী অতিক্রম করে পুখুরি পৌঁছাতে হয়। নদীতে জল বাড়লে একরকম গৃহবন্দি হয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

আদমা ও সংলগ্ন কয়েকটি বস্তিতে প্রায় এক হাজারের বেশি বাসিন্দা। এখানকার পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ আলিপুরদুয়ার শহরের স্কুল, কলেজে পড়াশোনা করে। আদমা বস্তি থেকে ভুটান প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের পথ। আর আলিপুরদুয়ার শহর প্রায় ষাট কিলোমিটারের বেশি। এদিকে, গ্রামে যাওয়ার নির্দিষ্ট রাস্তা নেই। ফলে নিত্যদিনের জীবনযন্ত্রণা আরও বেড়েছে। ভোটের সময় এই দুর্গম পথ পেরিয়েই জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা আদমা বস্তিতে ভোট চাইতে যান। সবার মুখেই এক কথা, রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হবে। তারপর আরেকটা ভোট চলে আসে, রাস্তা আর তৈরি হয় না।

প্রশাসন অবশ্য আদমা বস্তির উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার পিছনে ভৌগোলিক পরিবেশকে দায়ী করছে। বিশেষ করে বক্সা বন দিয়ে ঘেরা থাকায় রাস্তা তৈরিতে বন দপ্তরের অনুমতি মিলছে না। এছাড়া, আদমা বস্তির পাহাড়ের মাটির ভঙ্গুর প্রকৃতির। বিশেষ করে ভূমিধস এখানকার প্রধান সমস্যা। ফলে সেখানে রাস্তা তৈরি সহ অন্যান্য কাজ করাটা মুশকিলের। তবে রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সেখানে একটি রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক আর বিমলা। রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনম ডুকপাও একই আশ্বাস দিলেন। তিনি বলেন, ‘আদমা থেকে পুখুরি পর্যন্ত রাস্তার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। টাকা এলেই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।’

অভিযোগ, পুখুরি এবং পানবাড়িতে বিদ্যুতের খুঁটি বসানোর কথা থাকলেও তা হয়নি। এলাকাবাসী পাসাদজি ডুকপা বললেন, ‘পড়াশোনার জন্য প্রায় ষাট থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে আলিপুরদুয়ার শহরে থাকতে হচ্ছে। আর কাজের জন্য ভুটানের ওপর নির্ভর থাকতে হচ্ছে।’

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে যাতায়াত করেন আদমা এবং সংলগ্ন এলাকার কয়েকশো বাসিন্দা। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় পড়ুয়াদের আলিপুরদুয়ার শহরে বাড়ি ভাড়া করে পড়াশোনা চালাতে হচ্ছে। পঁচাত্তর বছরেও ন্যূনতম পরিষেবাটুকু মেলেনি, আর কবে মিলবে, সেটাই প্রশ্ন।

জঙ্গলে ঘেরা আদমা যাওয়ার পাহাড়ি রাস্তা।

বিচারপতি নিয়োগে সায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টে নতুন বিচারপতি নিয়োগের জন্য সম্প্রতি ৫ জন আইনজীবীর নাম সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। তাঁদের মধ্যে ৩ জনকে হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে কেন্দ্রের। স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র, ওম নারায়ণ রাই-কে হাইকোর্টের নতুন অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন।

গোরু চুরির প্রতিবাদে

প্রথম পাতার পর

করা হবে পুলিশের তরফে এমন আশ্বাস দেওয়া হলে ঘণ্টা দুয়েক পর অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা।

আন্দোলনকারী নাগারখানার বাসিন্দা বিধান দে বলেন, ‘পুলিশ দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে গোরু উদ্ধারের আশ্বাস দিলে আমরা অবরোধ তুলে নিয়েছি। কাজ না হলে আবার আন্দোলনে নামব।’

বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিটি মোড়ে পুলিশ পাহারা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে পরপর চুরি হচ্ছে গোরু? বিক্ষোভকারী রাসমণি দে’র কথায়, ‘একই কায়দায় পরপর গোরু চুরি যাচ্ছে। অথচ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। গ্রামের অলিগলিতে টহলদারির বদলে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোলা তুলতে ব্যস্ত থাকছে পুলিশ। তাই পুলিশ প্রশাসনের ওপর আমাদের কোনও ভরসা নেই।’

শুক্রবার মধ্যরাতে ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগারখানার বাসিন্দা চন্দন দে’র গোয়াল থেকে একটি গোরু ও একটি বাছুর চুরি যায়। বয়সের ভারে শয্যাশায়ী চন্দন। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীরানি গোরুর দুধ বিক্রি করে সংসার চালান। সেই গোরু চুরি যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে ওই পরিবারটি। ওই রাতেই প্রতিবেশী প্রভাত দে’র গোয়াল থেকেও দড়ি কেটে একটি গোরু চুরি যায়।

সংসারের আয়ের একমাত্র ভরসার গোরু চুরি যাওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন লক্ষ্মীরানি। তিনি বলেন, ‘প্রতিদিনের মতোই ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে গোয়ালে যাই। গিয়ে দেখি গোরুর দড়ি কাটা, ঘর ফাঁকা। এখন কী করব জানি না। সংসার কীভাবে চলবে জানি না।’ প্রভাত দে’র কথায়, ‘পাশের বাড়ির দুটি গোরু চুরি হয়েছে শুনে গোয়ালে যাই। গিয়ে দেখি গোরুর দড়ি কাটা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।’ একই কায়দায় গত সপ্তাহে ওই ভানুকুমারী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগারখানার বাসিন্দা

সত্যরঞ্জন ঘোষের গোয়াল থেকে একটি, ছাটভারেয়ার বাসিন্দা রণজিৎ বর্মনের গোয়াল থেকে তিনটি ও অখিল বর্মনের গোয়াল থেকে একটি গোরু চুরি যায়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলেনাথ মোড়ের বাসিন্দা কমল বর্মনের গোয়াল থেকে দুটি, বাদল পালের গোয়াল থেকে দুটি গোরু চুরি যায়। এরপর ৫ ফেব্রুয়ারি মহিষকুচি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নিরঞ্জন সাহার গোয়াল থেকে চারটি, মানবেন্দ্র রায়ের একটি ও নীর বর্মনের গোয়াল থেকে একটি গোরু চুরির ঘটনা ঘটে। গত ১৭ জানুয়ারি ঠিক একইভাবে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মান্তাপাড়া ও জমিদারপাড়া থেকে ছয়টি গোরু চুরি যায়। ভানুকুমারী ভোলানাথ মোড়ের বাসিন্দা কমল বর্মন বলেন, ‘পুলিশে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। গোরু চুরি বন্ধ হচ্ছে না।’ শুক্রবার ফের গোরু চুরির ঘটনা ঘটায় খেপে ওঠেন বাসিন্দারা। শনিবার সকাল হতেই রাজ্য সড়ক অবরোধ শুরু করেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

আদুরে বোন ।। কোচবিহার কালীঘাট এলাকায় অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

তোলাবাজি

প্রথম পাতার পর

ডিউটির নামে ‘লং ট্রিপ’ করলে চালক, কনডাক্টরদের কাছ থেকে ৩০০ টাকা করে ৯০০ টাকা, শিলিগুড়ি ট্রিপ করলে ১০০ টাকা করে ২০০ টাকা, লোকাল করলে ৫০ টাকা করে ১০০ টাকা নিতেন। এরপর দীর্ঘদিন ধরে অকশনের টাকা দীপেশ তুলছিলেন। সেই টাকারও কোনও হিসাব নেই। রাজেশ বলেন, ‘সম্মেলনের জন্য টাকা তোলা হয়েছিল। সেই টাকার কোনও হিসাব নেই। এতদিন সবাই ভয়ে না বলতে পারলেও এখন সবাই সাহস করে সেটা বলছেন।’

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে শ্রমিকদের সুবিধা-অসুবিধায় তাঁদের পাশে দাঁড়াতে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন রয়েছে। সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন দীপেশ। অভিযোগ, দীপেশ নিগমের গাড়ির চালক, কনডাক্টর সহ বিভিন্ন কর্মীর থেকে ভয় দেখিয়ে নানাভাবে টাকা তুলতেন। সংস্থার কনট্রাকচুয়াল গাড়ির চালক অজিতেশ পাল বলেন, ‘আমি দশ বছর ধরে এই নিগমে কাজ করি। আমরা যদি কলকাতা, কৃষ্ণনগর, বেলডাঙ্গা এইসব লং রুটে ডিউটি করি তাহলে প্রতি ট্রিপে আমাদের ২০০-৩০০ টাকা করে দিতে হয়। এই টাকা না দিলে আমাদের মেইন লাইনে ডিউটি দেওয়া হয় না। এখানে দুজন রোস্টার কর্মী রয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে দীপেশ ওই টাকা নেন। প্রতি মাসে প্রায় ১৮০০ থেকে দুই হাজার টাকা করে দিয়েছি।’ চুক্তিভিত্তিক গাড়ির চালক আলমগির রহমানের কথায়, ‘দীপেশ দুই-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে দুজন রোস্টারকে চাপ দিয়ে বাধ্য করে তাঁদের মারফত টাকা তুলতেন। আমাদেরও বহুবার টাকা দিতে হয়েছে।’ কনডাক্টর পীযূষ রায় বলেন, ‘দীপশকে টাকা না দিলে মেইন লাইনে ডিউটি দেওয়া হত না।’ কনট্রাকচুয়াল কনডাক্টর মাধব দেবলেন, ‘ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল।’

বদলার ফাইনাল

প্রথম পাতার পর

স্পিন চতুর্ভুজের লড়াইয়ের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের ভবিষ্যৎ।

দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলছে ভারত। রোহিতরা দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার কারণে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন, এমন অভিযোগ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। আজকের পর বিতর্ক আরও বাড়তে পারে। কারণ, চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ প্রথমবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে সন্ধ্যার নৈশালোকে অনুশীলন সেরেছে টিম ইন্ডিয়া। যদিও সেই অনুশীলনের অনেক আগে দলের অধিনায়ক রোহিত ও তাঁর ডেপুটি শুভমান গিল আচমকাই পৌঁছে গিয়েছিলেন আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে। যেখানে দলের কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ ও স্থানীয় নেট বোলারদের নিয়ে আলাদাভাবে ব্যাটিং অনুশীলন করেন তাঁরা। সেখান থেকে মূল দুবাই স্টেডিয়ামে ফেরার পরই কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে মাঠেই অন্তত ৪৫ মিনিট ধরে বিশেষ বৈঠক করেন রোহিত। সেই বৈঠকে বিরাট কোহলিও ছিলেন। কোহলি-রোহিত-গম্ভীরের এই বৈঠক নিয়েও শুরু হয়েছে জোরদার চর্চা।

ব্যবধানটা ঠিক এক সপ্তাহের।

ঠিক এক সপ্তাহ আগের রবিবারে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলেছিল ভারত-নিউজিল্যান্ড। সেই ম্যাচের আসরেই প্রথমবার চার স্পিনার খেলিয়ে দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। আর টিম ইন্ডিয়ার এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে সেই ম্যাচে পাঁচ উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। আগামীকাল ফাইনালের আসরে বরুণই যে ভারতীয় স্পিন চতুর্ভুজের এক্স ফ্যাক্টর, সেই কথা বলার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু বরুণ কেন, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজাদের নিয়ে গড়া ভারতীয় স্পিন আক্রমণের বিরুদ্ধে টম ল্যাথাম, উইল ইয়ং, রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেলরা কতটা নিজেদের মেলে ধরতে পারবেন, তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ফাইনালের ভাগ্য। স্পিন শক্তির দিক থেকে কিউয়িরাও যে খুব পিছিয়ে, এমন নয়। অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার, মাইকেল ব্রেসওয়েলরা বড় আসরে অনভিজ্ঞ হলেও বাস্তবে খুব একটা পিছিয়ে নেই। পরিসংখ্যান বলছে, চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে মোট ১৭টি উইকেট নিয়েছেন কিউয়ি স্পিনাররা। শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে স্যান্টনারদের ছন্দও ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেই পারে। নিউজিল্যান্ডের জোরে বোলার ম্যাট হেনরি এখনও পুরো ফিট নন। সেমিফাইনালে ফিল্ডিংয়ের সময় কাঁধে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট এখনও সারেনি। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে বরাবরই সফল ও অভিজ্ঞ হেনরিকে ফাইনালে খেলাতে মরিয়া নিউজিল্যান্ড। ভারতীয় শিবিরে অবশ্য চোট-আঘাতের কোনও খবর নেই। বরং ফাইনালের লক্ষ্যে ফুটছে টিম ইন্ডিয়া। কোচ গম্ভীরের জন্যও অনেক কিছু প্রমাণের মঞ্চ কালকের ফাইনাল। হয়তো কোচ গম্ভীরের প্রতিষ্ঠার মঞ্চও হতে চলেছে কালকের ফাইনাল।

একইসঙ্গে কালকের ফাইনাল ভারত অধিনায়ক রোহিতের বিদায় মঞ্চও হয়ে দাঁড়ালে অবাক হওয়ার থাকবে না। রাতের দিকের খবর, রোহিতের সঙ্গে জাড্ডুও একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের পরিকল্পনায় ডুবে রয়েছেন। বাস্তবে এমনটা হলে ভারতীয় ক্রিকেটের একটা অধ্যায় শেষ হতে পারে কালকের ফাইনালের মঞ্চে।

জল্পেশ হারিয়েছে দইচিঁড়ার আকর্ষণ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৮ মার্চ : আচ্ছা, দইচিঁড়া নাকি এগরোল, পিৎজা, বিরিয়ানি? মেলায় ঘুরতে গিয়ে আপনাকে অপশন দেওয়া হলে, কোনটা বেছে নেবেন? অল্পবয়সিদের এই প্রশ্ন করা হলে উত্তর নির্ঘাত আসবে, দ্বিতীয়টা। জল্পেশমেলার ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটছে। আর প্রবীণরা দুঃখ করছেন, এই মেলার ঐতিহ্যবাহী খাবার দইচিঁড়ার কথা ভেবে।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী ও বৃহৎ মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম ময়নাগুড়ি এলাকার জল্পেশমেলা। বর্তমান সময় থেকে প্রায় কয়েক দশক আগের কথা। সেসময় এখনকার মতো এত যানবাহন ছিল না। অনেক দূর থেকে মানুষজন হেঁটে বা গোরুর গাড়িতে করে ওই মেলায় আসতেন। জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে মেলায় আসা পুণ্যার্থীরা দইচিঁড়া খেতেন। এই ব্যাপারটি ছিল ওই মেলার একটা অন্যতম অভ্যাস। এছাড়া পরিবার নিয়ে রিঠা মাছ রান্না করে খাওয়ার প্রচলনও ছিল।

কথাগুলি মনে করে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন প্রবীণদের অনেকেই। সময়ের সঙ্গে সেসব এখন অতীত। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানে দইচিঁড়া কিংবা রিঠা মাছ খাওয়ার রীতি সবেতেই এখন ভাটার টান। প্রাচীন ঐতিহ্য ভুলে মেলায় আসা মানুষের খাবারের রীতি ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে মেলায় বাজার দখল করেছে বিরিয়ানি ও ফাস্ট ফুডের মতো খাবারগুলি। এদিকে, এবছর বাজার দখল করতে বহুজাতিক কোম্পানির পিৎজার স্টলও জল্পেশমেলায় বেশ নজর কেড়েছে।

প্রবীণদের অনেকের বক্তব্য, আগে জল্পেশমেলাতে শতাধিক দোকান দইচিঁড়া নিয়ে বসত। প্রতিটি দোকানে একশো থেকে দুইশো কেজি পর্যন্ত দই বিক্রি হত। দইচিঁড়ার দোকান কমতে কমতে এবছর মেলায় দোকানের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র চারটিতে। এবছর দইচিঁড়ে, মুড়ি ও মুড়কি দিয়ে সাজিয়ে এক প্লেট বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়। ওই চারটি দোকানেও ভিড় তেমন নেই বললেই চলে। নির্মল সেন নামে এক ব্যক্তি ৪২ বছর ধরে মেলায় দইচিঁড়া বিক্রি করে আসছেন। তিনি বলেন, ‘সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। আধুনিক প্রজন্মের মানুষজনের মেলায় এসে দইচিঁড়া খাওয়ার উৎসাহ নেই।’ দইচিঁড়ার পাশাপাশি চাল ও গুড় পাক দিয়ে নাড়ু, চিনির তৈরি হাতি, ঘোড়া, মুড়কির দোকান দিয়েছেন শংকর রায়। তিনি জানালেন, আগের বছরের তুলনায় এবছর ব্যবসা খারাপ হয়েছে। একই বক্তব্য দইচিঁড়া ব্যবসায়ী বাদল সেনেরও। একেবারেই ভিন্ন ছবি ফাস্ট ফুডের দোকানগুলিতে। সেখানে দেদার বিক্রি হচ্ছে মোমো, চাউমিন, চিকেন রোল, পনির রোল, এগরোলের পাশাপাশি ফুচকা, আইসক্রিম সহ বিভিন্ন জিনিস। মেনুর তালিকায় বাদ নেই বার্গার, পিৎজা। তবে সব থেকে বেশি বিক্রি হচ্ছে বিরিয়ানি। বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় এসেছিলেন কলেজ পড়ুয়া দেবারতি সরকার। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা দইচিঁড়ের থেকে পিৎজা, রোল খেতে বেশি পছন্দ করি।’

জল্পেশমেলায় বিক্রি হচ্ছে বিরিয়ানি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরদিন রংদার রোববারের প্রচ্ছদে কী থাকতে পারে ওই প্রসঙ্গ ছাড়া? রইল আজকের নারীদের স্বাধীন ভাবনা নিয়ে তিনটি পর্যালোচনা, তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

১৪ ছোটগল্প
জয়ন্ত দে

১৫ ছোটগল্প
মনোনীতা চক্রবর্তী
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৬ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা সুব্রতা ঘোষ রায়, মৃণালিনী, অর্পিতা ঘোষ পালিত, বৃষ্টি সাহা, কণিকা দাস, বাবলি সূত্রধর সাহা ও সন্ধ্যা দত্ত

নারী, তুমি স্বাধীনতা

গৃহলক্ষ্মী অথবা গৃহশ্রমিক?

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

“নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? আমি মাধবী আপনাদের স্বাগত জানাই প্রবাসের জার্নাল চ্যানেলে...”

হাসিখুশি গোলগাল লাবণ্যময়ী মুখখানা ভাসে হাতের মোবাইল স্ক্রিনে। হেডফোনের মধ্যে এক সুরেলা গলা ভারী মধুর ভঙ্গিমায় হেঁশেলের খুঁটিনাটি বর্ণনার ফাঁকেফাঁকেই সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া শহরের তাপমাত্রা জীবনযাপন বাজারঘাট হালকা করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একের পর এক ছোট্ট ছোট্ট ভিডিওয় নিপুণ হাতে বাজার-দোকান, মাছ কাটা, রান্না করা, ডাস্টিং বা বাচ্চাদের স্কুলে আনা নেওয়া, পড়ানো নানা কিছু শেখানোর সঙ্গেই বাগানে লংকা ফলানো, হাজার সামাজিকতা, উৎসব পালন, ঘর সাজানো, নিজের স্কিন কেয়ার, পুজোআচ্চা যাবতীয় কিছু সামলানোর খুঁটিনাটি। এইগুলোই এই দুনিয়ার ভাষায় “কনটেন্ট”। যার দর্শক লক্ষ লক্ষ এবং সারা পৃথিবীব্যাপী তা ছড়িয়ে। এক নিটোল গৃহস্থালির গল্প, এক প্রবাসী মেয়ের দূরদেশে গিয়ে নিজের একাকিত্ব আর একঘেয়ে সাংসারিক কাজের জগৎটুকু, মন কেমন আর উচ্ছ্বাসটুকু ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ। বিদেশে উঁচু পদে প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীটির চেয়ে এই কনটেন্টের জোরেই তার উপার্জন বা খ্যাতি কিছু কম নয় বলে শোনা যায়। সে ভাগ করে নিচ্ছে আসলে তার প্রতিদিনের শ্রম, গৃহশ্রম বলে যা আসলে কোনও শ্রমের তালিকাভুক্তই নয় আদপে কোথাও। তাকেই সারা পৃথিবীর সামনে সবার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে এই যে অর্থ উপার্জনের পথ, এ এক নতুন আলোচনার পরিসর খুলে দেয়। কত উচ্চশিক্ষিত গৃহবধূকে আজীবন সংসারে সবটুকু দিয়েও হীনম্মন্যতার সুরে বলতে শুনি, “আমি কিছু করি না, জাস্ট হাউসওয়াইফ”। তাহলে এই কাজগুলো আসলে ততটাও তুচ্ছ নয়, কী বলেন দর্শক বন্ধুরা?

আচ্ছা বিদেশের গেরস্থালি ছেড়ে দিলাম, সে দেশগুলিতে পুরুষদের ঘরের কাজে যথেষ্টই অংশগ্রহণ থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে আশপাশের শহর গ্রাম মফসসলের জীবনে বেঁচে থাকা, ঘর গেরস্থালির কাজে রাতদিন পেষাই হয়ে চলা মেয়েদের জীবনের নিত্যকার কাজগুলোকে সারাজীবন দুর ছাই করে চলা সমাজ কেন উন্মুখ হয়ে ভিডিওয় “কনটেন্ট” হিসেবে দেখে? শুধুই কি অন্যের সংসারে উঁকি মারার “ভয়ারিস্টিক প্লেজার” পেতে? নাকি এই ছবিগুলো একদলের জন্য কোথাও একটা অনাবিষ্কৃত জগৎ আর অন্যদলের কাছে নিজের সঙ্গে একাত্মতার পৃথিবী?

তাই লক্ষ ‘ভিউয়ার’র একজন হয়ে চুপিসারে সেই সাধারণ মেয়েটির সংসারশ্রমটা দেখে নিয়েই ঘরের মেয়ে বা মা-কে বলাই যায়, “সারাদিন বাড়ি বসে কী করলে! বাইরে তো বেরোতে হয় না রোজগার করতে, কী বুঝবে!”

সামাজিক মাধ্যমে মেয়েদের অর্থ উপার্জনের নানা কীর্তিকলাপের সবটুকুই অবশ্য সমর্থনযোগ্য নয়, বরং কিছু বিষয় অত্যন্ত ন্যক্কারজনকও বটে। তবে সমাজের সব স্তরে বাস্তব দুনিয়াতেও এত কলুষ ছড়িয়ে যে এই মুহূর্তে সেই অংশটুকু বাদ দিয়েই না হয় আলোচনা করি। পিছল পথ জেনেশুনেই যারা পার হয়, তারা সে পথের কাদা বা পা হড়কে গিয়ে চোটজখম মেনে নিতে নিশ্চয় প্রস্তুত থাকে।

রান্না করা বা ঘরসংসারে নিপুণভাবে সৌন্দর্য বজায় রাখার যে শ্রম সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্যই সমাজে স্থিরীকৃত বলে ধরে নেওয়া হয়, তাকেও বিপণনযোগ্য করে তোলার এই ভাবনা প্রথম কি মেয়েদের মাথাতেই এসেছিল নাকি এও আরেকটি কৌশল তাকে শোষণের, এ প্রশ্নটিও মাথাচাড়া দেয়। সমীক্ষায় নেমে পুরোনো ছাত্রী সুস্মিতাকে পেয়ে যাই “কনটেন্ট ক্রিয়েটরের” ভূমিকায়। বিয়ের পর বেঙ্গালুরু প্রবাসী মেয়ে ছোট বাচ্চা আর ঘরকন্নার কাজ সামলানো নিয়ে ভিডিও বানায়। বাড়ির পুরুষটি সাহায্য করেন। বেসরকারি সাধারণ চাকরিতে পরিবারে কিছু অতিরিক্ত উপার্জন এনে দিতে পেরে সুস্মিতা আত্মবিশ্বাস পায়। “ম্যাম আমি তো পড়া শেষ করিনি, অত ভালো ইংরেজি জানি না। চাকরি পাওয়া সম্ভব না। যদি টাকা জমিয়ে কিছু করতে পারি! সবাই তো বলত পরের বাড়ি রেঁধে খেতে হবে, তাই-ই খাচ্ছি, অন্যভাবে। বাড়িটা নিজের মনে হয় এখন ম্যাম।”

ছোটবেলার বন্ধুর বোন মিলি জানায়, “আমি তো সারাজীবন ঘরের এইসব ফালতু কাজগুলোই করলাম। আর শুনলাম কিছুই পারি না। কুকুর, বেড়াল ভালোবাসি। অনেকগুলো আছে। তাই বর বলল এইসব ভিডিও করে টাকা রোজগার করছে অনেকে, তুমিও চেষ্টা করো। আমার ইচ্ছে করে না এসব করতে। কত টাকা পাই তাও জানি না। সব আমার বাড়ির লোকেই সামলায়!” *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

এভাবেও ফিরে আসা যায়

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

মাঝবয়সি বনলতা খবরের কাগজ হাতে ধরে ভাবনার খোলা খাতা মেলে দেন। পরতে পরতে জড়িয়ে জীবনস্মৃতি। কত মেয়ের কথা মনে পড়ে! নারী দিবস পালনের হিড়িক ছিল না। তবে নারী চরিত্রের অবদমন ও অবনমন ছিল। উত্তর কলকাতার এক মসজিদের কাছে হিন্দু, শিখ সব মেয়ের মতো খেলার সাথি ছিল অনেক মুসলমান মেয়ে। তারা এত গরিব যে তার মায়ের ডাকে মায়ের সহায়িকার অনুপস্থিতিতে ঘরের কাজ করে দিত দুটো পয়সা হাতে পাবে বলে। বনলতার পুতুল বিয়ের দিন গড়িয়ে কৈশোর ও স্কুলের পড়ার চাপে সূর্যাস্ত, সূর্যোদয় দেখার সময়ও ফুরিয়েছিল তাদের সঙ্গে।

ফতেমার মেয়েদের সঙ্গে দেখা হত পথেঘাটে। ওদের সবক'টা বোনের বিয়ের ব্যবস্থা হলেও কেউ কেউ ফিরেও এসেছিল। সিঁদুর নেই সিঁথিতে। বুঝবেনই বা কেমন করে? ওরা সধবা না আইবুড়ো। মাবিয়া সুখী গৃহকোণ পেলেও রাবেয়া পায়নি। শাকিলাও বুড়ো বরের বিবি হয়ে, বিধবা হয়ে মসজিদের বাইরে বসে ভিক্ষে করত। রাবেয়া কাঁখে, কোলে কচি ছানাদুটোকে নিয়ে কাজ করত লোকের বাড়ি বাড়ি। আর রোকেয়া বিয়ের রণে ভঙ্গ দিয়ে অভাবের সংসারে পেট চালানোর দায়টা নিয়েই নিয়েছিল। নিয়ম করে বিকেলের কনে দেখা আলোয় ধপধপে সফেদা সুন্দরী হয়ে পাউডার, পমেটম মেখে দাঁড়িয়ে পড়ত বাস রাস্তার ধারে। যেখানে সব পেট্রোল পাম্প আর সারে সারে রুটি-তড়কার ধাবা আছে। বলিষ্ঠ সব ট্রাক ড্রাইভার ওর ক্লায়েন্ট তখন। দিনে ঝি-গিরি আর রাতে সঙ্গিনী। সকালে শরীরটা আর দিত না। হরিণীর মতো শান্ত চোখদুটোয় লেপটে থাকত ঘুম। ঠিকে কাজগুলো গেল। একদিন ভরদুপুরে বরাত এল। রোকেয়া শ্বশুরবাড়ি চলল।

বনলতার এহেন কিশোরী মনে ঢেউ উঠত। মেয়েগুলো পড়াশোনা করে না কেন? সুযোগ পায় না তাই। মা বলত, তাইতো বলি, মন দিয়ে পড়াশোনা কর। সবাই কি আর এমন সুযোগ পায় রে? পিছিয়ে পড়া জনজীবনই কি তবে এরা? কিন্তু মা, আমরাই বা কত আর এগিয়ে গেছি? তুমি যে বলো, আমাদের বাড়িতে মেয়েদের ঘটা করে মুখেভাত দেওয়া নেই। মেয়ে হলে শাঁখ বাজাতে নেই, তাহলে আমরাও তো অনগ্রসর। মা সেদিন কথা বাড়ায়নি।

বিয়ের পর বনলতার প্রথম সংসার টাটানগরে। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে, দলমা পাহাড়ের কোলে। কোম্পানির ফ্ল্যাটে। কাজের সহকারী হিমানীর মা ফুটফুটে মেয়ে কোলে কাজে আসত। বেশিরভাগ টলতে টলতে। আগের দিন রাতে মেয়ে মরদের সঙ্গে আকণ্ঠ হাঁড়িয়া পান করে আদিবাসী ডেরায় ফুর্তিফারতা করে দেরি দেখে রাগ করলেও মনে পড়ত রোকেয়াদের কথাটা। একবার টুসু পরবে ৩দিন বলে আনলিমিটেড ছুটির পর কাজে এসে জয়েন করল সে কনকনে মাঘের শীতে। তার ''দমে নেশাটেশা'' তখন ঘুচে গিয়ে চোখেমুখে পরিতৃপ্তির হাসি। এবারে হিমানীর ভাই হবেই সেই আশায়। বনলতাকেও তখন শ্বশুরবাড়িতে সবাই চাপ দিচ্ছে। বছর ঘুরতে চলল, নতুন বৌ কবে পোয়াতি হবে? তখন মনে পড়েছিল মায়ের কথা। বনলতারও কি তবে মোক্ষলাভ সন্তান? সে উত্তর আজও পাননি তিনি।

বনলতা আবার কলকাতায় তখন। এবার সহকারী টিয়ার মা সোহাগী।

টিয়ার স্কুলের কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকাটা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঝাঁ করে ঢুকতেই বনলতা বলেছিলেন ফিক্সড করতে। সোহাগীর মেয়েকে ঘিরে টালির ঘরে অনেক স্বপ্ন। মেয়েটা একটা চাকরি পেলে তারা একটু সুখের মুখ দেখবে। টিয়া বায়োডেটা রেডি করে কোনও এক আপিসে গেল মায়ের সঙ্গে। বায়োডেটা জমা দিলেই নাকি চাকরি বরাদ্দ। সে যাত্রায় এক চান্সে ইন্টারভিউতে পাশ করতেই তাকে বলা হল, বারো হাজার দিলে তার চাকরি পাকা। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

> সেদিন নাকি স্কুল থেকে ফেরার পথে পরিকে টোটোচালক কী সব অশ্লীল কথাবার্তা বলেছে। কু ইঙ্গিত করেছে। পরির মতো অনেকেরই সমস্যা এটা। সেদিন সবাই নেমে গেলে ও একাই আসছিল।

নাবালিকার বিয়ে আর পাচারচক্র

ছন্দা বিশ্বাস

দোয়েলের শিসে দিন শুরুর পরিবর্তে সেদিন কলিং বেলের শব্দে উঠে পড়ি। দরজা খুলতেই দেখি কল্পনা, আমার পরিচারিকা। কী রে এত সকালে?

ও জানাল, কাজ সেরে ওকে একটু অঞ্চল অফিসে যেতে হবে।

মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি বেশ বিমর্ষ। কিছুদিন আগে কল্পনা মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। ফুটফুটে মেয়ে পরি আমার কাছে মাঝেমধ্যে আসত। ওদের গ্রামের স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত। বয়স যাই হোক চেহারায় বাড়ন্ত বেশ। পড়াশোনায় ভালো। ভালো নাচতে পারে। পাড়ায় ফাংশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওর ডাক আসে। কল্পনা খুশি হয়ে জানায় আমাকে। কিছুদিন ধরে হুজুগ তুলেছে মেয়ের বিয়ে দেবে।

অতটুকু মেয়েকে বিয়ে দিবি কেন? ওকে লেখাপড়া শেখা। আঠারোর আগে বিয়ে দেওয়া আইনবিরুদ্ধ জানিস না?

কল্পনা যুক্তি দেখায়, ‘বড্ড চিন্তা হয় গো দিদিমণি। আমি লোকের বাড়িতে কামকাজ করি, কেউ যদি ফুসলাইয়া নিয়া যায়’।

বনের ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ ধরে নিত্য যাতায়াত ওদের। বড় রাস্তা ধরে এলে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ। তাই সময় বাঁচাতে অধিকাংশ সময়ে বনের ভিতরের শর্টকাট রাস্তা ধরতে হয়। ‘জঙ্গলের জন্তুগুলানের থে’ দু’পেয়েদের ডর করি’।

এই ভয় শুধু অল্পবয়সিদের নয়। সাত থেকে সত্তর কেউ বাদ যায় না।

সেদিন নাকি স্কুল থেকে ফেরার পথে পরিকে টোটোচালক কী সব অশ্লীল কথাবার্তা বলেছে। কু ইঙ্গিত করেছে। পরির মতো অনেকেরই সমস্যা এটা। সেদিন সবাই নেমে গেলে ও একাই আসছিল। ভয়ের চোটে পরি গন্তব্যের আগেই টোটো থেকে নেমে যায়। পরিচিত একজনের সাইকেলে চেপে তবে ঘরে ফেরে।

পরি, কল্পনাদের এই জাতীয় সমস্যা নিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। কল্পনার স্বামী তিন, চার বছর হল বাইরে আছে। করোনায় কাজ হারিয়ে ওদের গ্রামের অনেক পুরুষ এখন পরিযায়ী শ্রমিক।

সংসার চালানোর জন্যে মহিলারা নানা কাজ করছেন।

মেয়ে বড় হলে তাই মায়েদের ঘুম ছুটে যায়। কয়েকজন পরোপকারী তরুণ প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে অল্পবয়সি বৌ-মেয়েদের কাজ পাইয়ে দেবার কথা বলছে। দূরে নয়, কলকাতার আশপাশে। কয়েকজনের সঙ্গে ফোনে কথাও বলিয়ে দিয়েছে। চাকরিজীবী দম্পতিদের বাচ্চা মানুষ করা, কেউ চাইছে বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখভালের জন্যে। মাইনেপত্র ভালোই দেবে। কথাও বলিয়ে দিচ্ছে।

দুই মাস আগে কল্পনার বর এসেছিল। তখনই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পাকা কথা বলে এসেছে। ছেলের বাড়ি পঞ্জাবে, ‘বিরাট ধনী’। এক পয়সা লাগবে না।

স্বামীর খুশিতে সেদিন কল্পনা না বলতে পারেনি।

একদিন শুনি পরির বিয়ে হয়ে গেছে।

বিয়ে দিয়ে ক'দিন বেশ মনমরা ছিল।

সেদিন বলল, মেয়েটার বহুদিন হল কোনও খবর পাচ্ছি না।

কল্পনার মন ভালো নেই বুঝতে পারি। কাজের ভিতরে কতবার যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

আজ পরির কথা জিজ্ঞেস করতেই কেঁদে ফেলল।

ওর কথাগুলো শুনে চমকে উঠি, কী বলছিস?

হ্যাঁ গো, সত্যি।

কল্পনার বর নাকি ওর একজন পরিচিত বন্ধুর কাছে মেয়ের বিয়ের কথা বলেছিল। সে এই পাত্রের সন্ধান দেয়।

একদিন মেয়েকে মালদায় নিয়ে যায় দেখাতে। সেদিনই পাত্রপক্ষ নাকি বিয়ে করে মেয়েকে নিয়ে সোজা পঞ্জাবে চলে যায়। পরানের হাতে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়েছে।

কল্পনা পরে জানতে পেরেছে সেদিন পরান ওর মেয়েকে দালালদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আদৌ মেয়ের বিয়ে হয়নি। এটাও মেয়ে পাচারকারীদের একটা চক্রান্ত।

ভাটিখানায় আসত ওই তরুণ দুজন। এরাই খোঁজখবর নিত কাদের ঘরে সুন্দরী মেয়ে আছে। পুরুষমানুষগুলো কে কখন কোথায় থাকে।

শহরের মেয়েদের কথা বাদ দিলে মফসসলের দিকে মেয়েদের অবস্থা বেশ খারাপ। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

দীপার পাত্র

ছোটগল্প

জয়ন্ত দে

আঁকা : অভি

দ্যুতিমানকে দুশ্চরিত্র কোন শালা বলে। দ্যুতিমান ভগবান নন! দ্যুতিমান খোদা নন! দ্যুতিমান মানুষ। নিখাদ মানুষ। কিন্তু এটা যদি তিনি ঠিক ঠিক করতে পারেন, তাহলে তিনি সত্যি সত্যি সবাইকে জানিয়ে দেবেন— সবার ওপরে ভগবান আর নীচে আছে দ্যুতিমান! সে খোদ ঈশ্বরের পাঠানো দূত।

দ্যুতিমান ফোনটা নিয়ে নাড়ছেন চাড়ছেন। মনে মনে ভাঁজছেন। তিনি কী করবেন? কী করতে পারেন? কীভাবে করবেন? ছোটবেলায় ষোলোঘুঁটি খেলেছেন, বাঘবন্দি খেলেছেন, বড়বেলায় দাবা খেলেছেন। এখনও তিনি খেলছেন। একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিচ্ছেন, একটা ঘুঁটি ডানে বামে। রবিকান্তটা প্রায় ম্যানেজ হয়েই গিয়েছিল—।

রবিকান্ত নয় আসলে ভ্যাবলাকান্ত। অমন একটা মেয়েকে রিফিউজ করল? বলল, 'না, দাদা আমাকে ছেড়ে দিন।'

দ্যুতিমান বললেন, 'আমি তো তোমাকে ধরিনি ভাই, একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এমন মেয়ে তুমি পাবে না। এই বলে দিলাম।'

'জানি দাদা।'

'তাহলে রাজি হচ্ছ না কেন?'

রবিকান্ত ভ্যাবলাকান্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ অ্যাঁ অ্যাঁ করল।

দ্যুতিমান হালকা গলায় হাসলেন, বললেন, 'পরে আফসোস করবে। সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ ভাই। এখনও বলো—'

'না দাদা, থাক!'

'থাকবে কেন? তুমি আমাকে খুলে বলতে পারো? তোমার দ্বিধা কোথায়?'

দ্বিধা আর কোথায়? খুলে আর কী বলবে, রবিকান্ত এখনও ভ্যাবলাকান্ত হয়ে আছে। দ্যুতিমান সেনের মুখের ওপর বলা কি যায়? যায় না! অন্য কেউ হলে রবিকান্ত বলে দিত। কিন্তু দ্যুতিমানদা বড়মানুষ, নামী মানুষ, তাঁর মুখের ওপর কি কথা বলা যায়? রবিকান্ত ফোনের এপার থেকেই মাথা চুলকাল।

'তুমি তো আমাকে বিশ্বাস করো? তুমি জানো আমি জহুরি। আমি বলছি, দীপা একদিন দাঁড়াবে। আজ ছোটখাটো পার্ট করছে। আজ ও জেলার নাট্যদলের একজন কর্মী। হ্যাঁ সামান্যই কর্মী। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি দীপা একদিন দাঁড়াবে। কলকাতার মঞ্চ, ছোট পর্দা, বড় পর্দা দাপিয়ে বেড়াবে। সব অন্যায়ের জবাব দেবে।'

'হ্যাঁ, দাদা দীপার কাজ খুব ভালো। আপনি ঠিকই বলেছেন, একদিন ও খুবই নাম করবে।'

'করবে, করবেই। ও আমার হাতে মানুষ। আমি মানুষ চিনি। আর তোমরা আমাকে চেনো।'

রবিকান্ত মনে মনে বিড়বিড় করল, হ্যাঁ চিনি খুব চিনি। আমরা সবাই জানি দীপা আপনার প্রেমিকা। সারা জেলা জানে। এখন কেন যে আপনি আমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন কে জানে? কিন্তু আমি তোমার ফাঁদে পড়ছি না। আসলে দোষের মধ্যে রবিকান্ত বেশ কয়েক মাস হল দীপার সঙ্গে একটু বেশি বেশি গল্প করছিল। একটু বেশিই হয়তো। একটা নাটকে দুজনে একসঙ্গে বেশ ক'টা শো করেছে। বেশ একটা বন্ডিং হয়েছিল। এই বন্ডিং না থাকলে কি অভিনয় করা যায়! সেখান থেকেই ভাব। তবে শুধু ভাবই, ভাব-ভালোবাসা নয়।

রবিকান্তের মনে হল আচ্ছা দীপা কি দ্যুতিমান সেনকে কিছু বলেছে? কই দীপা তো তাকে সরাসরি বলতে পারত?

দ্যুতিমান বললেন, 'আচ্ছা, এমন নয়তো? দীপা ডিভোর্সি। তুমি ফ্রেশ, অবিবাহিত একটা ছেলে- তাই দ্বিধা! এটাই কি আপত্তির কারণ? তাহলে বলতে হয়, নাটক প্রগতিশীল মানুষের কাজ। আর যার মন সেই মান্ধাতার যুগে পড়ে আছে, সে আর যে কোনও মহান কার্য করুক, নাট্যকর্মী হওয়া তার উচিত নয়। তোমার জন্যও নাটক নয়।'

কথাটা শেলের মতো রবিকান্তর বুকে এসে বিঁধল। দ্যুতিমানদা তাকে এমন কথা বলতে পারলেন! সে আদর্শ নাট্যকর্মী নয়! রবিকান্ত হালকা কাশল, বলল, 'দাদা আমার ছোটমুখে বড় কথা মানায় না। তাই দাদা আমি এই বিষয়ে থাকতে চাইছি না। আসলে আমার বাড়ি থেকে আপত্তি আছে, পারিবারিক আপত্তি বুঝতেই তো পারেন।'

'তার মানে তোমার মত আছে। বাধা পরিবার। ছি! মেয়ে ডিভোর্সি বলে? না, ঘরের বৌ নাটক করবে বলে?'

রবিকান্ত এবার সত্যি সত্যি ভ্যাবলা হয়ে গেল। কী বলবে সে? শান্ত গলায় দ্যুতিমান বললেন, 'তুমি কি তোমার বাবা মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি আমাকে একবার বসাতে পারবে? তাহলে তোমার ইচ্ছেটাও আমি ওদের জানিয়ে দিতাম। স্পষ্ট করে বলে দিতাম দীপাকে তুমি বিয়ে করতে চাও, ওঁদের আপত্তির জন্য তুমি স্যাক্রিফাইস করছ, যা ঠিক নয়। তোমার আপত্তি না থাকাটা ওঁরা জেনে যেতেন।'

রবিকান্ত বলল, 'শুধু পরিবার নয় দাদা, আমারও আপত্তি আছে?'

'তোমার আপত্তি কোথা থেকে এল? তুমি যে আবার প্রথম থেকে শুরু করলে, এই তো বললে তোমার আপত্তি নেই- এই রবিকান্ত তুমি ভ্যাবলাকান্তের মতো কথা বোলো না। এটা তোমার মতো একটা শিক্ষিত ছেলেকে মানায় না।'

রবিকান্ত ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমি ভ্যাবলাকান্তই দাদা, আমি রবিকান্ত নই। আমার সঙ্গে দীপাকে মানায় না।'

রবিকান্ত রাজি হয়নি। রবিকান্তের নাটকের দলের বন্ধুরা বলল, 'তুই কিন্তু স্পষ্ট বলে দিতে পারতিস রবি- দাদা আপনার মাল আপনি সামলান!'

রবিকান্ত বুঝতে পারছিল না, দ্যুতিমান সেন হঠাৎ দীপার বিয়ের জন্য খেপে উঠলেন কেন? বেশ তো ছিলেন। সর্বদা পাশে একটা সখী নিয়ে ঘুরতেন। যে কোনও প্রোডাকশনে সেরা রোলটা ওর জন্য তুলে রাখার চেষ্টা করতেন। সবসময় সফল হত না। তবে দীপা গুণী মেয়ে। যথেষ্ট ভালো অভিনয় করে। দ্যুতিমান এমন একটা ভাব করেন যেন দীপাকে তিনি সুচিত্রা সেনের জায়গায় ফিট করে দেবেন। দ্যুতিমানের রকমসকমের জন্য আশপাশের লোকজনও খুব বিরক্ত। রবিকান্ত আলাদা করে দীপার কোনও দোষ খুঁজে পায়নি। যদিও দ্যুতিমানদার স্বভাবের জন্য তাঁকে যাঁরা অপছন্দ করেন তাঁরাও এখন দীপাকে অপছন্দ করেন। যা সত্যি বলতে দীপার প্রাপ্য নয়।

রবিকান্তের পরিষ্কার একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সে দীপাকে আলাদা একটা মানুষ হিসেবে দেখে, ভালো অভিনেত্রী হিসেবে দেখে এবং অবশ্যই দ্যুতিমানদার প্রেমিকা হিসেবেই দেখে।

রবিকান্ত নীতিপুলিশ নয়। দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজেদের ভেতর কেমন সম্পর্কে বাঁচবে সেটা তারাই ঠিক করবে। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে দ্যুতিমান সেনের স্ত্রীর বলা কথাগুলো রবিকান্ত স্মরণ করতেই পারে।

দ্যুতিমান যখন দীপাকে ডিভোর্স করাচ্ছে, বা বলা যায় ওদের স্বামী-স্ত্রীর ভেতরের টুকরোটাকরা গোলমালের ভেতর নিজে ঢুকে ঘেঁটে ঘ করে দিচ্ছে, তখন বৌদি বারবার বলেছিল- ওটা কোরো না। সব স্বামী-স্ত্রীর ভেতর সমস্যা হয়, হতে পারে, ওরা নিজেরা নিজেদের মতো করে মিটিয়ে নেবে। তুমি ঢুকো না। কিন্তু তখন দ্যুতিমানদা অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা নারী হিসেবে দীপাকে উপস্থিত করল। এবং ওদের মাঝে যদি ছোট ছিদ্র থাকে তার মধ্যে আঙুল, পরে সম্পূর্ণ হাত গলিয়ে বড় করে দিল।

তবে দীপা গুণী মেয়ে। যথেষ্ট ভালো অভিনয় করে। দ্যুতিমান এমন একটা ভাব করেন যেন দীপাকে তিনি সুচিত্রা সেনের জায়গায় ফিট করে দেবেন। দ্যুতিমানের রকমসকমের জন্য আশপাশের লোকজনও খুব বিরক্ত। রবিকান্ত আলাদা করে দীপার কোনও দোষ খুঁজে পায়নি।

রবিকান্ত এসব কিছু শুনেছে। সরাসরি নয়। দ্যুতিমান সেনের যুক্তি দীপাকে নাটকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। ও প্রতিভাময়ী, নাহলে ও নাটক করতে পারবে না। বাইরের কোনও ছেলে ওকে বুঝবে না। একটা প্রতিভা ঝরে যাবে।

কেন? নাটকের লোকজন কি নাটকের বাইরের মানুষের সঙ্গে সংসার করছে না!

একজন একটা কথা বলেছিল- আসলে দীপা এসেছে খুব সাধারণ ঘর থেকে। কিন্তু দীপা নাটক করতে এসে নাটকের সব ঝকঝকে ছেলেদের দেখেছে। ওর কী করে খুব সাধারণ একটা ছেলেকে পছন্দ হবে? ঠিক এই কারণেই ওর প্রথম ডিভোর্সটা হয়েছিল। ওকে কেউ বোঝানোর ছিল না, জীবনটাও একটা রঙ্গমঞ্চ। সেখানে আমরা সবাই অভিনয় করছি। স্বয়ং ঠাকুর বলে গিয়েছেন- সংসারে সং হয়ে থাকতে হয়।

একজন বলেছিল— আচ্ছা দ্যুতিমান কি এখন দীপাকে বিয়ে দিয়ে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে?

একজন বলেছিল— আচ্ছা দ্যুতিমান কি একটা দীপার জন্য একটা ভ্যাবলাকান্ত স্বামী চাইছে, যে দ্যুতিমানকে নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলবে না।

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কেইবা দ্যুতিমান সেনের কাছে জানতে চাইবে? সবাই দেখছে আর হাসছে।

দ্যুতিমান সেন গেম সাজাচ্ছেন।

কোথা থেকে শুনেছিলেন বা উড়োখবর পেয়েছিলেন— ইদানীং নরেশের সঙ্গে ওর স্ত্রীর সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছে না।

নরেশ নাটকের ছেলে। অভিনয়ের গুণ এখনও প্রমাণিত হয়নি। তবে ছেলেটার চেষ্টা আছে। উড়োখবরটা দ্যুতিমান ধরতে চাইলেন। একদিন ফোন করলেন নরেশকে। বললেন, 'নরেশ তোমার সঙ্গে শুনলাম তোমার স্ত্রীর কীসব গোলমাল চলছে?'

এমন আপন কথায় নরেশ বিগলিত, বলল, 'হ্যাঁ, দাদা আমি আমার স্ত্রীকে ঠিক আমার কাজকর্ম বোঝাতে পারছি না। ও আমার এই নাটক করা পছন্দ করছে না। তার থেকে আমি যদি আরও দুটো টিউশনি করি, আরও বেশি টাকা রোজগার করি— এটাই ওর বক্তব্য।'

দ্যুতিমান গলা ভারী করলেন, 'ডেঞ্জারাস! এভাবে দুটো টাকা, বাড়তি রোজগারের জন্য কত প্রতিভা মুকুলে ঝরে যায়।'

'তাই তো দাদা!'

'তোমার কাজকে যে রেসপেক্ট করছে না, তার সঙ্গে থাকবে কী করে? গোটা জীবন কাটাবে কী করে?'

'আমি ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছি দাদা। সহজে আমি হার মানব না।'

'কার সঙ্গে লড়বে নরেশ? এই লড়তে লড়তে বোঝাতে বোঝাতে তো তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে ভাই।'

'আমাকে লড়তেই হবে দাদা। আগে ও এমন ছিল না। প্রথম থেকেই আমার সব জানত— মানে নাটকের কথা—।'

'তোমার স্ত্রী এখন কোথায়?'

'ক'দিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছে।'

'নিশ্চয়ই অশান্তি করে গেছে?'

'না, মানে তেমন না হলেও, নাটক নিয়ে নিত্য অশান্তি আমাদের লেগেই আছে দাদা।'

'আর নয়। তুমি ওকে আনবে না। তোমার বাড়িতে এলে ঢুকতে দেবে না।'

'আনব না, ঢুকতে দেবে না বলছেন— তাহলে সবিতা ঠিক হয়ে যাবে।'

'না, ঠিক হবে না। তোমাকে আরও বিগড়ে দিতে হবে। যদি সত্যি নাটক করতে চাও, তাহলে শক্ত হও। ওকে জীবন থেকে তাড়াও।'

'মানে?'

'মানে সহজ। দীপারও তো এমন হয়েছিল, ওর স্বামী বুঝতে চাইছিল না। রিহার্সালে নাটকের শোতে আসবে। আমি বললাম, দীপা এটা হবে না। তোমার স্বামী কি তোমাকে সন্দেহ করে? নাকি তোমার স্বামী তোমাকে পাহারা দেয়? এভাবে আর যা হোক নাটক করা যাবে না। তোমার স্বামী বাড়িতে তোমার স্বামী। বাইরের লোক আমি অ্যালাউ করব না। সে রেগে গেল। দীপা কিন্তু স্বামীকে ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরবে বলে ঠিক করেছিল। আমিই আপত্তি তুললাম। দীপাকে বোঝালাম। তারপর সেপারেশন। তারপর ডিভোর্স। উকিল আমার চেনা, তুমিও সেই পথে হাঁটো।'

'সবিতাকে ডিভোর্স দিয়ে দেব দাদা, না, না, এটা হয় না। ও ঠিক বুঝতে পারছে না বলে অবুঝপনা করছে।'

'ওর অবুঝপনা তোমার অভিনয়ের ক্ষতি করছে নরেশ। এখনও পর্যন্ত তুমি একটা ভালো চরিত্র করতে পারলে না। বয়স বাড়ছে— আর কবে স্টেজ পাবে? অথচ আমি জানি, তোমার মধ্যে ছাইচাপা আগুন আছে। একদিন তুমি মঞ্চ কাঁপাবে।'

'আমি মঞ্চ কাঁপাব!'

'আমি নিশ্চিত। তোমার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে। একশো পারসেন্ট অভিনয় ক্ষমতা আছে। কিন্তু তুমি সাংসারিক অসুবিধায় এমন ফেঁসে আছ, যে নিজেকেই জানতে পারছ না। শেষ, শেষ হয়ে যাচ্ছ। অশান্তির চাপে তুমি চাপা পড়ে যাচ্ছ। সম্পূর্ণটা দিতে পারছ না।'

'আপনি ঠিক বলছেন না দাদা। আমার মধ্যে তেমন প্রতিভা নেই। আমি দেখেছি, আমার করা চরিত্র যখন অন্যরা করে তখন কত ভালো হয়। আমি ঠিক ফোটাতে পারি না। আমি নাটক ভালোবাসি, আজীবন নাটকের সঙ্গেই থাকব দাদা। প্রয়োজনে ব্যাক স্টেজে কাজ করব। কিন্তু নাটক ছেড়ে যাব না।'

'নরেশ তুমি ভালো ছেলে। তুমি আমার কথা শোনো। তোমার উপকার হবে। তোমার সব স্বপ্নপূরণ হবে। তুমি সবিতাকে ডিভোর্স করো। কীভাবে করবে, সব আমি শিখিয়ে দেব। ওকে সরাতেই হবে তোমার জীবন থেকে। ওকে সরতেই হবে। কিছুদিন এভাবে থাকো, তারপর উকিল দিয়ে ডিভোর্স ফাইল করো।'

'না দাদা আমি ওকে ছাড়তে পারব না।'

'ওকে না ছাড়লে তুমি দীপাকে কীভাবে পাবে? আমি ঠিক করেই রেখেছি, দীপাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব। তুমি আমার কথা শোনো। সবিতাকে ছাড়ো। দীপাকে বিয়ে করো। তোমরাই হবে আমার ডান আর বাঁ হাত। আমি তোমাদের একটা জুটি হিসেবে দেখতে চাই।'

বিব্রত নরেশ বলল, 'না, দাদা, আমি যেমন নাটক ছাড়তে পারব না। তেমন সবিতাকেও ছাড়তে পারব না। আমি যেমন মঞ্চে সফল হইনি, হয়তো তেমন স্বামী হিসেবেও সফল হব না। এটা মেনে নিয়েই থাকব না। মঞ্চেও চেষ্টা করব, সংসারেও চেষ্টা করব। আমাকে এই আশীর্বাদ করুন দাদা। আর আপনি দীপাকে ছাড়বেন না, আপনাদেরও আমরা একটা জুটি হিসেবেই দেখি দাদা।'

দ্যুতিমান ঠোঁট চেপে বললেন, 'শোনো নরেশ আমি তোমাকে বলে দিলাম— তোমার কিস্যু হবে না। সব ভস্মে ঘি ঢালা হবে।'

ফোন ছেড়ে গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন দ্যুতিমান। দু'দিনের ছেলে স্টেজে কথা জড়িয়ে যায়— আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে। আমাকে বলল— দীপা আর আমি জুটি। কত জুটি গড়লাম কত জুটি ভাঙলাম ও জানে না। এটা দীপা জানে। তাই তো যা বলার আমি বলছি, যা করার আমিই করছি। নাহলে এমন কখনও কারও হয়, দীপার পাত্র চাই, অথচ দীপার কোনও কথা নাই। আসলে দীপা জানে— ওপরে ভগবান, নীচে দ্যুতিমান!

গৃহলক্ষ্মী অথবা গৃহশ্রমিক?

তেরোর পাতার পর

আবার সত্তরোর্ধ্ব স্বামী-স্ত্রীর জনপ্রিয় চ্যানেলটিতে ভারী মধুর স্মৃতিচারণ, পুরোনো রান্নাবান্না, খুনশুটি, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে গল্পগুজবের মুহূর্ত। সারাজীবন পাড়াপ্রতিবেশীদের নানা পরামর্শ দেওয়া, ঘরের কাজে সাহায্য করা, পুজোআচ্চায় হাত বাড়ানো মাসিমা কখনও ভাবেননি তাঁর এই কাজগুলোর কোনও অর্থমূল্যও কখনও হতে পারে। আজ তাঁর মিলিয়ন অনুগামীর সুবাদে যা উপার্জন করেন জীবনে কখনও ভাবেননি। "এই বয়সে এত পরিশ্রম করেন?" "কোনও পরিশ্রম মনে হয় না গো। কত্তা তো সারাজীবন বাইরে চাকরি করলেন। এর চেয়ে কত বেশি কাজ করেছি। তিনি অবশ্য মানেন সেটা, বলেন আমি না থাকলে ছেলেমেয়ে মানুষ হত না।" অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর পেনশনের চেয়ে তিনগুণ আয় তাঁর এখন, গর্বিত মাসিমা জানান। "এটা ওই মৌখিক স্বীকৃতির চেয়ে বেশি আনন্দের, সত্যিই মানতে হবে। সবাই এখন সেলেব্রিটির চোখে দেখে গো, এই ঘরের কাজের জন্যই!"

তাহলে গৃহশ্রমের মূল্য শুধুই বাজারনির্ভর? অবচেতনে এই মান্যতা সমাজ আসলে দিচ্ছে যে কাজগুলি, ততটা সহজ বা সাধারণ নয়! নিছক ঘরোয়া কাজের ভিডিও দেখার আগ্রহ বা বর্ধিত দর্শককুল কি সেকথাই বলে না? মেয়েদের কি তাহলে ঘুরপথে নিজের কাজের শ্রমের মূল্য এভাবে আদায় করতে হবে?

কেন্দ্রীয় সরকারকৃত একটি সমীক্ষার পরিসংখ্যান বলে পুরুষদের মধ্যে মাত্র উনত্রিশ শতাংশ যেখানে পারিশ্রমিক-বিহীন গৃহকর্মে সময় ব্যয় করে থাকেন, একই বয়সের মহিলাদের বিরানব্বই শতাংশ সেই ধরনের কাজে সময় ব্যয় করেন। মল্লিকাদি, কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছিলেন সেই কবে,

"আপনি বলুন মার্কস শ্রম কাকে বলে! / গৃহশ্রমে মজুরি হয় না বলে/মেয়েগুলি শুধু ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত রেঁধে দেবে?"

আবারও একটা আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে নারীর জন্য নির্ধারিত শ্রমের সংজ্ঞা না হয় নতুন করে নির্মাণের পক্ষে দাঁড়াই আমরা! যতক্ষণ এই গৃহশ্রম শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নির্ধারিত থাকবে তা এভাবেই তাচ্ছিল্যের ও অস্বীকৃত রয়ে যাবে। তাই বোধয় এই কাজগুলিরও এবার আবশ্যিকভাবে লিঙ্গনিরপেক্ষ হওয়া খুব প্রয়োজন। বহু উন্নত দেশেই রীতিমতো বিদ্যালয় স্তর থেকে পাঠক্রমভুক্ত করে শেখানো হয় রান্না বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ, স্কিল ডেভেলপমেন্টের অঙ্গ হিসেবেই। প্রয়োজনে হাতেকলমে থাকুক না এক-দুটি ঘরের কাজের অংশ পাঠক্রমভুক্ত হয়ে। ভাষাশিক্ষা যেমন বাধ্যতামূলক, হাতেকলমে নিজের কাজগুলি শেখা কেন নয়? নয়তো ঘরে ঘরে অধিকাংশ বাড়িতেই পুত্রসন্তানটি জানবে এসব কাজ মেয়েদের। মেয়েরা জানবে এগুলো তো শিখতেই হবে। আর সমাজ বানাবে গৃহলক্ষ্মী তকমার আড়ালে গৃহশ্রমকে ঢেকে রাখার রঙিন মোড়ক। লিঙ্গনির্বিশেষে বাধ্যতামূলকভাবে সব কাজ শিখতে হলে হয়তো একদিন ঘরের কাজ যেমন আলাদা করে মেয়েদের কাজ হবে না, সে কাজে ব্যস্ত মেয়েটিকেও সহকর্মী বলে মনে হবে।

সারাজীবন পাড়াপ্রতিবেশীদের নানা পরামর্শ দেওয়া, ঘরের কাজে সাহায্য করা, পুজোআচ্চায় হাত বাড়ানো মাসিমা কখনও ভাবেননি তাঁর এই কাজগুলোর কোনও অর্থমূল্যও কখনও হতে পারে।

নাবালিকার বিয়ে

তেরোর পাতার পর

করোনার পরে স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে, বাল্যবিবাহ এবং মেয়েদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের পুরুষরা কাজ হারিয়ে ভিনদেশে পাড়ি দিয়েছে। অভিভাবকশূন্য প্রায় গ্রামগুলোতে হিংস্র হায়নারা থাবা বসিয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে জনন অঙ্গ পরিপুষ্ট হওয়ার আগেই মাতৃত্বের আগমন ঘটছে। এর ফলে কত মেয়ে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যাচ্ছে, কেউ অপুষ্ট শিশুর জন্ম দিচ্ছে। বিয়ের পরে কত মেয়ে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হচ্ছে। নয়তো নারী পাচারচক্রের নজরে পড়ে জীবন নদীর বাঁক বদল হয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে এবং চা বাগানের কতশত মেয়ে এভাবে নিত্য হারিয়ে যাচ্ছে।

কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে উত্তরবঙ্গের মেয়েদের এগিয়ে যেতে হয়। পদে পদে নানা বাধা। নদী, জঙ্গলে ভরা পথ দুর্গম হয়ে পড়ে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে হয়। শিক্ষিত মেয়েদের এদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কম। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হয়রানি হতে হচ্ছে। কাজে সেরে রাতে ঘরে ফিরতে কত অপ্রীতিকর ঘটনার সাক্ষী তারা।

সাধারণ ঘরের মেয়েদের এই গল্প প্রতিনিয়ত রচিত হচ্ছে।

মেয়েদের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্যে নানা প্রকল্প, আইন, প্রস্তাবনা আনা হয়েছে। সেগুলো কার্যকরী হয়েছে কি না, কতটুকু পাচ্ছে সেটাও দেখা দরকার। শুধু খাতায়-কলমে থাকলে চলবে না। নারী-পুরুষের সমতা অর্থাৎ লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে হবে।

মেয়েদের জীবনচক্রের তিনটি ধাপ হল- শৈশব, বয়ঃসন্ধি এবং প্রজননকাল। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।

এতদিন যে বিধাতাকে কৃপণ মনে হয়েছিল সেটা যে সত্য নয়, সেই বিশ্বাসটুকু পেতে কেবলমাত্র সরকারি সাহায্যই যথেষ্ট নয়, সাধারণ মানুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

সামান্য মেয়েরাই অসামান্যা হতে পারে একপশলা বৃষ্টি পেলে।

পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার, মেয়েদের সার্বিক উন্নতির জন্যে ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মসংস্থান জরুরি। এই দুইয়ের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মেয়েদের পাশে দাঁড়াবে ছেলেরা, দুটিতে মিলে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঠেলে বলবে,- 'কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়, তুমি আছ, আমি আছি।/পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,/মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।'

কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে উত্তরবঙ্গের মেয়েদের এগিয়ে যেতে হয়। পদে পদে নানা বাধা। নদী, জঙ্গলে ভরা পথ দুর্গম হয়ে পড়ে। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে হয়।

এভাবেও ফিরে আসা যায়

তেরোর পাতার পর

ট্রেনিংয়ের সময় আরও পাঁচ হাজার, তারপরেই তিন মাস পর দশ হাজার ও এক বছর পর কুড়ি হাজার। সেবার এসব প্রলোভনে না পড়েও টিয়ার কন্যাশ্রীর সব টাকা জলে গেছিল কয়েক মাস বাদেই। তারপর রূপশ্রী প্রকল্পের টাকাও। মায়ের মাথায় টিয়ার বিয়ের ভূত চেপেছে তখন। মাসির বরের ফাঁদে পড়ে টিয়ার সে যাত্রায় বিয়ের তোড়জোড় হল আর কন্যাশ্রী, রূপশ্রী সব গেল ভোগে। সেই মেসো নিল বরপক্ষের কাছ থেকে কাটমানি। আর বিয়ের সব যৌতুক কেড়ে নিয়েছে তারা। টিয়া ততক্ষণে বিউটিসিয়ান কোর্সে চুপিচুপি নাম লিখিয়েছে। সেখানে প্রথমে তিন হাজারে ঢুকলে প্রিলি কোর্স। তারপরে সার্টিফিকেট ছ'মাস পর। আবার চার হাজার দিলে ব্রাইডাল মেকআপ। আবার সার্টিফিকেট। তারপর আবার তিন হাজার দিলে ম্যাসাজ। আবার সার্টিফিকেট। কিন্তু প্রথম থেকে একবারও সার্টিফিকেট পায় না। এনরোলমেন্ট চলতেই থাকে। ঠকে গেল টিয়া। মায়ের কাছে চলে এসেছে অনেকদিন আগেই। পাকাপাকিভাবে।

এখন সন্ধ্যায় কেটারিংয়ের কাজ করে। হাতখরচ প্রাপ্তিতে মন কানায় কানায়। ইভেন্টের কাজের খোঁজ পেলেই বিরিয়ানির বাক্স মায়ের হাতে তুলে দেয়। লক্ষ্মীর ভাঁড় উপচানোর চেষ্টায় ছুটে বেড়ায়। বন্ধুর ফাঁদে পড়ে এক রবিবার মেট্রো ধরে, অটোর ভাড়া গুনে টিয়ারা পৌঁছায় এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

বিশাল লাইন। মাথাপিছু একজন অভিভাবক। মায়েদের টুপি পরানো সহজ। বেঞ্চিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে তারা। একসময় ডাক পড়ে টিয়ার। পেলেও পেতে পার অমূল্য রতন! তবে ফোকটে ব্রেনওয়াশটা হয়েও হল না। বনলতা শুনেই বললেন, শেষে তুইও পিরামিড স্কিমের ফাঁদে পড়লি?

না। গাঁটের কড়ি খরচা করে সেই ফাঁদের জাল থেকে মুক্ত করে ফিরে এসেছিল টিয়া সে যাত্রায়। আট হাজারের বিনিময়ে আটহাজারি চাকরি। পিরামিড ব্যবসায়ের প্রলোভনের ফাঁদে পা দেয়নি সে।

বনলতা তারিফ করেন টিয়ার বুদ্ধির। এমন কত গল্প বনলতা প্রত্যক্ষ করেছেন। টিয়ার বাপও ঠগ-জোচ্চোর। পরপর দুই মেয়ের জন্ম দেবার দোষে অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে ভেগে পড়েছিল লোকটা।

তবে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তাক লাগিয়েছে বনলতার দেখা জীবনের সবচাইতে স্মার্ট সহকারী। সেটাই হাইট! তাঁর বাড়িতে নাগাড়ে কাজ করছে রত্না। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ করলেন, কাজে অমনোযোগ, ভুলভ্রান্তি। ডাকলে সাড়া পান না। ছাদ থেকে তরতর করে নেমে এসে বলে স্যরি।

শিক্ষিত রত্নার বেশ চোখা চোখা ব্যক্তিত্ব। ঝকঝকে চেহারা স্মার্টফোনের যুগে। হোয়াটসঅ্যাপের স্ট্যাটাসে ইনস্টাগ্রামের লিংক দেখে চমকে উঠলেন বনলতা। জিজ্ঞাসা করতেই রত্নাও হাতে চাঁদ পায়। নিজের মুখেই স্বীকারোক্তি তার... ধরাবাঁধা আর থাকবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিব্যি রোজগার চলছে। কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে রত্নার এ যেন মেটামরফোসিস। বনলতা রীতিমতোই আপ্লুত হলেন। এ তো দারুণ কথা রে! যা পাখি, উড়তে দিলাম তোকে...রত্না সেখানে মনের আনন্দে, মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে কখনও সাজগোজ, কখনও চুল বাঁধছে। কখনও রান্না করছে... না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ। 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,/ওরে উথলি উঠেছে বারি,/ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ/ রুধিয়া রাখিতে নারি।'

নিজের চোখে সেদিন বনলতার এক সত্যিকারের নারী দিবস পালন হল।

শাপলা

মনোনীতা চক্রবর্তী

ছবি : এআই

আরও একটা জন্মদিনের দিকে এগোচ্ছে স্বচ্ছতোয়া। আরও একটা ঝমঝম উদযাপন। যদিও শ্রাবণ নয়, চৈত্রের চড়কমেলার মতো একটা ভিড়ের হইহই আছে। রোদ্দুর আছে। ঝলমল ত্বক, হাসি সব আছে। আর যা আছে, তা হল পিঠে বড়শি বেঁধানো ব্যথার মতো একটা টনটন করা অপেক্ষা।

খুব ভোরেই ঘুম ভেঙেছে আজ তার। ওয়ার্ডরোবের দিকে সন্ধানী চোখ। কিছুতেই স্বস্তি নেই। নীলপাখি আঁকা ব্রহ্মপুত্রের পাঠানো শাড়িটা, নাকি পুজোয় কেনা সমুদ্ররঙের সালোয়ার! খুব কনফিউজড! কিছুতেই যেন প্রপার মেন্টাল মেকআপ হচ্ছিল না! এদিকে স্কুল; ছুটি নেওয়ার কোনও উপায়ই নেই!

একবার "শাপলা"-য় গিয়ে ক্যানভাসটা ঠিকঠাক দেখে নিচ্ছে, আবার ভালো করে ঢেকে দিচ্ছে। অদ্ভুত একটা শিশু যেন ওর সমগ্রজুড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে! 'শাপলা' ওর ছবিঘর। ওর নিজের এক দুনিয়া। ওর সমস্ত সলিলোকি সেখানে জমা থাকে। থাকে শ্বাসের চলাচল। রঙের সানাই আনমনে ফুসফুসকে উজাড় করে হাওয়া নিংড়ে দেয় সেখানে, আর স্বচ্ছতোয়া অবিকল নাচ হয়ে ওঠে! সরস্বতীরঙের শাড়িতে ও সাক্ষাৎ 'দেবী' হয়ে ওঠে! ওখানে ডায়েরি ডানা পায় কেবল! ভাঁজ-ভাঁজ চুল যখন ওর নরম মুখটাকে আরও নরম করে তোলে, তখন ওর খুব মনে পড়ে প্রথম সূর্যের কথা। মায়ের কথা। বারবার মনে পড়ে সেসব। নীচে মামমাম বারবার খেতে ডাকছে। কোনওরকমে নাকেমুখে দিয়ে বেরিয়ে গেল স্বচ্ছতোয়া।

সমুদ্রনীলে স্বচ্ছতোয়া আজ সত্যিই ভারী উজ্জ্বল! অপেক্ষার ত্বকে শীতলাগার আগেই যে তাকে যেতে হবে স্টেশনে!

কথায়-কথায় ভুলেই যায় ডায়েরির কথা। তখনকারটা তখনই ডায়েরিতে লিখে রাখা স্বচ্ছতোয়ার বরাবরের অভ্যেস। রাত যখন কালোর গায়ে আরও কালি ঢালছে; ঠিক তখন, সময়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কিছুক্ষণ পরপরই ম্যাম ডায়েরি খুলে লিখে রাখেন যাবতীয় স্নানগান, রূপকথা, ফ্যান্টাসি আর হিলহিলে সাপের মতো বাস্তব, শৃঙ্গারের শ্লোক, ঘিনঘিনে পোকা কিলবিল করা ডাস্টবিন থেকে অপ্রকৃতিস্থ চিহ্নহীন মানুষের হামলে পড়ে খাবার খোঁজ; চোখ ঝুঁকে যাওয়া দৃশ্য...সব-সব-সব!

ওই ডায়েরিতেই লুকোনো ছিল লাবণ্যর অস্ফুট সদ্য কৈশোর। ছিল বিছানাবদলের সূক্ষ্ম-সুবিধাবাদ। কোথাও কারও কোনও আপত্তি নেই। শুধু পলক না-পড়া লাবণ্যর যুবতি চোখের বিস্ময়! চামড়ার যুদ্ধে আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে বাঁচাতে চায় তাদের জন্মঅহংকার!

সাবালক হয় ডায়েরির পাতা। স্বচ্ছতোয়া বয়ে চলে খেয়ালে। এমনই ও। হঠাৎ নজর কাড়ে স্রোতস্বিনীদির ফ্যাকাশে মুখ। আসলে, টিফিন-ব্রেকে ওরা ইউটিউবে একটা মুভি দেখছিল। সেখানে একা থাকা বাবার একটা সিন আসতেই কেমন একটা চুপ হয়ে গেল স্রোতস্বিনীদি!

এবারে দেবীদি। তখন থার্ড ইয়ার। কলেজ যায়নি। বাড়ির চারপাশে ঘিরে আছে প্রচুর গাছ। মাঝে উঠোন। পাশেই কুয়োপাড়। উত্তরের জানলা। তাকালেই দেবীদি নস্টালজিক হয়ে পড়ে। সহজপাঠ। অপলকে দেখত পাশের প্রাইমারি স্কুল। জানলা তো নয়, যেন মিনিদরজা! শুনসান বাড়ি। একা দেবীদি। জানলা থেকে ভেসে আসে সোহাগ মাস্টারমশাইয়ের বাক্যরচনার লাইন। শব্দটা ছিল 'মহাজন'। আর উচ্চারিত বাক্যটি হল - "মহাজন চড়া সুদে টাকা ধার দেন।'' এরপর থেকে আর কখনও সোহাগ মাস্টারমশাইয়ের আওয়াজ কেউ কখনও শোনেনি। সবে কুয়োয় বালতি নামছে, পরপর বিকট আওয়াজ! সর্বস্ব দিয়ে একদৌড়ে দেবীদি ছুটে যায় জানলার দিকে। অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছিল দুজন লোককে। এই যে পরিণতি, ভাবতেই পারেনি! থরথর করে কাঁপছিল দু'পা! ওর মধ্যেই কে যেন এসে বালিশ চাইতেই, আগুপিছু না ভেবে দেবীদি বের করে দেয় বালিশ। ঘিলু বেরোনো সোহাগ মাস্টারমশাইয়ের জবজবে রক্তেভেজা মাথা! ঠ্যালাগাড়িতে সোহাগ মাস্টারমশাই আর তাঁর নীরবপাঠ! চোখের সামনে রাজনৈতিক উত্তালের শিকার হতে দেখল নিজের ছোটবেলার প্রিয় শিক্ষককে! ভয়ংকর এই ঘটনার আকস্মিকতা না নিতে পেরে মাস্টারমশাইয়ের বড় মেয়ে চিরকালের মতো বাকশক্তি হারায়। তার ঠিক এক মাস পরেই ছোট মেয়েও পরপারে! অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! সোহাগ মাস্টারমশাইকে প্রথম গুলি ছুঁতে পারেনি, বিপদের সংকেত পেয়ে মুরগিরা যেমন একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে, ঠিক সেভাবেই ক্লাস টু ত্রাহি চিৎকার করে সমস্বরে! সোহাগ মাস্টারমশাইয়ের আগেই গুলিতে জখম ক্লাস টু-এর রোশনি! রোশনি নিভে গেল। এমন রসিকতা ঈশ্বর করেন কেন!

এই জেনারেশনের হয়েও স্বচ্ছতোয়া আজও কোনও সোশ্যাল সাইটে নিজেকে রাখেনি। শুধু ছবি-পড়া-লেখা আর দ্যাখাটুকু নিয়েই ওর আস্তজীবন। শুধুমাত্র এসএমএস বা ফোন। এই দিয়েই স্বচ্ছতোয়া দূরকে দূরে রাখে, নিজেকেও..

আজ, ব্রহ্মপুত্র আসবে। স্বচ্ছতোয়ার জন্মদিনে স্বচ্ছতোয়ার সেরা উপহার নিয়ে!

কথায়-কথায় স্রোতস্বিনীদিকে জিজ্ঞেস করল-

---আচ্ছা, আমার বন্ধু আসবে । প্রথম দেখা হবে। এই আউটফিটটা চলবে গো?

---- প্রথম?

---- কিছু না গো...

ওদের দুজনের কথায় ফোড়ন কেটে রিয়া বলে...

----একজনের সঙ্গে রং নাম্বারে ওর রাইট কানেকশন হয়ে যায়। সেই বন্ধুবর আজ আসছেন। আর মাননীয়া যাবেন তাঁকে রিসিভ করতে, বুঝলে?

কথা শেষ হতে-না-হতেই ব্রহ্মপুত্রের ফোন। এর মধ্যেই স্রোতস্বিনী ওই শাড়িটার কথা কখনও শুনেছিল ওরই মুখে। এবারে দুইয়ে দুইয়ে মেলাতে অসুবিধে হল না।

বলল,

--- শোন-না, তুই একটু আগে বলছিলি যে কী পরবি, আমার মনে হয়, তুই ওর দেওয়া সেই নীলপাখিটার শাড়িটাই পরিস। তোর বন্ধুর এক্কেবারে দিলখুশ হয়ে যাবে!

এরমধ্যেই রিয়া খুব খুশি-খুশি বলে ওঠে—

---- আচ্ছা স্বচ্ছতোয়া, কী করে তোরা একে-অপরকে চিনবি? চিনতে পারবি তো?

স্বচ্ছতোয়া বলে, আমি দেখতে চাই যে, সত্যিই সবকিছুর সাহায্য ছাড়াই আমরা একে-অপরকে চিনে নিতে পারি কি না। শুধু একটাই ক্লু, আমি নীল পরব। আর ব্রহ্মপুত্র খুঁজে নেবে আমায়। ব্যাস...

চিলতে হাসিতে বাঁকা ভ্রূ যেন কৌশল খুলে রেখে আইভরি-ভরসা বিছিয়ে দিয়েছে স্বচ্ছতোয়ার কপালে।

সাগরিকাদির সদ্য শেখা সেলফির বাড়িয়ে দেওয়া হাত; লেন্স জানে কাঁপা হাতেদের কথা...

মিড-ডে মিলের চারুলতাদির দিকে আগের মতো আর তাকাতে পারে না স্বচ্ছতোয়া। কিশোরদা চলে যাবার পর সব যেন কেমন! দেখলে মনে হত, এই-ই তো প্রেম! সব সম্পর্কের কি শিরোনাম দিতেই হয়! ভাসুক না চারুলতাদির যত্ন কাগজের নৌকোয়, যে জলে একদিন সে হারিয়েছিল তার শিশুকন্যা, সে জলে! কিশোরদা নেই প্রায় বছর তিন। চারুলতাদি সিঁদুর পরে। উজ্জ্বল লাল। ওঁর স্বামী ফিরে এসেছেন। আজও কিশোরদার পরিবার আগলে চারুলতা। বিশ্বাসের রং লাল, কমলা না নীল জানা নেই। তবে,

ছোটগল্প

এই জেনারেশনের হয়েও স্বচ্ছতোয়া আজও কোনও সোশ্যাল সাইটে নিজেকে রাখেনি। শুধু ছবি-পড়া-লেখা আর দ্যাখাটুকু নিয়েই ওর আস্তজীবন। শুধুমাত্র এসএমএস বা ফোন। এই দিয়েই স্বচ্ছতোয়া দূরকে দূরে রাখে, নিজেকেও.. আজ, ব্রহ্মপুত্র আসবে। জন্মদিনে স্বচ্ছতোয়ার সেরা উপহার নিয়ে!

শপথের রং প্রেমের রং সমর্পণের রং লাল; সন্ন্যাসিনী আর জলদস্যুর আদরের পর নদী যে লালে ভেসে যায়, তেমনই ...

সবক'টা অক্ষর পা দুলিয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে। কেউ কেউ প্ল্যানচেটে, কেউ কেউ দীর্ঘ ইনসমনিয়ার পর উচ্ছন্ন শরীরে, অলৌকিক নদীর ডুবজলে; ওয়াক্সড পায়ে ব্র্যান্ডেড হাইহিলে...

সব তোলা আছে। আজও কেন ওর ক্যামেরা শুধু লাশেদের ছবি ছাড়া আর কারও ছবি তোলে না, সেসব আছে।

বাবিনকে ফোন করে স্বচ্ছতোয়া। হাতে আর ঘণ্টা দুয়েক সময়মাত্র। খুব ঘামছে। অবশেষে বাড়ি। বাবিন একগাদা ফুল আর বেলুনে সাজিয়েছে বাড়ি। মেয়ে তো দেখেই খুশিতে পাগল!

এরপর, লাঞ্চ টেবিল দেখে মেয়ের চক্ষু চড়কগাছ! কী নেই! পঞ্চব্যঞ্জন ছাড়িয়ে ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দশম ব্লা-ব্লা-ব্লা!

মেয়ের পক্ষ নিয়ে বাবা মেয়ের খাবারের দারুণ এডিটিং করেন!

বাঁকা সুরে বাগেশ্রী বলে ওঠে—

------ সবেতেই জোট না বাঁধলে দেখছি বাবুর শান্তি নেই!

বেশ হেসে-হেসে অন্ত্যমিল বলেন—

-----জোট তো আছেই। অস্বীকার করে কী লাভ। তবে আমরা অপোজিশনকে বেশ সম্মান-টম্মান দিই বুঝলে, গিন্নি!

ততক্ষণে স্বচ্ছতোয়া ফোনে জেনে নেয় ব্রহ্মপুত্র ঠিক কোন জায়গায় এখন। স্টেশনে ঢুকতে আরও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক তো হবেই। ততক্ষণে আবার ডায়েরিতে মন দেয়। ওর বেগুনি কালি লিখে চলেছে পাশের বাড়ির বিন্দিয়ার হাসি-কান্নার যুগলবন্দি...একাদোক্কা, ইচিং-বিচিং , স্কুল ব্যাগ, বার্বিডলের পিংক পেন্সিলবক্স... হ্যানা-মন-টায়নার মনোযোগ সব... সব!

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই টনক নড়ে ম্যামের। এখনও কত কী বাকি! রাসুদিই ওকে পরিয়ে দেবে ওই নীল অ্যাপ্লিক করা পাখির শাড়িটা। ডানা দুটোয় কী চমৎকার মধুবনী কারুকাজ! কতবার যে ও শাড়িটাকে বুকে নিয়ে জড়িয়ে চুমু খেল! ভালোবাসার একটা আলাদা গন্ধ থাকে। রাসুদি, পলিদি সবাই এসে গেছে। জলিদি হেয়ারসেট করবে। চোখটা নিজেই সাজাবে স্বচ্ছতোয়া। শুধু স্রোতস্বিনীদির দেওয়া নীল বড় টিপ।

আরতিদি, অর্চনাদি, জলিদি, মিলি আর নূপুরও এসেছে। এপাড়ায় প্রতিবেশীদের মধ্যে এক অসম্ভব সুন্দর সম্পর্ক! ছবিঘরটাও পাল্লা দিয়ে সেজে ওঠে। নূপুর এলেই 'শাপলা'-র প্রিয় রঙমহলে একবার ঢুকবেই! ভেসে আসছেন নির্মলা মিশ্র... ''কে জানে কোথায় কবে কোন ভূমিকায়... জীবনের সাজঘর কাকে কে সাজায়...''

হঠাৎ ওর চোখ যায় ডায়েরিটার দিকে। খোলা পাতা। খুব পরিচিত কয়েকটি বাক্য নজরে আসে। ওর চেনাও একজন যেন শুয়ে আছে রিকেট রোগীর মতো, পেটটা ফুলে ঢোল; পাশের বাড়ির উঠোনে সুপুরি কুড়োতে কুড়োতে যেদিন জেসমিন খালেদচাচার ছোড়া বোমে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, সেদিনের কিশোরী জেসমিনের মতোই অক্ষরগুলো ছিন্নভিন্ন ছিল...চুপ না থাকাই ছিল তার অপরাধ। যদিও রাজরং ঢেলে সাজানো হয়েছিল। নকশাল মুভমেন্টের কথা বাবার কাছে অনেকবার শুনেছে নূপুর। প্রতিবারই অন্য এক মশাল দেখেছে বাবার চোখে! এসব অক্ষর এখানে কেন! কেন স্বচ্ছতোয়া এমন সব অনাহারী বর্ণমালাকে জড়িয়ে রেখেছে! পরের পাতায় একটাই শাপলা, মহারানির মতো হাত-পা ছড়িয়ে... কিছু ব্লিডিং-হার্ট, গোলাপ-পাপড়ি কাগজের ভাঁজে-ভাঁজে...

সমস্ত নীরবতা ঝনঝন করে ভেঙে দিল বাগেশ্রী।

নীলপাখি জড়ানো শাড়িতে স্বচ্ছতোয়াকে অসামান্য লাগছে! পালসটা কিন্তু বেশ হাই মনে হচ্ছে ওর! বেরিয়ে পড়ে স্বচ্ছতোয়া। কত কী-ই যে ভাবছে 'কী জানি কী হয়'!

আনমনেই হেসে ফেলে! গাড়ি থামে আলুয়াবাড়ি স্টেশনে। নিজেকে যেন অবিরত কম্পোজ করতে থাকে স্বচ্ছতোয়া! সারা প্ল্যাটফর্মজুড়ে অসংখ্য নীলপাখি ওর পাড়-কুচি-ইয়ক-আঁচল থেকে উড়তে থাকে; স্টেশন চত্বর ঘিরে ফেলে নীলপাখির ঝাঁক! দার্জিলিং মেল রাজগতিতে এগিয়ে যায় এনজেপি-র দিকে। কোনওরকমে প্ল্যাটফর্মের একটা পিলারে হেলান দিয়ে ওই সাড়ে চার ফুটের পোলিও আক্রান্ত মেয়েটি অপেক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। বড়জোর জনা দশ-বারো প্যাসেঞ্জার নেমেছিল। কারও চোখে কি ওই এক ঝাঁক নীলপাখি চোখে পড়ল না একটিবারও? নাকি, ওই পাখিগুলোই ব্রহ্মপুত্রকে এই পোলিও আক্রান্ত অসাড় পায়ের বিকলাঙ্গ মেয়েটির থেকে বাঁচিয়ে দিল?

ব্যাগ থেকে ওয়ান-স্টেপ-ওয়ান গালে লাগিয়ে, চোখে নীল কাজল বুলিয়ে নিল স্বচ্ছতোয়া। ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি... নিজেকেই নিজেকে এসএমএস করে। ড্রাফটে জমা হয় সেসব।

ড্রাইভার দাদা বললে—

---- দিদিমণি, এই ট্রেনেই কি আসার কথা ছিল দাদাবাবুর?

নিজেকে সামলে হাসিমুখে বলল---

----- না গো, রাজীবদা, আমারই ভুল। এই ট্রেনে নয়, অন্য ট্রেনে আসছিল কিন্তু হঠাৎ অফিস থেকে জরুরি তলব। অগত্যা, মালদা স্টেশন থেকে দাদাবাবুকে ফিরে যেতে হচ্ছে! মস্ত পদে কাজ করেন তো! ইসস! আমারই ভুল, একে তো ভুল ট্রেন শুনেছি, তার ওপর কত আগেই চলে এসেছি! এই দ্যাখো না, কতবার আমাকে ফোন-মেসেজ করেছে! ফোনটা সাইলেন্ট মোডে কীভাবে যে হয়ে গিয়েছিল!

রাজীবদার গলার ভেতরটা শুকিয়ে যায়। একটি কথাও বেরোয় না। শুধু চোখ লেগে থাকে মাটির দিকে। এরপর, অনেকগুলো ট্রেন এল-গেল... ফোনের চার্জও শেষ... পার্পল লিপিস্টিকটা ঠোঁটে বুলিয়ে রাজীবদাকে বলল---

---- আমার হাতটা একটু ধরো না গো! পা-টা কী ভারী হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি চলো রাজীবদা; মামমাম-বাবিন খুব চিন্তা করছে! দ্যাখো, ডায়েরিটা আনতেও ভুলে গেছি! এতক্ষণ আমার আরও কমপক্ষে ছ'শো থেকে সাতশো শব্দ লেখা হয়ে যেত। আমার উপন্যাসের শেষের আটচল্লিশ পাতা থেকে ইউটার্ন-এ এসে আরও-একটিবার স্বচ্ছতোয়ার সঙ্গে মহাশূন্যে দু'হাত ছড়িয়ে সকলে মিলে বলত, 'হেমলক কণ্ঠে থাক, অশ্রুতে নয়...'

কে যেন ডায়েরির পাতায় খুব দ্রুত লিখেই চলেছে --- "একটিবারও নিজের কিনে দেওয়া নীলপাখির শাড়ি, নীলটিপ দেখেও আমায় চেনেনি, এও কি সম্ভব!"

ক্যালিগ্রাফি ফুঁড়ে অক্ষর থেকে বেরিয়ে আসছে রক্তাক্ত ভ্রূণ। দূষিত রক্তের গন্ধে তীব্র গুলিয়ে যাচ্ছে গা! মাস্টারমশাই, যিনি কিনা জেঠুর বন্ধু, তিনি ভালোবেসে বছর চোদ্দোর মেয়েটিকে এই উপহার দিয়েছেন! গর্ভহত্যা করাতে গিয়ে মেয়েটি সারাজীবনের মতো বাকশক্তি হারিয়েছে। কাউকে সেভাবে চিনতেও পারে না আর। আর স্কুলে যায় না সে।

এখনও তেমন কেউ আসেনি বাড়িতে। ঢুকতে-ঢুকতেই বাগেশ্রী বলে------- ব্রহ্মপুত্র কোথায়?

স্বচ্ছতোয়া চুপ। রঙিন বেলুনের সুতো ঝুলছে শুধু।

মামমামের চোখে চোখ রাখতে পারছে না স্বচ্ছতোয়া। শাওয়ারে ভিজছে এভাবেই সাতাশটা জন্মদিন...

রাক্ষসের মতো যা পেয়েছে, সব খেয়েছে স্বচ্ছতোয়া! রাজীবদা একটা দানাও খায়নি।

কার্ডস্ট্রিন 'ল্যাবরেটরি'-র স্বপ্নমদির নেশায় মাখা। সোসাইটির বিবর্তন। কত ধাপ! কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছে না ওরা। বাবিন শোয়ার পর স্বচ্ছতোয়া মায়ের পেটের ভিতর গুটিশুটি হয়ে শুয়ে, নেভা আলোয় মায়ের দু'হাত দিয়ে নিজের চোখ আর ওর হাত দিয়ে মায়ের চোখ মোছাতে থাকে...

রাত দুটো প্রায়। এখনও তিনশো শব্দের জন্য সাড়ে তিনশো গুণ সাড়ে তিনহাত মাটি খুঁজতে হবে। পৌনে চারশো কোটি জন্মান্তরকে পিরের দরগায় লাল-কালো সুতোতে বেঁধে আসতে হবে। লালনসাঁই, শাহ আবদুল করিম সাহেবের পাণ্ডুলিপি খুঁজে আনবে একঝাঁক নীলপাখি। গলা ছেড়ে গাইবে ক্যালিগ্রাফি...

ছবিঘর জুড়ে শাপলাবন! অসংখ্য পাপড়ির সমবেত ঘুমমুদ্রা, সঙ্গে মা-মেয়ের দুটো ঘুমন্ত মুখ; ক্রমশ হয়ে উঠছে গোলাপিনক্ষত্র, আর তা থেকে কী নিবিড়ে উপচে পড়ছে প্রিয়তম উচ্চারণ...

---''যে দুঃখ পায়নি, সে বড়ো দুখি...''

এডুকেশন ক্যাম্পাস

সানিয়া পারিভন, সপ্তম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

সুতপা বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

বিবেক ভৌমিক, নবম শ্রেণি, পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি।

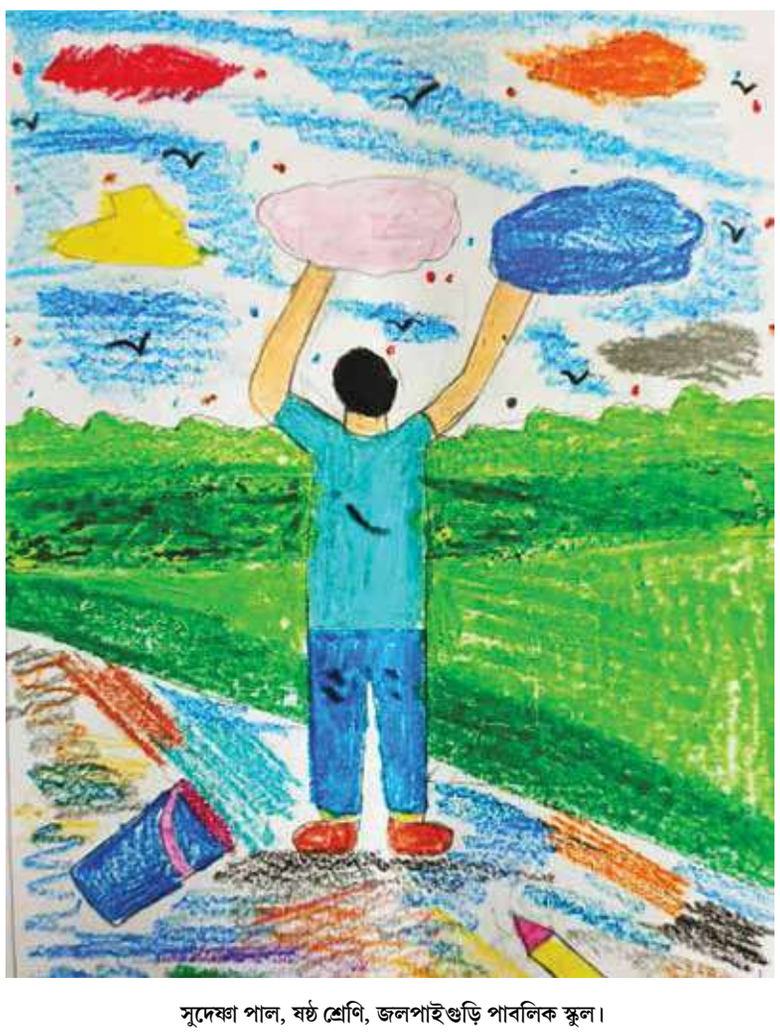

সুদেষ্ণা পাল, ষষ্ঠ শ্রেণি, জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুল।

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহদেবতার কথা

পূর্বা সেনগুপ্ত

তখন বৈষ্ণবদের ভক্তির রসে আপ্লুত, তন্ত্রের আচারে সিদ্ধ শক্তিপীঠ এই বঙ্গভূমি। এরই মধ্যে হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়, পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রামণি দেবী।

এ এক অদ্ভুত পরিবারের বিচিত্র ইতিহাস। স্বর্গস্থিত দেবতা আর মাটির মানুষ- একই সঙ্গে যে পরিবারের মধ্যে জীবন্ত হয়ে বিরাজ করে সে পরিবারের সদস্যরা হয় দেবসত্ত্বায় পরিপূর্ণ। অলীক জগতের ভাষায় মাখানো চমকপ্রদ এক অধ্যায় আমরা আজ তুলে ধরব।

হুগলি, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার সীমান্তরেখায় অবস্থিত শস্যশ্যামলা বৈষ্ণবভাব প্রধান কামারপুকুর গ্রামটি। হুগলি জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে- যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা পরস্পর মিলিত হয়েছে, সেই স্থানের কিছু দূরেই তিনটি গ্রাম- শ্রীপুর, কামারপুকুর আর মুকুন্দপুর। ত্রিকোণমণ্ডলীকৃত এই গ্রাম তিনটি পরস্পর এত সন্নিবদ্ধ অবস্থায় বিরাজিত ছিল যে বিদেশিদের কাছে এই তিনটি গ্রাম একত্রে 'কামারপুকুর' নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় জমিদার কামারপুকুরে বাস করতেন বলে এই গ্রামটি আরও দুটি গ্রামের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে।

তবে আমাদের আলোচনার সূচনা কিন্তু কামারপুকুর নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আদিবাড়ি ছিল দেরে বা দ্বরিয়াপুর গ্রামে। বেশ কয়েকবছর আগের কথা। এক সকালে দেরে গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেরে গ্রামে এই পরিবারের আদি গৃহ তখন সবেমাত্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধীনে এসেছে। নতুন মন্দির তৈরি হচ্ছে, সেই মন্দিরের সোজাসুজি প্রাচীন আটচালা ধাঁচের একটি মন্দির। সেখানে এক শালগ্রাম পূজিত হচ্ছেন। যে শালগ্রামের কথা আমরা পরে আলোচনা করব। আগে এই দেরে গ্রাম থেকে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কামারপুকুরে চলে যাওয়ার মূল ঘটনাটি জানতে হবে।

সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে- এই তিনটি সমৃদ্ধ গ্রাম পাশাপাশি। এর মধ্যে সাতবেড়ে গ্রামে এই তিন গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় বাস করতেন। তখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক, বাংলার অভিশাপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হয়েছে। শুরু হয়েছে জমিদারদের শোষণ। গ্রামবাংলার জনজীবন জমিদারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন। জমিদার সহৃদয় হলে গ্রামবাসী স্বচ্ছন্দে বাস করেন, আর অত্যাচারী জমিদারদের অস্তিত্ব জন্ম দেয় নানা করুণ কাহিনীর।

এমনই এক অত্যাচারী জমিদার ছিলেন রামানন্দ রায় বা রামকান্ত রায়। সাতবেড়িয়া গ্রামে বাস ছিল তাঁর। রামানন্দ রায়ের পূর্বপুরুষ রামকিরণ রায় সাতবেড়িয়ায় বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তার সঙ্গে মন্দির। সেই মন্দিরে শালগ্রাম রঘুবীরজিউ, মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপ, পাশে অতিথিশালা, গঙ্গাধর নামে শিবের আরও একটি পৃথক মন্দির। সে বিরাট আয়োজন। এর সঙ্গে বিরাট অট্টালিকার অন্দরমহল সাতটি পাঁচিলের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা। এই সাতটি দ্বার বা বেষ্টনীর জন্য স্থানটির নাম হয়েছিল সাতবেড়িয়া।

এই রায় পরিবারের কোনও সদস্যের অনুরোধে, হয়তো রামকিরণ রায়ের সময়ই সুলতানপুর থেকে বলরাম চট্টোপাধ্যায় এই সাতবেড়িয়ার রায় পরিবারের পুরোহিত হয়ে এই অঞ্চলে আসেন। দেরে গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। এই বলরাম চট্টোপাধ্যায় হলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ।

অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি এই অঞ্চলে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আগমনই হয়েছিল রঘুবীর নামে এক শালগ্রামকে পূজা-সেবার অধিকার নিয়ে।

বলরাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামলোচনের একমাত্র পুত্র মানিকরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রায় পরিবারের পূজা অর্চনায় দিনযাপন করতেন। চট্টোপাধ্যায় পরিবার রামভক্ত বৈষ্ণব। তাঁদের পরিবারের পুরুষদের নামকরণের মধ্যে রাম শব্দটির ব্যবহার তারই প্রমাণ দেয়।

আমরা দেরে গ্রামে যে মন্দিরের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম সেটি ছিল বলরাম চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এই বংশের গৃহদেবতা 'রঘুবীর'-এর মন্দির। এ পর্যন্ত আমরা দুটি প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক রঘুবীর শিলার কথা জানলাম। এরপরের অধ্যায় চট্টোপাধ্যায় পরিবারের জন্য খুবই যন্ত্রণাপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেই যন্ত্রণা যেন বজ্রের মতো নেমে এসেছিল এক পরম আনন্দকে লাভ করার দৈব পরিকল্পনা রূপে।

ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো ছিল। তা তিক্ত আকার ধারণ করল রামানন্দ রায়ের সময়। ধন আছে রামানন্দের, কিন্তু অত্যাচারী তিনি। গ্রামবাসীর জমি গ্রাস করতে তাঁর মতো পটু দ্বিতীয়জন নেই। এই জমি নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দুর্গাচরণ মিত্রের কাছ থেকে দেরের পাশে খেজুরবাঁদি, কোকন্দ ইত্যাদি গ্রামের লাটটি কিনে নেন।

এই নিয়ে দুর্গাচরণের সঙ্গে রামানন্দের মামলা শুরু। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী, তাই সাক্ষীকেও শক্তিশালী হতে হবে। এই সাক্ষী সংগ্রহের জন্য রামানন্দর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পুরোহিত বংশস্থ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। এই ব্রাহ্মণের বিশেষ গুণ তাঁর

রঘুবীর। (ডানদিকে) মা শীতলার ঘট। দ্বিতীয় ছবিটি তুলেছেন বর্তমান পুরোহিত তারক ঘোষাল

সত্যবাদিতা। মিথ্যা তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশের অধিকার পায় না। তাঁর কথা কেউ মিথ্যা বলে নাকচ করে দেবে না। তাই রামানন্দ তাঁকেই সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সত্যবাদী ক্ষুদিরাম মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি হলেন না।

মামলায় পরাজিত হতে হল রামানন্দকে। তিনি দুর্গাচরণের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে বাধ্য হলেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর সমস্ত ক্রোধ গিয়ে পড়ল ক্ষুদিরামের ওপর। অত্যাচারী জমিদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাহায্য নিলেন। ওই সময় পরপর দু'বছর খরা ও অতিবৃষ্টির জন্য ঠিকমতো ফসল হল না। ফলে ক্ষুদিরাম সেবার রামানন্দের তালুকদারকে ঠিকমতো ফসল জমা দিতে পারলেন না। ফসল না দেওয়ার অভিযোগে সমস্ত জমি কেড়ে নিলেন রামানন্দ, বাকি থাকল শুধু বাস্তু জমিটুকু।

চট্টোপাধ্যায় পরিবার যখন চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি, তখন রামানন্দ দশ হাজার টাকার মিথ্যা মামলা রুজু করলেন। ফলে বাস্তুভিটাটিও অধিকার করে নিলেন রামানন্দ। শুধু তাই নয়, রায় পরিবার গৃহদেবতার

পর্ব - ৩৭

সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে- এই তিনটি সমৃদ্ধ গ্রাম পাশাপাশি। এর মধ্যে সাতবেড়ে গ্রামে এই তিন গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায় বাস করতেন। তখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক, বাংলার অভিশাপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হয়েছে। শুরু হয়েছে জমিদারদের শোষণ। গ্রামবাংলার জনজীবন জমিদারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন।

পুরোহিত বংশকে যে দেবোত্তর সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন, সেই সম্পত্তিও কেড়ে নিলেন। কিংবদন্তি হল, রামানন্দ তাঁর লেঠেল শিবু চাঁড়ালকে আদেশ দিয়েছিলেন ক্ষুদিরামকে বেঁধে আনতে। লেঠেল বাঁধতে গিয়ে দেখতে পান তাঁর সম্মুখে স্বয়ং জটাজুটধারী শিব দণ্ডায়মান। শিবু তৎক্ষণাৎ ক্ষুদিরামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাতের অন্ধকারে ক্ষুদিরামকে দেরে গ্রাম ত্যাগ করতে সাহায্য করেন।

গ্রাম ত্যাগ করে ক্ষুদিরাম রাতের অন্ধকারে উপস্থিত হলেন কামারপুকুরে। দেরে গ্রাম থেকে গাড়িতে আধ ঘণ্টা দূরে কামারপুকুর। একেবারে পাশের গ্রামই বলা যেতে পারে। কামারপুকুরের জমিদার সুখলাল গোস্বামী ক্ষুদিরামের বন্ধু ছিলেন। এই সজ্জন ও বন্ধুবৎসল সুখলাল বন্ধুর বিপদের দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর উদ্যোগে কামারপুকুর হল চট্টোপাধ্যায়ের নতুন আবাস। যা জগতের কাছে চিরকাল বন্দিত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগল।

ক্ষুদিরামের পিতা মানিকরামের তিন পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ ছিলেন ক্ষুদিরাম। এছাড়া নিধিরাম ও রামকানাই নামে আরও দুই পুত্র ছিল, একমাত্র কন্যার নাম রামশীলা। ক্ষুদিরাম সম্ভবত ১১৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাই মানিকরামের মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির দায়িত্ব ক্ষুদিরামের ওপর ন্যস্ত হয়। শোনা যায়, দেরে গ্রামে ক্ষুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা জমি ছিল।

তিনি অর্থকরী অন্য কোনওকিছু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন কি না জানা যায় না। তাঁর জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মপ্রাণতা। সঠিক ব্রাহ্মণত্বকে তিনি জীবনে প্রতিফলিত করেছিলেন। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করতেন না। সর্বস্বান্ত হয়ে ক্ষুদিরামকে যেদিন দেরে গ্রাম ত্যাগ করতে হয় সেদিনও তিনি তাঁর ধর্মবোধ থেকে বিচ্যুত হননি। সেই বিপদের দিনে সুখলাল শুধু তাঁকে আশ্রয় দিলেন না নিজের বসতবাড়ির একাংশে কয়েকটি চালাঘর চিরকালের জন্য বন্ধুকে দান করলেন। তাঁর সঙ্গে সংসার নির্বাহের জন্য এক বিঘা দশ ছটাক জমির টুকরো প্রদান করলেন। যে জমিটি 'লক্ষ্মীজলা' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। কারণ অতটুকু জমিতেই আশ্চর্যভাবে সমস্ত বছরের মোটা ভাতের অভাব মিটে যেত। কামারপুকুরে শুধু এই আশ্রয়টুকু নিয়ে ক্ষুদিরামের জীবনযাত্রা শুরু হল নতুনভাবে। তিনি আবার ঈশ্বরের প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরতায় ধ্যান ও সাধনায় মগ্ন হলেন।

আমরা আগেই দেখেছি দেরে গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবার রামায়েত বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। দেরে গ্রাম থেকে কামারপুকুরে চলে আসার পর এক অদ্ভুত ঘটনার মাধ্যমে ক্ষুদিরাম একটি রঘুবীর শিলা লাভ করলেন। রঘুবীর শিলার অর্থ কিশোর রামের ভজনা। প্রতিটি শালগ্রাম শিলার পৃথক পৃথক রূপ হয়ে থাকে। ক্ষুদিরাম লাভ করলেন রঘুবীর শিলা।

শোনা যায়, একদিন কোনও এক কাজে ক্ষুদিরাম পাশের এক গ্রামে গিয়েছিলেন। কার্য শেষে যখন কামারপুকুরের দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তখন গ্রামের শীতল বায়ু ও বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া তাঁর মন-প্রাণকে শীতল করে তুলল। তিনি একটি বৃক্ষের তলায় বিশ্রামের জন্য দাঁড়ালেন, হঠাৎ তাঁর শয়নের ইচ্ছা জাগল তিনি সেই প্রান্তরের ধারে বৃক্ষের তলে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ডুবে গেলেন। এই সময় নিদ্রিত ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবতা নবদুর্বাদলশ্যাম- তনু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র একটি বালকের বেশে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলছেন, 'আমি এখানে অনেকদিন ধরে অযত্নে অনাহারে আছি। আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। তোমার সেবাগ্রহণ করা আমার একান্ত অভিলাষ!'

বালক রামের মুখে এই কথা শুনে ভক্তিমান ক্ষুদিরাম গদগদ চিত্তে বলতে লাগলেন , 'প্রভু , আমি ভক্তিহীন ও নিতান্ত দরিদ্র। আমার গৃহে তোমাকে যোগ্য সম্মান করব এমন ধন আমার নেই। দরিদ্রের ঘরে তোমার সেবার অপরাধ হলে আমার পাপ হবে। সুতরাং আমি তোমাকে গৃহে নিয়ে যাই কী প্রকারে?' ক্ষুদিরামের এই কথায় বালকবেশী রামচন্দ্র আরও খুশি হয়ে বললেন, 'ভয় নেই ক্ষুদিরাম! আমি তোমার কোনও দোষ গ্রহণ করব না! তুমি আমাকে যেভাবে সেবা করবে, আমি তাতেই তুষ্ট থাকব।'

বালক রামের এই কথা শুনে ক্ষুদিরাম আবেগে ক্রন্দন করে উঠলেন। নিজের কান্নার শব্দে নিজেরই ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন তিনি! তাঁর প্রাণের দেবতা তাঁর ভাঙা ঘর আলো করবেন? তিনি আসবেন? কবে? এ কি সম্ভব? এ কী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি?

একটু থিতু হতেই কাছের একটি ধানখেতের দিকে তাঁর চোখ গেল। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, এই স্থানটিই তিনি স্বপ্নে দর্শন করেছেন। কৌতূহলী হয়ে তিনি গাত্রোত্থান করে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন একটি সুন্দর শালগ্রাম শিলার ওপর একটি সাপ ফণা বিস্তার করে রয়েছে। শিলাটি হস্তগত করতে তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হল। তিনি সেই দিকে অগ্রসর হতেই সেই ভুজঙ্গও কোথায় অদৃশ্য হল!

ক্ষুদিরাম অনায়াসে সেই শিলাটি গ্রহণ করলেন এবং নিরীক্ষণ করে দেখলেন সেটি নিখুঁত এক রঘুবীর শিলা। ক্ষুদিরামের হৃদয়ে উৎসাহের বন্যা ডাকল, তবে তো তিনি ঠিক স্বপ্নদর্শন করেছেন। এ শিলা তাঁর জন্যই রক্ষিত ছিল। প্রবল উৎসাহ ও আনন্দে তিনি তুলে নিলেন সেই শিলা। নির্জন প্রান্তরে ক্ষুদিরামের 'জয় রঘুবীর' ধ্বনি আকাশে বাতাসে মিলিয়ে গেল। বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন। এতদিনে কামারপুকুরের বাস পরিপূর্ণ হল। কারণ গৃহদেবতা ব্যতীত গৃহ কখনও নির্মিত হয় না! ক্ষুদিরাম সেই নির্জন প্রান্ত থেকে সেই শিলা মাথায় করে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন। পরে সংস্কারকাজ সম্পন্ন করে সেই শিলাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এরপর থেকে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের প্রধান সদস্য হলেন রঘুবীর।

'যা করেন রঘুবীর' এই নীতি নিয়েই ক্ষুদিরামের জীবন আবর্তিত হতে লাগল। ক্ষুদিরামের এই শিলালাভের ঘটনা নিয়ে কিছু কিংবদন্তির জন্ম হয়েছে, সেই কিংবদন্তি প্রামাণ্য কি না তা আমাদের জানা নেই, তবে বলা হয় নদিয়ার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৃহে যে শিলাটি পূজিত হত এবং পরবর্তীকালে যে শিলাটির আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, সেই শিলাই ক্ষুদিরাম ধানখেত থেকে অলৌকিকভাবে লাভ করেছিলেন। প্রাচীন কোনও কোনও জীবনীতে এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে।

তবে রঘুবীর শিলা লাভের আগে ক্ষুদিরাম আরেক দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি হলেন শীতলা দেবী। গ্রামবাংলায় লোকায়ত ধারায় মনসা ও শীতলা- উভয় দেবীই জনপ্রিয়। সর্পদংশন ও রোগভোগ নিবারণকারিণী এই দুই দেবী বাংলার সমাজমনের আশ্রয়। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত, অপুষ্টিতে খিন্ন মানুষ স্বাস্থ্যের জন্য শীতলার থানে ধর্না দিতেন। ক্ষুদিরাম গৃহে দেবীঘট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে নিয়ে একটি কিংবদন্তির দেখা পাওয়া যায়। তবে এটিও কতখানি প্রামাণ্য তা গবেষণার বিষয়।

শোনা যায়, ক্ষুদিরামের বন্ধু ধর্মদাস লাহা তখন জমিদার, তখন সেই অঞ্চলে হরিসভা, ইন্দিরা, অমরপুর ইত্যাদি গ্রামগুলিতে কলেরা আর বসন্ত মহামারি আকারে দেখা দেয়। ওষুধ আর বৈদ্যের অভাবে ক্লিষ্ট, ভীতসন্ত্রস্ত মানুষগুলি দিবারাত্র হরিনাম করতে থাকেন। এই সময় মানুষের দুঃখে দুঃখিত ক্ষুদিরাম দিবারাত্র জগৎ জননীর কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। এইসময় একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, জগন্মাতা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, 'ভয় কী বাবা, আমাকে তোমার ঘরে প্রতিষ্ঠা করো। তোমার ও গ্রামের সকলের মঙ্গল হবে। মহামারির ভয় আর থাকবে না। দামোদর নদ যেখানে উত্তরমুখী হয়েছে, কাল সকালে তুমি সেই জায়গায় গিয়ে স্নান করলে আমাকে পাবে। ঘরে তুলে এনে তা প্রতিষ্ঠা করো। আমি মা শীতলা।'

এই স্বপ্ন দেখে ক্ষুদিরাম পরদিনই সকালে বন্ধু ধর্মদাসের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে স্নান সমাপন করে উঠতেই ক্ষুদিরাম ঘটটিকে জলে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘট জলে পূর্ণ করে মাথায় নিয়ে গৃহে এলেন। যথাবিহিত আচারে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম প্রথম নাকি শীতলাদেবীর পূজায় ছাগবলিও হত। নিষ্ঠাবান ক্ষুদিরামের প্রতি দেবী শীতলা এতই তুষ্ট ছিলেন যে প্রতিদিন সকালে তিনি যখন পূজার জন্য ফুল তুলতে যেতেন, তখন মা শীতলা ছোট্ট বালিকার রূপ ধরে গাছের ডাল নুইয়ে দিতেন। এ যেন ঠিক সাধক রামপ্রসাদের জীবনের কাহিনী। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পরিবারের রামভক্তির সঙ্গে এইভাবে মিশেছিল শাক্তভাবনার, দেবীরূপের আরাধনার সংমিশ্রণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষুদিরামের অধিক বয়সের সন্তান। তখন চট্টোপাধ্যায় পরিবারের জীবনধারা রঘুবীর আর মা শীতলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে আবার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। স্বয়ং যিনি শিলারূপে পূজা গ্রহণ করছেন, সেই ভগবান বিষ্ণু জানালেন তিনি সন্তানরূপে তাঁর গৃহে আসতে চান। আবার ক্ষুদিরামের ভয়, দ্বিধা, আবার দেবতার অনুগ্রহ ও ক্ষুদিরামের তাঁর পিতৃত্ব স্বীকার! গৃহদেবতা অনেক গৃহে বিরাজিত, অনেকেরই আগমনের পিছনে আছে অলৌকিকতা কিন্তু গৃহদেবতা রূপে এসে রক্তমাংসে সেই স্বরূপে উপস্থিত হওয়া- সত্যই কামারপুকুরের ওই পরিবার ব্যতীত আর কোথাও পাই না।

গয়া থেকে ফিরে স্ত্রী চন্দ্রামণিকে গর্ভবতী দেখলেন ক্ষুদিরাম। জানতে পারলেন, পাশে যুগীদের শিব মন্দির থেকে জ্যোতির স্রোত এসে নাকি চন্দ্রামণির অঙ্গ স্পর্শ করে গর্ভে প্রবেশ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়েছেন চন্দ্রা। কিন্তু জ্ঞান ফেরা অবধি অনুভব হচ্ছে তিনি গর্ভবতী। ক্ষুদিরামও নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন স্ত্রীকে, তারপর শুরু হল অপেক্ষা। কবে দেবতা নেমে আসেন সন্তান রূপে। গর্ভবতী চন্দ্রামণি এই রঘুবীরের আঙিনায় তখন কত দেবদেবীর দর্শনই না পেতেন। একদিন দেখলেন, এক হাঁসে চড়া ঠাকুর আঙিনায় উপস্থিত। তাঁর মুখটি বেশ লাল! তিনি বললেন, 'ও হাঁসে চড়া ঠাকুর, রোদে তোমার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে, ঘরে আমানি পান্তা আছে। খেয়ে যাও।' হাঁসে চড়া ব্রহ্মা এ কথা শুনে মৃদু হেসে মিলিয়ে গেলেন। বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহাঙ্গনে এই ছিল গৃহদেবতার বিস্তৃত ইতিহাস।

ধ্বংসের মাঝেও জীবনের স্পন্দন।। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাঁজায় ইফতার পার্টি। -এএপি

নারীপক্ষে নারীদের কবিতা

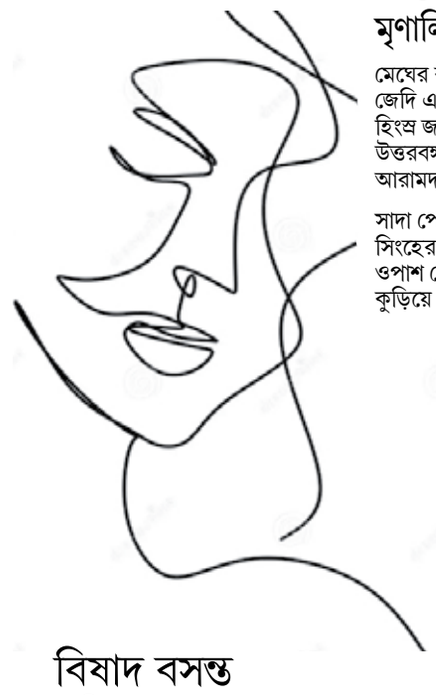

উত্তরবঙ্গ
মৃণালিনী

মেঘের কুয়াশায় ঢাকা পাহার-পর্বতের ঢালে
জেদি একগুঁয়ে ঘাড় বাঁকানো চা বাগান
হিংস্র জন্তুতে ঘেরা ডুয়ার্স
উত্তরবঙ্গ বিশ্ব তথা ভারতের নিভৃত গোপন কক্ষ
আরামদায়ক ব্যবহৃত ডাস্টবিন।

সাদা পোশাকের বেড়াল ওপাশের উচ্চ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
সিংহের গর্জন ভুলে ম্যাও ম্যাও করে
ওপাশ থেকে ছুড়ে দেওয়া এঁটোকাঁটা
কুড়িয়ে নেয় মাথা নীচু করে পরম ভক্তিতে।

আনমনা
সুব্রতা ঘোষ রায়

বসন্ত এসেছিল পলাশের ডালে,
আনমনা মেয়ে তার
কোন ব্যথা নিয়ে কাঁদে
আড়ালে আড়ালে!
দেখা দিয়ে চলে যায়,
বাঁশি শুধু পড়ে থাকে পথে,
অতীত পাথর হয়!
ঈশ্বরী ওঠেন জয়রথে!
জয় আর পরাজয়
মাঝখানে বয়ে যায় নদী,
ভালোবেসে কারা ভাসে?
ভেসে যায়, ভাসে নিরবধি!
যাওয়া আসা স্রোতে ভাসা-
তবু কিছু কথা তোলা থাকে,
বসন্ত চলে যায় পলাশের কাছে
তার মনের গোপন গান জমা দিয়ে রাখে!

বিষাদ বসন্ত
কণিকা দাস

অনিঃশেষ রয়ে গেল সুখ দুঃখের বাতিঘর
কেউ সেখানে জ্বালেনি কোনও আলো
আলোয়ানের ভিতর থেকে উঠে আসা কুয়াশা
বাতাস ভিজিয়ে দেয় শীতল হতে চেয়েছ বলে
বাতাসেরও তো মান-অপমান বোধ আছে...
এখন আর কোনও ওজর-আপত্তি নেই
হয়তো এমনি করেই একদিন নিঃশেষ হবে
এক জীবনের ইতিকথা..

সংবিধান
অর্পিতা ঘোষ পালিত

ফুলশয্যার রাতে ছেলেটি সমর্পণ করে
রোদ মাখা গাঢ় লাল গোলাপ
আর কোঁচড় ভর্তি উপহার
পবিত্র মেয়েটির তোলপাড় বুকে
আঁকা ছিল অঙ্গীকারের স্নানের ছবি
স্পর্শের অভাবে ঢেকে যায় তা ধূসর মেঘে
বুকে লাগা রং নিঃশেষ হয় মুহূর্তেই

প্রেমের সংবিধান জানে
আগুন ছাড়া হয় না ভালোবাসা

জন্মনাড়ি
বাবলি সূত্রধর সাহা

ভূমিহীন মানুষ। না হয় নির্মাণ করোনি
সাংসারিক যাপন।

তবে এসো উভচর হই
উন্মোচিত করি কালচিহ্ন।

দহন আর দহন... ছাই ছাই অগ্নিস্নান
আত্মপীড়ন দেখেছ তো!

আজ নয় কাল চিতাতেই আশ্রয়
তবে কেন আবৃত এত জন্মদাগ!

ভূমিহীন মানুষ। না হয় বিনির্মাণ করো
খণ্ডিত অন্তর্জগৎ অথবা কাঙ্ক্ষিত মুক্তিপথ।

ওরা যে নারী
সন্ধ্যা দত্ত

জলন্ত লাভায় তোমার জীবন,
গড়িয়ে চলছে অবিরত।
ধর্ষণ অপহরণ, খুন...
বিক্রি করা হয় চড়াদামে তোমাকে।
সবসময় নগ্ন করা হয়...
বিজ্ঞাপন হতে বিছানায়।
কোথাও একবিন্দু স্বস্তি নেই!
চলকে পড়ে না কোনও আশ্বাস।
ওঁত পেতে হায়নার দল,
খুবলে খাবার অপেক্ষায়।
তবুও কিছু কিছু দলছুট,
অ্যাসিড পোড়া মুখে...
সদর্পে দাঁড়ায় পর্দার সামনে।
আধপেটা খেয়ে জয়ের পতাকা,
তুলে দেয় দেশের মাটিতে।
ওর যে নারী!!
নিজেকে চেনাবার প্রতিজ্ঞায় অটল।
অসম্ভব মনের জোরে,
এগিয়ে চলার ব্রতে শামিল আজও।।

স্তব্ধতা
বৃষ্টি সাহা

আমাদের নীরবতা এখন মৃতের মতন শান্ত;
তীব্র কোনও শব্দ নেই,
ঝাঁঝালো কোনও মাথাব্যথা নেই।
এক সন্ধ্যা বুকে বসে কয়েক মুহূর্ত ধরে,
ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছি।
বৃষ্টিমুখর সন্ধেয় হাঁফিয়ে উঠেছি স্মৃতিতে।

দূরত্ব একটি বিশাল উঠোন,
বিশাল দূরত্বের উঠোন পেরিয়ে ঘরে পৌঁছানো হয় ওঠে না আমাদের।
তুমি উঠোনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকো,
সহজ ভাষায় তোমাকে বোঝা হয়নি তোমায়।

কুসংস্কারের জোয়ারে বানভাসি বিজ্ঞানমনস্কতা

নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল আরও একটা বিজ্ঞান দিবস। ভারতবাসী ও তাঁদের নেতা-নেত্রী, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মেতে রইলেন কুম্ভস্নান নিয়ে। ধর্মের ঘোলা জলে তলিয়ে গেল ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী। আমরা ভুলেই গেলাম কেন, কী উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান দিবস!

শিক্ষিত সমাজ অন্ধবিশ্বাসের বাইরে নয়। রাজনীতিক, আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং সেলেব্রিটিরা অদ্ভুত আগ্রহ নিয়ে বিজ্ঞানবিরোধী আচার পালন করেন। অথচ আমাদেরই দেশে চার্বাক দর্শনের জন্ম। ভারতীয় উপমহাদেশে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটিয়েছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। বিজ্ঞান এবং লোকায়ত দর্শনের চর্চাও এ মাটিতে হয়ে আসছে প্রাক খ্রিস্টীয় যুগ থেকে। ভাবলে অবাক লাগে সেসব কীভাবে ব্রাত্য, অপাংক্তেয় হয়ে গেল! আলোচনায় **সুদীপ মৈত্র**

ভারতের জ্ঞাত ইতিহাসের গোড়ায় চার্বাক এবং তারপরে গৌতম বুদ্ধকে যুক্তিবাদী বলা যেতে পারে। এঁরা মানুষকে অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করে অনুসন্ধিৎসু জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রায় ২৫০০ বছর আগে উত্তরপ্রদেশের সারনাথে তাঁর প্রথম ধর্মাদেশ দেন বুদ্ধ। আজকের দিনে সারনাথের তুলনায় পাশের বারাণসীর চাকচিক্য দেখলে ভড়কে যেতে হয়। কিন্তু এটাই বাস্তব। যেখানে কুসংস্কার প্রবলভাবে টিকে আছে, আর বৈজ্ঞানিক চেতনা অপসারিত।

২৯ জানুয়ারি ভোররাতে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় অন্তত ৩০ জনের। বেসরকারি মতে সংখ্যাটা আরও বেশি। তথাকথিত পবিত্র ত্রিবেণি সংগমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্নান করাকে সবাধিক শুভ ও পুণ্যের বলে মনে করেছিলেন পুণ্যার্থীরা। লোক টানতে সরকারি ও বেসরকারি স্তরেও প্রচার সেইভাবে হয়েছিল। ফলে একই সময়ে একসঙ্গে বিপুল মানুষের ভিড় হয় এবং মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার জন্য প্রশাসনের বেওসায়ী লোভ ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব এবং আমজনতার কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে দায়ী করলে কি খুব ভুল হবে? তবে এটাও সত্য যে, এটাই প্রথম নয়, বরং ভবিষ্যতেও এমন ঘটনা ঘটবে— যা ভারতের বিদ্যমান পরিস্থিতিরই বহিঃপ্রকাশ।

কুম্ভমেলা সহ নানা ধর্মীয় উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা একেবারেই নতুন কিছু নয়। ১৯৫৪ সালে আজকের প্রয়াগরাজেই এক কুম্ভমেলায় ৮০০ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রিতে মহাপুষ্করম অনুষ্ঠানে একই ধরনের ভিড়ের চাপে ২৭ জনের মৃত্যু হয়। এমনকি মাত্র মাস কয়েক আগেও তিরুপতি মন্দিরে টিকিট কেনার সময় ছয়জন প্রাণ হারান।

সরকার এ ধরনের অস্বাভাবিক ভিড় এড়ানোর চেষ্টা তো দূরের কথা, বরং রাজনৈতিক নেতারাও এসব আয়োজনে অংশ নিয়ে বা সাধারণ মানুষের জন্য বড় বড় আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরও উৎসাহিত করেন। শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, ভারী বাজেটের সিনেমার মুক্তির দিনও পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে, যা দেশের এক ভিন্নধর্মী অন্ধবিশ্বাসের চিত্র তুলে ধরে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক যেটা তা হল, শিক্ষিত সমাজও এসব অন্ধবিশ্বাসের বাইরে নয়। রাজনীতিক, আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং সেলেব্রিটিরা সমান আগ্রহ নিয়ে এসব বিজ্ঞানবিরোধী আচার পালন করেন। অথচ আমাদেরই দেশে চার্বাক দর্শনের জন্ম। ভারতীয় উপমহাদেশে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটিয়েছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ। বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ এবং লোকায়ত দর্শনের চর্চাও এ মাটিতে হয়ে আসছে প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগ থেকে। ভাবলে অবাক লাগে সেসব কীভাবে ব্রাত্য, অপাংক্তেয় হয়ে গেল! তার বদলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস সমাজকে কেবল পিছিয়েই দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজে জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথা ও দেবদেবীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা এখানে সর্বস্তরে উপেক্ষিত। যদিও অতীতে কবীর, গুরু নানক, বাবাসাহেব আম্বেদকর, জ্যোতিরাও ফুলে কিংবা রামস্বামী পেরিয়ার সহ অনেকেই কুসংস্কার দূর করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রাজনৈতিক কূটকৌশলে তাঁদের আদর্শকে বিকৃত করে কুসংস্কারের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে।

অনেককেই দেখা যায় গৌতম বুদ্ধের বিরাট মূর্তি দিয়ে ঘর সাজাতে। কিন্তু তাতে তাঁর যুক্তিবাদী আদর্শ বিন্দুমাত্র থাকে না। 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলে' থাকার মতো ব্যাপার। আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিই আমরা। অথচ জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইটা ভুলে যাই।

রাষ্ট্রীয় স্তরে যুক্তিবাদী ও মানবিক নীতিগুলি সম্ভবত প্রথম কার্যকর করেছিলেন সম্রাট অশোক। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও বৈজ্ঞানিক চিন্তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তবে তাঁদের সেই ভাবনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। আজকের ভারতে এই পরিস্থিতির উন্নতি আশা করাও কঠিন। কারণ, আজ বিজ্ঞানের উলটোপথে হেঁটে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেকে 'অজৈবিক' বলে দাবি করেন। ছোট-বড় বহু নেতা-নেত্রী খুল্লম খুল্লা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেন। এমনকি ইসরোর বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত রকেট ছোড়ার আগে কৃত্রিম উপগ্রহের প্রতিকৃতি নিয়ে পুজো দিতে যান তিরুপতিতে। সরকারের উচ্চপদস্থ এইসব ব্যক্তির কর্মকাণ্ড দেখে মনেই হয় না যে, দেশে একটা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান আছে শুধু তা-ই নয়, সেই সংবিধানের ৫১(এ)(এইচ) অনুচ্ছেদে 'বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার ও প্রসারকে সর্বস্তরের সমস্ত নাগরিকের আবশ্যিক মৌলিক কর্তব্য' বলে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে প্রাথমিকভাবে দরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দৃঢ় পদক্ষেপ। কিন্তু যে রাষ্ট্র ধর্মীয় কুসংস্কারের আজ্ঞাবহ ও পৃষ্ঠপোষক, সেখানে তারা নিজে থেকে কিছু করবে, সে গুড়ে বালি। ফলে যা কিছু করার তা করতে হবে সাধারণ মানুষকেই। তাঁরা সচেতন না হওয়া পর্যন্ত হুজুগ আর হিস্টিরিয়ার শিকার হয়ে পদপিষ্ট হয়ে মরা ছাড়া গতি নেই।

তিরুবনন্তপুরমে একটি মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন প্রাক্তন ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ।

মঙ্গলে প্রাণের সন্ধানেও অবদান রমণের

২৮ ফেব্রুয়ারি ছিল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। এখনও এই দিনে যাঁর কথা ভেবে আমরা গর্বে ফুলে উঠি, সেই সিভি রমণের (ছবিতে) জন্মদিন নয়, মৃত্যুদিন নয়, এমনকি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দিনও নয়, বরং বিখ্যাত 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কার করার দিন। কিন্তু ক'জন তা মনে রেখেছে!

ভারতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন করা হয় পদার্থবিজ্ঞানী সিভি রমণের যুগান্তকারী আবিষ্কার 'রমণ এফেক্ট'-কে সম্মান জানাতে। তাঁর এই আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে, এমনকি আজ মঙ্গল গ্রহে প্রাণের সন্ধানেও তা ব্যবহার করা হচ্ছে।

রমণ এফেক্ট কী

১৯২৮ সালে বিশিষ্ট ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী রমণ আলো ও বস্তুর মিথস্ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি আবিষ্কার করেন, যখন আলো স্বচ্ছ কোনও পদার্থের মধ্য দিয়ে যায়, তখন তার একটি ক্ষুদ্র অংশ বিভিন্ন দিকে বিচ্ছুরিত হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন পদার্থের আণবিক গঠনের ওপর নির্ভর করে, যা তার রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়।

এই আবিষ্কারের জন্য রমণ ১৯৩০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। পরবর্তীতে এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই 'রমণ স্পেকট্রোস্কোপি' প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটে। এই উদ্ভাবন আজ রসায়ন, চিকিৎসা এবং মহাকাশ অনুসন্ধানে ব্যাপকভাবে কাজে লাগছে।

রমণ স্পেকট্রোস্কোপি ও মঙ্গলে প্রাণের সন্ধান

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নাসার পারসিভিয়ারেন্স রোভার মঙ্গলে অবতরণ করে। এই রোভারে সংযুক্ত 'স্ক্যানিং হ্যাবিটেবল এনভায়রনমেন্টস উইথ রমণ অ্যান্ড লুমিনেসেন্স ফর অর্গ্যানিক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস' (শার্লক) নামের একটি উন্নত সরঞ্জাম রয়েছে, যা রমণ স্পেকট্রোস্কোপি ব্যবহার করে মঙ্গলের শিলা ও মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে।

শার্লকের ডিপ-আল্ট্রাভায়োলেট লেসার মঙ্গলের মাটিতে জৈব যৌগ ও খনিজ পদার্থ শনাক্ত করতে পারে। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা মূল্যায়ন করতে পারেন অতীতে মঙ্গলের পরিবেশ প্রাণের জন্য অনুকূল ছিল কি না।

স্পেকট্রোস্কোপি

হিন্দুস্তান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড সায়েন্স-এর গবেষণা পরিচালক সুসান ইলিয়াস বললেন, 'রমণ স্পেকট্রোস্কোপি এমন এক প্রযুক্তি যা আলোর সাহায্যে নমুনার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে এবং বিশেষ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে, যা অতীতে প্রাণের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম।'

বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার

রমণ স্পেকট্রোস্কোপির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এটি কোনও নমুনাকে প্রক্রিয়াজাত না করেই তার রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করতে পারে। ফলে মঙ্গলের মতো প্রতিকূল পরিবেশে এটি অত্যন্ত কার্যকর একটি প্রযুক্তি।

এমআইটি-ওয়ার্ল্ড পিস ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলার মিলিন্দ পান্ডের কথায়, 'রমণ স্পেকট্রোস্কোপির অন্যতম প্রধান ব্যবহার হল বায়োসিগনেচার শনাক্ত করা, যা পারে অতীতে প্রাণের অস্তিত্বের রাসায়নিক প্রমাণ দিতে।'

ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, প্রায় শতবর্ষ আগে ১৯২৮ সালে ল্যাবরেটরিতে বসে করা এক গবেষণা আজ কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে মহাকাশে প্রাণের সন্ধানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ এক অনন্য বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার, যা মানবজাতিকে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করছে— 'আমরা কি এই মহাবিশ্বে একা?'

বার্ধক্য ঠেকানোর নতুন কৌশল

বিজ্ঞানীদের দাবি, এপি২এ১ নামের প্রোটিন শরীরের জৈবিক ঘড়িকে পিছন দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ক্ষতি মেরামত করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর তাই এই প্রোটিনের মাধ্যমে মানুষের বার্ধক্য ঠেকানোর পাশাপাশি বয়স কমিয়ে আনার সুযোগ তৈরি হতে পারে

'বয়স আমার মুখের রেখায় শেখায় আজব ত্রিকোণমিতি'।

বয়স বাড়লেই শরীরে তার ছাপ পড়তে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে মানুষের শরীরের বিভিন্ন কোষের কার্যকারিতাও। চামড়া ঝুলে পড়ে। টান ধরে হাঁটুতে। শরীর ঝুঁকে পড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজের গতি কমে যায়।

মানুষের শরীরে বার্ধক্য আসা ঠেকাতে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। এবার জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী মানুষের শরীরে থাকা এমন এক প্রোটিন আবিষ্কার করেছেন, যা শরীরে বার্ধক্য আসা ঠেকানোর পাশাপাশি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ক্ষতি মেরামত করতে পারে।

বিজ্ঞানীদের দাবি, এপি২এ১ নামের প্রোটিন শরীরের জৈবিক ঘড়িকে পিছন দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন ক্ষতি মেরামত করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর তাই এই প্রোটিনের মাধ্যমে মানুষের বার্ধক্য ঠেকানোর পাশাপাশি বয়স কমিয়ে আনার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

সাধারণভাবে মানবদেহের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষ পুরোনো হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এসব কোষকে সেনসেন্ট কোষ বলেন। এরা বিভাজন ও নিজেদের কাজ ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয়। এসব কোষকে জম্বি কোষও বলা হয়। কোষগুলি ধ্বংস হয় না, বরং বাড়তে থাকে। বিভিন্ন প্রদাহজনক রাসায়নিক তৈরি করে বয়স-সম্পর্কিত রোগের বিকাশ ঘটায়। তবে এপি২এ১ প্রোটিনের পরিমাণ কমিয়ে কেবল সেনসেন্ট কোষকে তরুণ ও সুস্থ কোষে পরিণত করা সম্ভব। তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীরা সেলুলার স্তরে বার্ধক্যের প্রক্রিয়াকে বিপরীত করে অ্যালজাইমার্স বা আর্থাইটিসের মতো বয়স-সম্পর্কিত রোগের প্রতিকার করতে চান।

এ বিষয়ে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী পিরাওয়ান চান্টাচোটিকুল জানিয়েছেন, আমরা এখনও জানি না বিভিন্ন সেনসেন্ট কোষ তাদের বিশাল আকার কীভাবে বজায় রাখতে পারে। এসব কোষ থেকে প্রোটিন সরিয়ে কোষকে সক্রিয় করার রাস্তা আছে। এই প্রোটিনের পরিমাণ কমানো হলে কোষ তাদের স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসে, আবার বিভক্ত হতে শুরু করে ও তারুণ্যের লক্ষণ দেখায়।

তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞানীরা সেলুলার স্তরে বার্ধক্যের প্রক্রিয়াকে বিপরীত করে অ্যালজাইমার্স বা আরথ্রাইটিসের মতো বয়স-সম্পর্কিত রোগের প্রতিকার করতে চান।

রোহিত-বিরাটের অবসর জল্পনা ওড়ালেন শুভমান

ঋষভ পন্থের সঙ্গে খুনশুটিতে বিরাট কোহলি। শনিবার দুবাইয়ে।

দুবাই, ৮ মার্চ : আমরা পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করছি। আমাদের মূল লক্ষ্য এখন শুধুই কালকের ফাইনাল। দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় আমরা সবাই।

রোহিতভাই, বিরাটভাইও কালকের ফাইনাল নিয়ে ভাবছে। আমাদের দলের অন্দরমহলে ওদের অবসর নিয়ে কোনও কথাই হয়নি। আর হবেই বা কেন।

গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। ফাইনাল জয়ের সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে আমাদের আগামীকাল। ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে আমাদের হারতে হয়েছিল। সেই হারের অভিজ্ঞতাও আমাদের আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে কাজে লাগবে।

সহ অধিনায়ক হিসেবে কীভাবে দল পরিচালনা করতে হয়, এখনও শিখছি আমি।

কখনও সাবধানি। কখনও বাস্তববাদী। আবার কখনও একটু বেশিই সাবধানি। আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের আগে এভাবেই সন্ধ্যার সাংবাদিক সম্মেলনে নিজেকে মেলে ধরলেন সহ অধিনায়ক শুভমান গিল। একদিকে যেমন ক্রিকেট দুনিয়ায় চলতি জল্পনা ওড়ালেন। বলে দিলেন, 'রোহিতভাই ও বিরাটভাই কালকের ফাইনাল নিয়েই ভাবছে। ওদের অবসর নিয়ে সাজঘরে কোনও কথাই হয়নি।' ভারতীয় সহ অধিনায়কের কথায়, 'স্পষ্ট বলছি, রোহিত বা বিরাটভাইয়ের সঙ্গে আমার বা আমাদের দলের সাজঘরে অবসর নিয়ে কোনও কথাই হয়নি। ওরা প্রবলভাবে কালকের ফাইনালের দিকে ফোকাস করে রয়েছে। দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় আমরা সবাই রয়েছি।'

২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে শুভমানের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ হেরেছিল রোহিতের ভারত। আগামীকাল আরও একটি আইসিসি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলতে নামছেন শুভমান। তাঁর কথায়, 'কালকের ফাইনাল নিয়ে আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে রয়েছি। অতীতের ভুল আর করা যাবে না। ম্যাচটা ফাইনাল ভেবেও খেলতে চাই না। বরং আরও একটা ম্যাচ মনে করেই মাঠে নামব আমরা।' চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একমাত্র অপরাজিত দল ভারত। দলের ব্যাটিং শক্তিও দুর্দান্ত। আগামীকাল কিউয়ি বোলারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটিং শক্তির পরীক্ষা প্রসঙ্গে শুভমান বলছেন, 'আমাদের ব্যাটিং শক্তি ও গভীরতা দুর্দান্ত। রোহিতভাই সেরা ওপেনার। বিরাটভাই সর্বকালের সেরাদের একজন। এরপরও শ্রেয়স, হার্দিক, কেএলরা রয়েছে। ফলে আমাদের ব্যাটিং শক্তি নিয়ে মনে হয় না কারও কোনও সংশয় রয়েছে বলে।'

দুবাইয়ের বাইশ গজ নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে কম বিতর্ক হয়নি। মন্থর বাইশ গজ। আগামীকাল ফাইনালের আসরেও তেমনই পিচ থাকবে বলে মনে করছেন ভারতীয় সহ অধিনায়ক। শুভমানের কথায়, 'দুবাইয়ের পিচের চরিত্র বিশেষ বদলাবে না। আগের কয়েকটি ম্যাচে যেমন ছিল পিচ, তেমনই থাকবে। এমন পিচে স্পিনারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে।' ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিউয়ি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্পিনারদের লড়াইয়ের মধ্যে লুকিয়ে ম্যাচের ভাগ্য। শুভমান অবশ্য বিষয়টা একটু ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর কথায়, 'ফাইনালের মতো ম্যাচে চাপ থাকবেই। এমন মঞ্চে যারা স্নায়ুর চাপ সামলাতে পারবে, তারাই জিতবে। আমরা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এমনটাই শিখেছি। আগামীকাল সেটা কাজে লাগানোর পালা।'

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN

ফাইনাল আজ

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট
স্থান : দুবাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টারে

ভারত-বধের পরামর্শ শোয়েবদের

দুবাই, ৮ মার্চ : শত্রুর শত্রু বন্ধু। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিজের দল আগেই ছিটকে গিয়েছে। সেই হতাশার আক্ষেপে প্রলেপ দিতে ফাইনালে ভারতের হার চাইছে পাক ক্রিকেটমহল। শোয়েব আখতার, শোয়েব মালিকও সেই দলে। প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিচ্ছেন ফাইনাল যুদ্ধে তাঁদের ভোট নিউজিল্যান্ডের দিকে।

ভারতকে হারাতে মিচেল স্যান্টনারদের প্রতি আখতারের পরামর্শ, 'তোমরা ভুলে যাও, প্রতিপক্ষ ভারত। মাথায় রেখো না তোমরা তুলনায় কমজোরি। নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখো। রোহিত শর্মা চাইবে কিউয়ি স্পিনারদের ছন্দ ঘেঁটে দিতে। স্যান্টনারকেই সেই চ্যালেঞ্জটা সামলাতে হবে। ভারত এগিয়ে। কিন্তু নিউজিল্যান্ড তাদের সেরা খেলা বের করে আনলে অনেক হিসেব বদলে যাবে।'

মালিকের পরামর্শ, 'ভারতীয় ব্যাটাররা স্ট্রাইক রোটেট করে, প্রচুর খুচরো রান নেয়। রান তাড়ায় ওটাই ওদের ইউএসপি। স্টিভেন স্মিথের দুর্দান্ত ইনিংস ভারতীয় স্পিনারদের ধার কমিয়ে দিয়েছিল। যা মাথায় রাখতে হবে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের।'

> দুবাইয়ের পিচের চরিত্র বিশেষ বদলাবে না। আগের কয়েকটি ম্যাচে যেমন ছিল পিচ, তেমনই থাকবে। এমন পিচে স্পিনারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
> –শুভমান গিল

সর্বাধিক জয়

(২০১১ সাল থেকে আইসিসি-র সাদা বলের ইভেন্টে)

দল	ম্যাচ	জয়	হার	টাই	নো রেজাল্ট	জয়/হার
ভারত	৮৬	৭০	১৫	১	০	৪.৬৬৬
অস্ট্রেলিয়া	৭৭	৪৯	২৩	০	৫	২.১৩০
নিউজিল্যান্ড	৭৭	৪৫	২৭	৩	২	১.৬৬৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭৭	৪৫	২৯	১	২	১.৫৫১

শেষ পাঁচ ম্যাচ

তারিখ	জয়ী দল	ব্যবধান	স্থান
২ মার্চ, ২০২৫	ভারত	৪৪ রান	দুবাই
১৫ নভেম্বর, ২০২৩	ভারত	৭০ রান	মুম্বই
২২ অক্টোবর, ২০২৩	ভারত	৪ উইকেট	ধরমশালা
২৪ জানুয়ারি, ২০২৩	ভারত	৯০ রান	ইন্দোর
২১ জানুয়ারি, ২০২৩	ভারত	৮ উইকেট	রায়পুর

সামির পাশে জাভেদ আখতার

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : রোজা-বিতর্কে মহম্মদ সামির হয়ে এবার ব্যাট ধরলেন জাভেদ আখতার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলার ফলে রোজা রাখতে না পারা সামিকে 'ক্রিমিন্যাল' বলে আক্রমণ করেন 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাত'-এর সভাপতি মৌলানা শাহাবুদ্দিন। দাবি, এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রখ্যাত গীতিকার জাভেদ আখতার যে অভিযোগের পালটা লিখেছেন, 'সামি সাহেব, যারা কট্টরপন্থী মূর্খ, দুবাইয়ে তীব্র রোদে আপনার ড্রিংকস করা নিয়ে সমস্যা দেখছে, তাদের কথায় কান দেবেন না। এটা ওদের এক্তিয়ারও নয়। দুর্দান্ত ভারতীয় দলের অংশ আপনি। গোটা দল এবং আপনার প্রতি অনেক শুভেচ্ছা রইল।'

এদিকে, রোহিত শর্মার পাশে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস মুখপাত্র শামা মহম্মদকে তোপ

শামাকে তোপ হরভজনের

হরভজন সিংয়ের। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছেন, 'রোহিতের ফিটনেস, নেতৃত্ব, স্কিল নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। যিনি রোহিতকে নিয়ে এসব বলেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, আপনি কি বিসিসিআইয়ে আছেন? ক্রীড়া ক্ষেত্রে আপনার অর্জনই বা কী? কারও দিকে আঙুল তোলার আগে নিজেকে ভালো করে দেখে নিন। দেশের হয়ে খেলতে হলে প্রচুর পরিশ্রম, ঘাম ঝরাতে হয়। সামলাতে হয় পাহাড়প্রমাণ চাপ। রোহিত নিঃস্বার্থ ক্রিকেটার। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়। ওর মতো ক্রিকেটার, অধিনায়ক পাওয়া সৌভাগ্যের।'

প্রস্তুতির ফাঁকে মহম্মদ সামি। শনিবার।

আইসিসি নকআউট পর্বে

ম্যাচ ৪। ভারত ১। নিউজিল্যান্ড ৩

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

ম্যাচ ২। ভারত ১। নিউজিল্যান্ড ১

আইসিসি ইভেন্ট

ম্যাচ ১২। ভারত ৬। নিউজিল্যান্ড ৬

ওডিআই

ম্যাচ ১১৯
ভারত ৬১। নিউজিল্যান্ড ৫০
টাই ১। নো রেজাল্ট ৭

অনুশীলনে হালকা মেজাজে রোহিত শর্মা।

কোহলির 'বিরাট' হাতছানি

- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সর্বাধিক রানের মালিক হওয়ার জন্য ৪৬ রান দরকার বিরাট কোহলির। বর্তমানে শীর্ষে ক্রিস গেইল (৭৯১ রান)।
- নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে বিরাটের রান ১৬৫৬। আর ৯৫ রান করলে শচীন তেন্ডুলকারকে টপকে ওডিআইয়ে কিউয়িদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রানের মালিক হয়ে যাবেন কোহলি।
- ওডিআইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক শতরানের মালিক বীরেন্দ্র শেহবাগ (৬টি)।
- আইসিসি-র ওডিআই ইভেন্টে নকআউটে ৫৩০ রান রয়েছে বিরাট কোহলির। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক শচীন তেন্ডুলকারের (৬৫৭)। রবিবার ১২৮ রান করলে শচীনকে টপকে যাবেন বিরাট।
- আইসিসি-র ইভেন্টে নকআউটে সর্বাধিক ছয়টি অর্ধশতরান রয়েছে শচীন তেন্ডুলকারের। রবিবার পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোলে শচীনকে ছুঁয়ে ফেলবেন বিরাট কোহলি।
- রবিবার মাঠে নামলে ভারতের হয়ে ওডিআই খেলার নিরিখে যুবরাজ সিংকে (৩০১ ম্যাচ) টপকে যাবেন বিরাট কোহলি।
- আইসিসি-র ওডিআই টুর্নামেন্টে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক পাঁচটি ফাইনাল খেলার নজির রয়েছে শচীন তেন্ডুলকার ও জাহির খানের। রবিবার দুইজনকে ছোঁয়ার সুযোগ রয়েছে বিরাটের।

হিটম্যান শো

- দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার রান ৪২১। আর ৭৯ রান করতে পারলে এই মাঠে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৫০০-এর গণ্ডি স্পর্শ করবেন হিটম্যান।
- চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড রয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৭টি)। রবিবার ছয়টি ছক্কা মারতে পারলে সৌরভকে ছুঁয়ে ফেলবেন রোহিত শর্মা।

পাঁচ ফ্যাক্টর

হেনরির বোলিং

- ১০ উইকেট নিয়ে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সর্বাধিক উইকেটশিকারি।
- গ্রুপ পর্বে ভারতের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন।
- হেনরির গতি ও সিম মুভমেন্ট ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ।
- কাঁধে চোট পাওয়ায় অবশ্য ফাইনালে হেনরির নামা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বরুণের রহস্য স্পিন

- গ্রুপ পর্বে কিউয়িদের বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ের নায়ক ছিলেন।
- সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেডের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নেন।
- দুবাইয়ের মন্থর স্পিনিং ট্র্যাকে বরুণের বোলিং নির্ণায়ক হতে চলেছে।

রাচিন-উইলিয়ামসন কাঁটা

- দুইজনেই সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করেছেন।
- স্পিনের বিরুদ্ধে রাচিন রবীন্দ্র ও কেন উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ডের সেরা ব্যাটার।
- ফাইনালে রাচিন ও উইলিয়ামসনের উপর কিউয়িদের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে।

রোহিতের শুরু

- বড় স্কোর না পেলেও প্রথম পাওয়ার প্লে-তে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছেন।
- রোহিতের ঝোড়ো শুরু মিডল অর্ডারের চাপ কমিয়ে দিচ্ছে প্রতি ম্যাচে।
- ফাইনালে অধিনায়ক ও ব্যাটার রোহিত ক্লিক করলে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের রাস্তা সুগম হবে।

দুবাইয়ের পিচ

- মন্থর বাইশ গজ, স্পিনারদের জন্য সহায়ক।
- সেমিফাইনাল সহ গ্রুপের তিনটি ম্যাচ ভারত দুবাইয়ে খেলেছে। যা কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ।
- যেকোনও পিচ ও পরিবেশে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের মানিয়ে নেওয়ার দুর্দান্ত ক্ষমতা রয়েছে।

কেয়ার্নস স্মৃতি ফেরাতে বদ্ধপরিকর ইয়ংরা

দুবাই, ৮ মার্চ : রাত ফুরোলেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনাল।

খেতাবি যুদ্ধে আবারও মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড। ২০০০ সালের পর ২০২৫। মাঝে আড়াই দশকের লম্বা ব্যবধান। নিউজিল্যান্ড অপেক্ষায় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে। টিম ইন্ডিয়ার চোখ সেদিনের হারের বদলা চুকিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরিতে।

কোচের মুখে ব্যস্ত সফরসূচি

নাইরোবিতে ২০০০-এর ফাইনালে ক্রিস কেয়ার্নস একাই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রিগেডের জেতা ম্যাচ ছিনিয়ে নেন। গোটা টুর্নামেন্টে শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ, যুবরাজ সিং, জাহির খানরা দাপট দেখালেও কেয়ার্নস-স্পেশালে ট্রফি হাতছাড়া। এবারও দাপট দেখিয়ে ফাইনালে ভারত। ফেভারিটও। তবে দমে যেতে রাজি নয় ব্ল্যাক ক্যাপসরা। কেন উইলিয়ামসন বলেও দিচ্ছেন, ফাইনালে অন্য লড়াই হবে।

প্রশ্ন ভারতের বিরুদ্ধে কিউয়ি শিবিরে আগামীকাল কে 'কেয়ার্নস' হয়ে উঠবেন। ধারেভারে মিচেল স্যান্টনারের এই দলটা বেশ শক্তিশালী। কারও কারও মতে, একটি-দুটি নয়, গোটা পাঁচেক কেয়ার্নস রয়েছেন বর্তমান দলে। ফাইনালে বাইশ গজের যুদ্ধে যার প্রতিফলন ঘটাতে বদ্ধপরিকর উইলিয়ামসনরা।

লক্ষ্যপূরণে স্যান্টনারদের অন্যতম অস্ত্র উইল ইয়ং আবার অতীতের স্মৃতিতে ডুব দিলেন। কেয়ার্নসদের ইতিহাস তৈরির সময় ইয়ংয়ের বয়স আট। সবে ক্রিকেটপ্রেমে পড়তে শুরু করেছেন। পূর্বসূরিদের সাফল্য যে ভালোবাসা উসকে দিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে আসার আগে স্কট স্টাইরিসের মুখে সেদিনের সাফল্যের বেশ কিছু গল্প শুনেছেন। ইয়ংয়ের বিশ্বাস, আগামীকাল তালিকা আরও দীর্ঘ করে ফিরতে সক্ষম হবেন।

ভারতের বিরুদ্ধে বর্তমানে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর, সাফল্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে কিউয়ি ওপেনার ইয়ং বলেছেন, 'সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আকর্ষণীয় দ্বৈরথ হয়েছে আমাদের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৩ বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল। সাফল্যও পেয়েছি আমরা। তবে অতীত নয়, আগামীকাল কে কেমন খেলবে, তার ওপর সব নির্ভর করবে। মোদ্দা কথা, দ্রুত পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। আশা করি নার্ভ ধরে রেখে তা পারব।'

> সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আকর্ষণীয় দ্বৈরথ হয়েছে আমাদের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৩ বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল। সাফল্যও পেয়েছি আমরা। তবে অতীত নয়, আগামীকাল কে কেমন খেলবে, তার ওপর সব নির্ভর করবে। মোদ্দা কথা, দ্রুত পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। আশা করি নার্ভ ধরে রেখে তা পারব।
>
> **উইল ইয়ং**

গ্রুপ লিগের হার থেকেও শিক্ষা নিচ্ছেন। ইয়ংয়ের মতে, কোথায় ভুল হচ্ছে, কোথায় উন্নতি দরকার, তা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। বিশ্বাস, দলের ব্যাটাররা যেমন নিজেদের ফাঁকফোকর শুধরে নেবেন, তেমনই বোলাররাও প্রস্তুত ভারতীয় ব্যাটারদের পরিকল্পনা ভাঙতে।

দলের ব্যস্ত সফরসূচি নিয়ে কোচ গ্যারি স্টিড অবশ্য কিছুটা চিন্তায়। করাচিতে অভিযান শুরু। রাওয়ালপিন্ডির পর দুবাইয়ে ভারতের সঙ্গে গ্রুপ লিগের ম্যাচ। ফের লাহোরে সেমিফাইনাল। খেতাবি যুদ্ধে ফের বুর্জ খালিফার শহরে পা। ধকল কাটাতে শুক্রবার ছুটিতে ছিল ব্ল্যাক ক্যাপসরা।

স্টিড বলেছেন, 'সবকিছু আমাদের হাতে নেই। দিন দুয়েক পেয়েছি এখানে আসার পর। শারীরিক ধকল কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি পরিকল্পনা, প্রস্তুতির কিছুটা সময় মিলেছে। শরীর ও মনকে যথাসম্ভব তাজা করে ফোকাস এখন ফাইনালে। ভারত এখানে চারটি ম্যাচ খেলেছে। আমরা ভাগ্যবান গ্রুপ লিগে ভারতের সঙ্গে দুবাইয়ে একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি। উপভোগ্য লড়াই হয়েছিল। ফাইনালের লক্ষ্য পরিষ্কার, ওদের টেক্কা দেওয়া।'

আরও একবার ভারতীয় বোলিংয়ের পরীক্ষা নিতে তৈরি হচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। দুবাইয়ে।

ফাইনালের সম্ভাবনা ৫০-৫০, বলছেন অশ্বীন

‘বিরাট আরও দুই বছর খেলবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চ : দুবাইয়ের মাঠে সব ম্যাচ খেলার জন্য টিম ইন্ডিয়া কি হোম অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে?

প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। রীতিমতো আগ্রাসী ভঙ্গিতে বলে দিলেন, ‘পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ। ওরা ঘরের মাঠে খেলেছে। কিন্তু তারপরও প্রতিযোগিতার শুরুতেই ছিটকে গিয়েছে। ওদের ভারতের হোম অ্যাডভান্টেজ নিয়ে বলার অধিকার রয়েছে কি?’

বল হাতে তিনি যেমন বাইশ গজে বরাবরই সাবলীল ছিলেন, কথা বলার ক্ষেত্রেও অশ্বীনের জুড়ি মেলা ভার। গুছিয়ে কথা বলতে জানেন। তাঁর ক্রিকেট মস্তিষ্কও অত্যন্ত পরিষ্কার। এতটাই যে, ভারতীয় টেস্ট দলে তিনি অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন, যেদিন বুঝে গিয়েছিলেন তারপরই ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে অবসর ঘোষণা করে দেন। কলকাতায় আজ এক স্পোর্টস কনক্লেভে অশ্বীনের আচমকা অবসরের চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে অশ্বীন বলেছেন, ‘যখন ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিলাম, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যেদিন অবসর নেব, সেটা হবে সম্পূর্ণ আমার সিদ্ধান্ত, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন। মাঠে জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতীয় দলে থাকতে চাইনি আমি। তাছাড়া সবাইকে একদিন থামতেই হয়।’

রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল। সেই ম্যাচের আগে ক্রিকেটমহলে খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন, ফাইনালে কারা ফেভারিট? ব্যক্তিগত কারণে চেন্নাই থেকে কলকাতায় স্পোর্টস কনক্লেভে হাজির হতে না পারা অশ্বীন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দিলেন ‘দূসরা’। বলে দিলেন, ‘খুব কঠিন প্রশ্ন। আমি নিজেই কালকের ফাইনাল নিয়ে টেনশনে রয়েছি। ভারতীয় দল দারুণ ছন্দে রয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই কথাও ঠিক যে, নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে। ওদের দলটা দুর্দান্ত। দুবাইয়ের পিচ, পরিবেশ নিয়ে ওরা বেশি কথা না বলে মাঠে কাজটা করে দেখাতে চাইবে। তাই আমার মনে হয়, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল ৫০-৫০।’ ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। ফাইনালের পরই রোহিত অবসর নিতে পারেন, এমন জল্পনাও রয়েছে। রোহিত শেষপর্যন্ত কী করবেন, সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে কোহলিতে মজে রয়েছেন অশ্বীন। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার বলছেন, ‘বিরাটের যা ফিটনেস এবং যেভাবে ও ছন্দে ফিরেছে, তারপর আমি নিশ্চিত আরও দুই বছর ক্রিকেট খেলবেই ও। কোহলির মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি।’

অনুশীলনের ফাঁকে আলোচনায় বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। দুবাইয়ে।

‘দুবাইয়ে অতিরিক্ত সুবিধা পাচ্ছে না রোহিতরা’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : পঁচিশ বছর আগের সেই দিনটা তাঁর স্মৃতিতে এখনও টাটকা। অধিনায়ক হিসেবে তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন টিম ইন্ডিয়াকে চ্যাম্পিয়ন করার। ক্রিস কেয়ার্নসের দুরন্ত শতরান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ করেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারতের।

সেই ম্যাচের কথা মনে পড়লে এখনও মনের অন্দরে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ হয় তাঁর। হয়তো কখনও হতাশাও গ্রাস করে। পরে ২০০২ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যুগ্মজয়ী হওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও কেয়ার্নসের সেই ইনিংস মহারাজকে এখনও কষ্ট দেয়। সময়ের দাবি মেনে সেদিনের ভারত অধিনায়ক এখন প্রাক্তন ক্রিকেটার। এহেন সৌরভ আজ দুপুরে কলকাতায় আজই শেষ হওয়া এক স্পোর্টস কনক্লেভে হাজির হয়ে বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে মুখ খুলেছেন। সঙ্গে রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল নিয়ে তাঁর মন্তব্য স্পষ্ট করেছেন। সেই কনক্লেভের মাঝেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গেও একান্তে কথা বলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি।

ভারত ফেভারিট : সৌরভ

দুবাইয়ে বাড়তি সুবিধা রোহিতদের

দুবাইয়ে রোহিত শর্মারা সব ম্যাচ খেলার জন্য বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে, এমনটা মনে হয় না আমার। ভারত সরকার ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। ফলে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বা ভারতীয় ক্রিকেটারদের এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। বরং আমার তো মনে হয়, লাহোর-করাচির রানে ভরা পিচে খেলার সুযোগ পেলে রোহিত-বিরাট কোহলি-শুভমান গিলরা আরও বেশি রান করত।

ফাইনালের ফেভারিট

অবশ্যই ফেভারিট ভারতীয় দল। শেষ চারটি ম্যাচে ধারাবাহিকতা দেখিয়ে রোহিতরা যে ক্রিকেট খেলেছে, তারপর ভারতকে ফেভারিট বলে মানতেই হবে। কিন্তু তারপরও বলছি, আগামীকাল রোহিতদের কাজটা সহজ হবে না।

ফ্লেমিংয়ের দল বনাম স্যান্টনারের দল

সময় বদলেছে। ক্রিকেটও অনেক বদলেছে। কিন্তু তারপরও আমি একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, সাদা বলের ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ড বরাবরই কঠিন প্রতিপক্ষ। সম্ভবত চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের ব্যাটিং গভীরতা যেমন ভালো, তেমনই বোলিং বৈচিত্র্যও দুর্দান্ত। রোহিতদের চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলতেই পারে ওরা।

অতীতের স্মৃতি

স্মৃতি তো অনেক রয়েছে। তবে সবই এখন অতীত। সেসব নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই।

সাদা বলের ক্রিকেটে ভারত

দল হিসেবে সাদা বলের ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক পারফরমেন্স দারুণ। পরিসংখ্যান দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন। ২০২৩ সালের একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল, ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়া থেকে শুরু করে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে অপরাজিত থেকে পৌঁছানো, রোহিত-বিরাটদের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স চমকে দেওয়ার মতোই।

ফাইনালের স্পিন চতুর্ভুজ

হ্যাঁ, অবশ্যই ফাইনালে চার স্পিনারেই খেলা উচিত। শুনলাম ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ যে পিচে হয়েছিল, সেখানেই ফাইনাল। দুবাইয়ের মন্থর পিচে স্পিনাররা সুবিধা পাবেই। আর হ্যাঁ, ফর্মে থাকা কেন উইলিয়ামসন-রাচিন রবীন্দ্রদের বিরুদ্ধে বরুণ চক্রবর্তীকে কাজে লাগাও।

শেষ পাঁচ ম্যাচ (আইসিসি ইভেন্টে)

সাল	প্রতিযোগিতা	জয়ী দল
২০০০	আইসিসি নকআউট ট্রফি ফাইনাল	নিউজিল্যান্ড
২০১৯	ওডিআই বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল	নিউজিল্যান্ড
২০২১	বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল	নিউজিল্যান্ড
২০২৩	ওডিআই বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল	ভারত

ফাইনালের প্রস্তুতিতে নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র।

কেউ পারলে নিউজিল্যান্ডই পারবে : শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : মাঝে আর কয়েকঘণ্টা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারত নাকি নিউজিল্যান্ডগামী বিমানে উঠবে, তার ফয়সালা ম্যাচ। রাত পোহালেই দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে যে ফাইনাল দ্বৈরথে মুখোমুখি রোহিত শর্মা বনাম মিচেল স্যান্টনার ব্রিগেড। ২০২৪ সালের পর আরও এক আইসিসি ট্রফিতে চোখ ভারতের। নিউজিল্যান্ড মরিয়া ২০০০ সালের পর আড়াই দশকের খরা কাটাতে।

হাইভোল্টেজ যে ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে সতর্ক করছেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের দাবি, এই টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত ভারতীয় দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে নিউজিল্যান্ড। আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী বলেছেন, ‘যদি কোনও দল ভারতকে হারাতে পারে, তা হল নিউজিল্যান্ড। ভারত ফেভারিট হিসেবে শুরু করবে। কিন্তু ব্যাস ওইটুকুই।’

শাস্ত্রীর মতে, চলতি টুর্নামেন্টের ধারা মেনে ফাইনালে অলরাউন্ডাররা ব্যবধান গড়ে দিতে পারে। ‘ম্যাচে সেরা হিসেবে আমার বাজি অলরাউন্ডাররা। ভারতীয় দলে অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছে। নিউজিল্যান্ড শিবিরে গ্লেন ফিলিপস। বিদ্যুৎগতির ফিল্ডিং, ঝোড়ো ৪০-৫০ রানের ইনিংস এবং সঙ্গে প্রতিপক্ষকে চমকে দিয়ে একটা-দুইটি উইকেট।’

পোড়খাওয়া কেন উইলিয়ামসন, বিরাট কোহলিকেও এক্স ফ্যাক্টর ধরছেন। শাস্ত্রীর যুক্তি, কোহলি এই মুহূর্তে খুব ভালো ফর্মে। উইলিয়ামসনও। আর কোহলি-উইলিয়ামসনের মতো প্লেয়ারকে থিতু হওয়ার সুযোগ দিলেই বিপদ। মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিউয়ি তরুণ তুর্কি রাচিন রবীন্দ্রকে নিয়েও প্রশংসার সুর। দাবি, আগামীকাল রাচিনের মতো প্রতিভাকে দ্রুত ফেরাতে না পারলে ম্যাচের সমীকরণ বদলে দিতে পারে।

আলোচনার কেন্দ্রে ফের মাঝের বাইশ গজ। টার্নিং পিচের হাতছানি। শাস্ত্রী যদিও মনে করেন, এরকম

> ম্যাচে সেরা হিসেবে আমার বাজি অলরাউন্ডাররা। ভারতীয় দলে অক্ষর প্যাটেল, রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছে। নিউজিল্যান্ড শিবিরে গ্লেন ফিলিপস। বিদ্যুৎগতির ফিল্ডিং, ঝোড়ো ৪০-৫০ রানের ইনিংস এবং সঙ্গে প্রতিপক্ষকে চমকে দিয়ে একটা-দুইটি উইকেট।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

ভাবনা ফাইনালে উলটে যেতে পারে। ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান-ভারত ম্যাচের পিচেই ফাইনাল। দুবাইয়ে প্রথমদিকের ম্যাচগুলির তুলনায় পিচ ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। ফাইনালের আগে দিন পাঁচেক সময় পেয়েছেন পিচ প্রস্তুতকারকরা। সেক্ষেত্রে পিচের চরিত্র বদলে গেলে শাস্ত্রী অবাক হবেন না। ২৮০-৩০০ রানের পিচের সম্ভাবনাও দেখছেন। রোহিতদের প্রতি তাই পরামর্শ, পিচ-ধাঁধায় আটকে না থেকে সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে।

ভক্তকে কুৎসিত বললেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৮ মার্চ : তখনও ম্যাচ শুরু হয়নি। ওয়ার্ম আপে ব্যস্ত দুই দল আল নাসের ও আল শাবাব। গ্যালারিতে বেশ কিছু সমর্থকও হাজির। এরমধ্যে এক সমর্থককে দেখা গেল পুরো রোনাল্ডোর মতো দেখতে। পর্তুগালের জার্সি পরে মাঠে এসেছেন। তাঁকে দেখে ওয়ার্ম আপে ব্যস্ত সিআর সেভেন এগিয়ে যান। সেই ভক্তকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘ভাই তুমি মোটেও আমার মতো দেখতে নও। তুমি অনেক কুৎসিত।’ প্রত্যুত্তরে সেই ভক্ত রোনাল্ডোকে বলেছেন, ‘ভাই তুমি বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়।’ ভক্তের মুখে সেই কথা শুনে হাত নাড়েন রোনাল্ডো।

ভক্তের সঙ্গে খুনশুটিতে মাতলেও ম্যাচ জেতাতে ব্যর্থ রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল শাবাবের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া করেছে তার দল। ম্যাচটা শেষ হয়েছে ২-২ গোলে। ৪৪ মিনিটে হামদাল্লার গোলে এগিয়ে যায় আল শাবাব। তবে সংযোজিত সময়ে আয়মান ইয়াহানা ও রোনাল্ডোর গোলে প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল নাসের। ৬৭ মিনিটে শাবাবের হয়ে গোল করেন মহম্মদ আল সুইরেক। তবে, ৫২ মিনিটে আল ফাতিল লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় আল নাসেরকে।

আরও একবার কিউয়িদের তুর্কি নাচন নাচাতে তৈরি হচ্ছেন বরুণ চক্রবর্তী।

নাইটদের সহকারী কোচ গিবসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চ : কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচের দায়িত্বে ওটিস গিবসন। হেডকোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সহকারী হিসেবে গিবসনের নাম ঘোষণা করেছে কেকেআর। বার্বাডোজের প্রাক্তন ফাস্টবোলার গিবসন টেস্ট ও ওডিআইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। অবসরের পর কোচিংয়ে চলে আসেন। দুইবার ইংল্যান্ড দলের বোলিং কোচ হন। দীর্ঘদিন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেডকোচের দায়িত্ব সামলান। তাঁর সময়ে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপ জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০১২)।

প্রথম দুই সপ্তাহ বুমরাহহীন মুম্বই

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : জসপ্রীত বুমরাহর মাঠে ফেরার প্রতীক্ষা লম্বা হচ্ছে। সূত্রের খবর, আইপিএলের প্রথম দুই সপ্তাহে স্পিডস্টারকে পাচ্ছে না মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কয়েকদিনের মধ্যে সদলবলে মেগা লিগের প্রস্তুতি শুরু করবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। যদিও এপ্রিলের আগে বুমরাহর পক্ষে দলের অনুশীলনে যোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

আইপিএলের আশায় আমির

পিঠের ব্যথায় আপাতত বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (সিওই) রিহ্যাবে রয়েছেন। বোর্ড সূত্রের খবর, ‘বুমরাহর মেডিকেল রিপোর্ট ঠিক আছে। বোলিংও শুরু করেছে। তবে পুরো রানআপে বোলিংয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করা না পর্যন্ত ছাড়পত্র দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ২২ মার্চ শুরু মেগা লিগে প্রথম থেকে খেলতে পারছে না। ফিরতে ফিরতে হয়তো এপ্রিল মাসের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহ।’ যার অর্থ, প্রথম ৩-৪ ম্যাচে বুমরাহহীন মুম্বই পেস-আক্রমণ।

আইপিএলের পর জুনে গুরুত্বপূর্ণ ইংল্যান্ড সফর। ৫টি টেস্ট খেলবে ভারতীয় দল। কিন্তু পেস ব্রিগেডের দুই মুখ মহম্মদ সামি, জসপ্রীত বুমরাহর চোটপ্রবণতা ভাবাচ্ছে। ফলে দুইজনকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার ইঙ্গিত বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের। জানান, আইপিএল বুমরাহদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর পুরো ইংল্যান্ড সফরে দুজনকে খেলানো ঝুঁকিপূর্ণ। ২-৩টি টেস্টে সামি-বুমরাহ জুটিকে ব্যবহার করলে ঠিকঠাক হবে।

এদিকে আইপিএল খেলার স্বপ্নে বিভোর মহম্মদ আমির। বিশ্বাস, শীঘ্রই ব্রিটিশ নাগরিকত্ব (স্ত্রী নার্জিস ব্রিটিশ নাগরিক) হাতে আসছে। ২০২৬ সালে মেগা লিগে খেলতে অসুবিধা হবে না। নিষেধাজ্ঞার পরও ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেন পাকিস্তানের আজহার মেহমুদ (২০১২ ও ২০১৩)। আমিরও সেই পথে হাঁটতে চান। বলেছেন, ‘আশাবাদী, আগামী বছর সুযোগ আসবে। যদি আসে অবশ্যই আইপিএলে খেলব।’

শেষ ম্যাচে চার গোল হজম ইস্টবেঙ্গলের

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-৪ (নেস্টর, আলাদিন-২, বেমাম্মের)
ইস্টবেঙ্গল-০

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : এবার আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের শুরুটা হয়েছিল হার দিয়ে। শেষটাও হল একইভাবে।

শিলংয়ের মাঠে প্রতিপক্ষ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। লাল-হলুদের তরুণ ব্রিগেডের কাছে লড়াইটা যে কঠিন হবে তা জানাই ছিল। তবে চার গোল হজমটা বোধহয় প্রত্যাশিত ছিল না। অন্তত প্রথমার্ধে লাল-হলুদের লড়াই দেখে একেবারেও তা মনে হয়নি। চারটি গোলই তারা হজম করল দ্বিতীয়ার্ধে।

গোলের নীচে দেবজিৎ মজুমদার সহ প্রথম একাদশে পাঁচ বাঙালি। দলের সঙ্গে শিলং যাওয়া একমাত্র বিদেশি ক্লেইটন সিলভাকেও রেখেই দল সাজান বিনো জর্জ। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারকে খেলালেন একটু পিছন থেকে। সামনে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। ফলে ইস্টবেঙ্গলের অধিকাংশ আক্রমণই তৈরি হল ডেভিডকে কেন্দ্র করে। যদিও তা কোনও কাজেই এল না। দেবজিৎও দুর্গ অক্ষত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেলেন। কিন্তু নর্থইস্টের আক্রমণের সামনে দিশেহারা হয়ে পড়ল লাল-হলুদের রক্ষণ।

২০ মিনিট নাগাদ প্রথম সুযোগটা তৈরি করেন ডেভিড। বল নিয়ে বক্সে ঢোকার চেষ্টা করলেও তার আগেই তাঁকে ফাউল করা হয়। মিনিট দুয়েকের মধ্যে তাঁর আরও একটা প্রয়াস আটকে যায় নর্থইস্ট রক্ষণে। ৪০ মিনিটে হীরা মণ্ডলের ভাসানো লম্বা বল বক্সের সামনে পেয়ে শট নেন পিভি বিষ্ণু। দুরন্ত দক্ষতায় তা রুখে দেন নর্থইস্ট গোলরক্ষক মিশার্দি মিচু। ৪৪ মিনিটে বিষ্ণু থেকে ক্লেইটন হয়ে বক্সে ফের বল পান ডেভিড। যদিও তাঁর পায়ে-বলে সংযোগ হওয়ার আগেই তা চলে যায় মিশার্দের হাতে।

উলটোদিকে শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে যথেষ্ট চাপে রাখে নর্থইস্ট। প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে বেশ কিছু দুর্দান্ত শটও বাঁচান দেবজিৎ। দ্বিতীয়ার্ধে বহু চেষ্টা করেও আর দুর্গ আগলে রাখতে পারেননি। ৫৯ মিনিটে তংডোম্বা সিংয়ের নিখুঁত সেন্টার ধরে জালে জড়ান নেস্টর আলবিয়াক। ৬৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি আলাদিন আজারেইয়ের। তার আগে বল নর্থইস্টের রবিন যাদবের হাতে লাগলেও তা রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। এরপর ৭৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান ৩-০ করেন আলাদিনই। ৮৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের জাল ছিঁড়ে কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথে দেন মহম্মদ বেমাম্মের।

তন্ময় দাস লাল কার্ড দেখায় শেষ কিছুক্ষণ দশজনে খেলতে হয় ইস্টবেঙ্গলকে। এদিকে এই হারের ফলে পয়েন্ট টেবিলেও ফের নয় নম্বরে নেমে গেল লাল-হলুদ। আরেকদিকে ২৪ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে নর্থইস্ট উঠে এল তিন নম্বরে।

ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, নীশু, মার্ক, চাকু, সুমন, হীরা (অনন্থু), ক্লেইটন, তন্ময়, বিষ্ণু (সায়ন), জেসিন (রোশাল) ও ডেভিড।

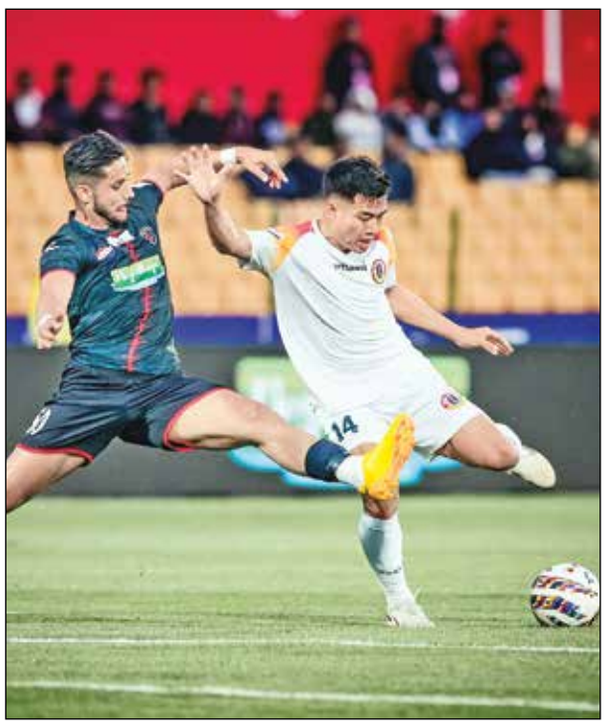

আটকে গেলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। শিলং থেকে জিতে ফেরা হল না ইস্টবেঙ্গলেরও। শনিবার।

সুনীল তরুণ ফুটবলারদের সাহায্য করবে : ব্যারেটো

কলকাতা, ৮ মার্চ : সুনীল ছেত্রী জাতীয় দলে ফিরে আসায় খুশি মোহনবাগানের সবুজ তোতা হোসে রামিরেজ ব্যারেটো। শুক্রবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ‘সুনীল বড় মাপের ফুটবলার। দীর্ঘদিন ধরে তার প্রমাণ দিয়ে আসছে। এই মরশুমে ক্লাব ফুটবলে ও দারুণ খেলছে। কোচ চেয়েছে তাই সুনীল অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরেছে। ও থাকলে দলের তরুণ ফুটবলাররা আরও অনুপ্রাণিত হবে।’

পরে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের টানা দ্বিতীয়বার আইএসএলে লিগ শিল্ড জয় নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘মোহনবাগান গত কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে দাপট দেখিয়ে আসছে। আসলে পুরো দল একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি হয়েছে। তাই এই সাফল্য এসেছে।’

জয়ী জেওয়াইএমএ

জলপাইগুড়ি, ৮ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্স রাউন্ডে শনিবার জেওয়াইএমএ ২ উইকেটে হারিয়েছে টাউন ক্লাবকে। প্রথমে ব্যাট করে টাউন ক্লাব ৯৬ রানে অল আউট হয়। শংকর শা-র অবদান ২৭ রান। বিশাল রায় ২৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জবাবে জেওয়াইএমএ ৮ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। অভিজিৎ বিশ্বাস সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন। জাভেদ হোসেনের শিকার ১১ রানে ৩ উইকেট।

মোহনবাগানে মাঠের দলটার মতোই বুদ্ধিমান আড়ালের লোকেরা

মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু

আইএসএল শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে অভিনন্দন।

নিশ্চিতভাবেই চূড়ান্ত আধিপত্য রেখে এই ট্রফি জয়। এই নিয়ে কারওরই সন্দেহ প্রকাশ করার কোনও জায়গা নেই। যে কোনও দল যখন সাফল্য পায় তখন তার পিছনে অনেক কারণ থাকে। মোহনবাগানের সাফল্যের পিছনে একটাই দল বহুদিন ধরে রাখা অন্যতম কারণ। যাদেরই দলে প্রয়োজন মনে হয়েছে, তাদের কখনও ওরা ছেড়ে দেয়নি বা প্রতি বছর নতুন নতুন ফুটবলার এনে চমক দেওয়ার চেষ্টা করেনি। তাদেরই নেওয়া হয়েছে, যাদের সত্যিই প্রয়োজন আছে। আবার যে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে, তার সঙ্গে লম্বা চুক্তি করতে কোনও দ্বিধা করেনি ম্যানেজমেন্ট। ফলে ফুটবলারদের মধ্যেও নিজের সেরাটা মেলে ধরার চেষ্টা সবসময় থাকে। আর একটা বিষয়। সেটা হল, মোহনবাগানে মাঠে একটা দল যেমন দুর্দান্ত খেলছে তেমনি মাঠের বাইরে আর একটা দল নিজেদের কাজ করে যায় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে। অনেকেই হয়তো ভাবেন যে ওদের প্রচুর টাকা, তাই ওরা যা ইচ্ছে তাই করছে। কিন্তু টাকা আছে বলেই ওরা কিন্তু যার-তার পিছনে ছোটে না। সঠিক জায়গায় সঠিক ফুটবলারটাকেই নিয়ে আসে। লক্ষ্য করে দেখবেন, মোহনবাগানে যে ফুটবলারই এসেছে সেই কিন্তু পারফর্ম করেছে। এমন নয় যে মনে হয়েছে, একে কেন নিয়ে এল? এবারই দেখুন প্রচুর অর্থ দিয়ে আপুইয়াকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওর কার্যকারিতার দিকে তাকালে আপনার মনে হবে যে এই অর্থ খরচ অকারণ নয়। হ্যাঁ, ভালো দল গড়তে গেলে অবশ্যই টাকা দরকার। কিন্তু সেটা কীভাবে খরচ হচ্ছে, সেটাও বড় ফ্যাক্টর। সঠিক স্কাউটিং খুব জরুরি। বেঞ্চ শক্তিশালী রাখাটাও ওদের দর্শন। যা যে কোনও দলের জন্য বড় অস্ত্র। মোহনবাগানের বেঞ্চ এত শক্তিশালী, কোনও ফুটবলার চোট পেলে মনেই হয় না যে কোনও সমস্যা আছে। যেটা আমাদের বা ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা হয়। একজন চোট পেলে কাকে খেলাব? সেখানে ওদের বেঞ্চে বসে থাকে অনিরুদ্ধ থাপা, সাহাল আব্দুল সামাদ, দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। এরা অন্য যে কোনও দলের সেরাদের মধ্যে থাকবে। কথায় বলে খাওয়ার একজন তৈরি করে। কিন্তু তাকে সাহায্য করার জন্য পিছনে যারা থাকে তাদেরও সমান রান্নার জ্ঞান থাকতে হয়।

আর সবশেষে বলব, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার কথা। একটা তারকাখচিত দলকে সামলানোর জন্য কিন্তু একজন হাই প্রোফাইল কোচ দরকার হয়। ফুটবলাররা যদি বুঝতে পারে যে এই কোচের জ্ঞান কম, তাহলে কয়েকদিন পর থেকে তাঁকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করে। মোলিনা স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপে খেলেছেন, উনি ওদেশের স্পোর্টিং ডিরেক্টর ছিলেন। ফলে ওঁর যেমন জ্ঞান অগাধ তেমনি ফুটবলাররাও কিন্তু ওঁকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখাতে পারে না। তাই এই জয়ের কৃতিত্ব যতটা ফুটবলারদের, ততটাই কোচ এবং ম্যানেজমেন্টের।

শুভেচ্ছা

অন্নপ্রাশন

☺ Krishang (আশিঘর, শিলিগুড়ি): শুভ অন্নপ্রাশনে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় ''মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেস্টুরেন্ট'' (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

☺ Sanskriti (শান্তিনগর, শিলিগুড়ি): শুভ অন্নপ্রাশনে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় ''মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামেলী রেস্টুরেন্ট'' (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

মধুর প্রতিশোধে লিগ শেষ বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-২
(বরিস-আত্মঘাতী ও গ্রেগ)
এফসি গোয়া-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ মার্চ : গ্যালারিজুড়ে মোবাইলের ফ্ল্যাশ বালব জ্বলে উঠতেই যেন দুর্গাপুজোর আলোর কোলাজ। ম্যাচ শেষে ওই আলোই হয়ে গেল সবুজ-মেরুনের রোশনাই।

মোহনবাগানিদের কাছে তো এদিনটাই দুর্গাপুজো। তাঁদের সামনে টানা দুইবার লিগ-শিল্ড হাতে তুলবে প্রিয় দল। এর থেকে খুশির দিন আর কিইবা হতে পারে? সমর্থকদের কাছে ক্লাবই তো ধর্ম। এদিনটা তাঁদের কাছে ছিল সেই ধর্মের উৎসব পালনের দিন। অনেক আগেই প্রাপ্তির ভাঁড়ারে উপচে পড়া খুশি। চ্যাম্পিয়নশিপের উৎসব পালন করতেই এসেছিলেন ওঁরা। তাই গান-নাচ-আলো-বাজি, এসবের আয়োজনে কোনও খামতি থাকার কথা নয়। ছিলও না। তাঁদের ইচ্ছাশক্তির জোরেই হয়তো ভুলটা করে ফেললেন বরিস সিং থাংজাম। ৬২ মিনিটে টম অ্যালড্রেডের তোলা বলটা ব্যাক হেড করে বরিস গোলরক্ষক ঋতিক তিওয়ারিকে দিতে গিয়ে গোলে ঢুকিয়ে ফেলতেই ৬১৫৯১-এর গগনভেদী চিৎকারে কেঁপে উঠল যেন গোটা সল্টলেক অঞ্চল। কে গোল করলেন, খেলার মান কেমন, দল কতটা ভালো খেলছে এই সব তো তখন নগণ্য। আসল তখন শুধু ওই গোলটাই। ৯৪ মিনিটে গ্রেগ স্টুয়ার্টের করা দ্বিতীয় গোলটা ঘরের মাঠে টানা এগারোটা জয় নিশ্চিত করা ছাড়া। সঙ্গে এফসি গোয়ার বিপক্ষে ফতোরদায় হারের মধুর প্রতিশোধ। গোটা টুর্নামেন্টে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ঘরের মাঠে একটা ড্র ছাড়া বাকি সব জয়ের সঙ্গে মাত্র দুইটি হার। এই অনন্য রেকর্ড আইএসএলে (আই লিগে মোহনবাগানের ছিল) আগে তো ছিলই না। আগামীতেও কেউ ভাঙতে পারবে কিনা তা ভবিষ্যৎই বলবে।

দলে এদিনও একাধিক পরিবর্তন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। তবে এদিন আর আনকোরা ফুটবলার নামানো নয়, বরং প্রথম একাদশ নামালেন একেবারে সেরাদের নিয়েই। সামনে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের সঙ্গে জেসন কামিংস নয়, নামলেন গ্রেগ স্টুয়ার্টকে। এছাড়া একমাত্র বিশাল কেইথকে বিশ্রাম দিয়ে আইএসএল মরশুমের প্রথমবারের জন্য মাঠে নামালেন ধীরাজ সিং মৈরাংথেম। হেড কোচ নিজের খেলোয়াড় জীবনে ছিলেন গোলরক্ষক। হয়তো সেই কারণেই এদিন ধীরজকে দেখে মনে হয়নি কোথাও আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে। প্রথমার্ধে একবারই উদান্তা সিং তিনকাঠির মধ্যে বল রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু ধীরাজের বিশ্বস্ত হাত প্রতিপক্ষকে উচ্ছ্বাসের সুযোগ দেয়নি।

বরং উচ্ছ্বাসের সুযোগ প্রথমার্ধে ছিল মোহনবাগানেরই। ৪৫ মিনিটে দিমিত্রির বাড়ানো বল থেকে দর্শনীয় গোল ছিল মনবীর সিংয়ের। কিন্তু গোল বাতিল হয় দিমির হ্যান্ডবলের জন্য। কার্ল ম্যাকহিউয়ের ট্যাকলের সময়ে বল হাত দিয়ে টেনে আনাটা রেফারি রাহুলকুমার গুপ্তা না দেখলেও দেখেন চতুর্থ রেফারি হরিশ কুণ্ডু। আসলে চিরকালই উৎসবের আবহে কিছু তাল কাটেই। মোহনবাগানেরও হয়তো নিজেদের মাঠে যতটা সংগঠিত ফুটবল খেলার ভাবনা ছিল, বাড়তি উত্তেজনায় আর তেমনটা হয়ে ওঠেনি। আসলে এদিনের ম্যাচটা ফুটবলারই হোক কী সমর্থক, সবার কাছেই ছিল শিল্ড জয়ের উৎসব পালনের দিন। গ্যালারিতে বহুকাল পরে ব্যান্ড-তাসার আওয়াজ! কলকাতায় গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ বলেই হয়তো এদিন এফএসডিএল-পুলিশ-ক্লাব ম্যানেজেন্ট সকলেই উদার। তবে তাতে খেলার মান একটুও বাড়েনি। বরং এদিন সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দেওয়া দুই দলের মাঝমাঠেই বল বেশি ঘোরাফেরা করেছে। উদান্তারটা ছাড়া ১৭ মিনিটে একটা ভালো সুযোগ ছিল গোয়ার। ইকের গুয়ারোটক্সিনা বল বাইরে মারেন। সন্দেশ ঝিঙ্ঘান আসার পর থেকেই গোয়া ডিফেন্স ভালো খেলছে। এদিনও ছিল রীতিমতো আঁটোসাঁটো।

এই ম্যাচের পর মানোলো মার্কুয়েজের দল তাদের অভিযান শেষ করল ৪৮ পয়েন্টে। এদিনের জয়ের পর আট পয়েন্টে এগিয়ে থেকে ৫৬ পয়েন্ট মোহনবাগানের ঝুলিতে।

মোহনবাগান : ধীরাজ, আশিস (দীপেন্দু), টম, আলবার্তো, আশিক, মনবীর, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ, লিস্টন, গ্রেগ (সুহেল) ও দিমিত্রিস (কামিংস)।

প্রথম গোলের পর টম অ্যালড্রেডের কোলে চড়ে উচ্ছ্বাস দীপেন্দু বিশ্বাসের। শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

এবার সিটিকে হারাল নটিংহাম

নটিংহাম, ৮ মার্চ : ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে যেন দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে ২০২৪-'২৫ মরশুম। দুই-তিন ম্যাচ জয়ের পরই হোঁচট খাওয়া যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দলের। শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তারা ০-১ গোলে হারল নটিংহাম ফরেস্টের কাছে। ৮৩ মিনিটে গোল করলেন ক্যালাম হাডসন-ওডোই। হেরে চার নম্বরে থাকল সিটি। ২৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪৭। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে নটিংহাম রয়েছে পয়েন্ট তালিকার ৩ নম্বরে। গত মরশুমে কোনওমতে অবনমন বাঁচানো নটিংহাম দৌড়াচ্ছে আগামী মরশুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র পেতে। অন্যদিকে, হেরে সিটির চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলা এখন প্রশ্নের মুখে। ম্যাচের পর গুয়ার্দিলার মন্তব্য, 'শেষ মুহূর্তের ভুলে হারলাম। বাকি ১০ ম্যাচের প্রতিটিই এখন আমাদের কাছে ফাইনাল।'

ব্যাটিং তাণ্ডবে নজির ইউপির

লখনউ, ৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সেই কথা মাথায় গোলাপি জার্সিতে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে শনিবার খেলতে নেমেছিল ইউপি ওয়ারিয়র্স। বাইশ গজের খেলাতেও গোলাপি শক্তির কামাল দেখিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ইউপি সর্বাধিক রানের নজির গড়ল। প্রতিযোগিতা থেকে আগেই ছিটকে যাওয়া ইউপি ৫ উইকেটে করল ২২৫ রান। বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের পরও জর্জিয়া ভল অপরাজিত থেকে গেলেন ৯৯ রানে (৫৬ বলে)। ওপেনিং জুটিতে গ্রেস হ্যারিসের (৩৯) সঙ্গে তিনি ৭৭ রানের জুটি গড়েন। এরপর কিরণ নাভগিরেও (১৬ বলে ৪৬) আক্রমণাত্মক ব্যাটিং চালিয়ে যাওয়ায় বেঙ্গালুরুর বোলাররা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাননি। ইনিংসটি খেলার পথে নাভগিরে ৫টি ওভার বাউন্ডারি মারেন। রানতাড়ায় নেমে সাবিনেনি মেঘানা (১২ বলে ২৭) শুরুতেই ঝড় তুললেও তা বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারেননি। স্মৃতি মান্ধানা আউট হন ৪ রানে। তবে ইউপি-কে জবাব দেওয়ার সঙ্গে বেঙ্গালুরুকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার দায়িত্বটা একার কাঁধেই নিয়ে লড়াই চালিয়েছেন রিচা ঘোষ (৩৩ বলে ৬৯)। শেষপর্যন্ত তাঁকে থামান দীপ্তি শর্মা। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বেঙ্গালুরু ১৬.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭১ রান তুলেছে।

ফাইনালে নন্দঝাড়

জলপাইগুড়ি, ৮ মার্চ : মিলন সংঘের বিধুভূষণ দেব ও রবীন্দ্রনাথ মিত্র ট্রফি মহিলা ফুটবলের ফাইনালে উঠল নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ। ফাইনাল সোমবার। শনিবার সেমিফাইনালে নন্দঝাড় টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে মোহিত স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। মিলন সংঘের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২-২ ছিল। নন্দঝাড়ের রাখি মণ্ডল ও অ্যাঞ্জেল ভুটিয়া গোল করেন। মোহিত নগরের গোল দুইটি সোহানী রায় ও সুজাতা টোপ্পোর। ম্যাচের সেরা নন্দঝাড়ের নন্দিতা দাস।

২০১২-'১৩ ব্যাচের জয়

দেওয়ানহাট, ৮ মার্চ : ধুমপুর হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে শনিবার ২০১২-'১৩ ব্যাচ ৮ উইকেটে ২০০৯ ও '১৮ সংযুক্ত ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০০৯ ও '১৮ প্রথমে ১০ ওভারে ৬৭ রান তোলে। ১১ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন ম্যাচের সেরা আশাদুল মিয়াঁ। ২০১২-'১৩ জবাবে ৩.৫ ওভারে ২ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। রাজু চন্দর অবদান ২৫ রান।

ম্যাচের সেরা আশাদুল মিয়াঁ। ছবি : তুষার দেব

শুভাশিস বসু লিগ শিল্ড নিতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলাররা। -ডি মণ্ডল

ফুল ছড়িয়ে দিমিদের অভ্যর্থনা সমর্থকদের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৮ মার্চ : ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। ইতিহাস গড়ে টানা দুইবার লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তাই মুহুর্মুহু আতশবাজি ফেটে উঠল গ্যালারি থেকে। সবুজ-মেরুন মশালে আলোকিত হয়ে উঠে যুবভারতী। সেইসময় ৬১ হাজার সবুজ-মেরুন সমর্থকের চিৎকারে উত্তাল যুবভারতী।

ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর হাতে শিল্ড তুলে দিলেন। সেইসময় আরও একদফা গর্জে উঠে গ্যালারি। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেনরা তাদের পরিবারের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। মোহনবাগানের বয়সভিত্তিক দলের খেলোয়াড়রাও এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন। তারা গিয়ে সিনিয়ার ফুটবলারদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে নিয়ে ট্রফি হাতে গোটা মাঠ ঘুরলেন বাগান অধিনায়ক। মোহনবাগানের পক্ষ থেকে কোনও উৎসবের আয়োজন না করা হলেও সমর্থকরা কিন্তু সেলিব্রেশনে কোনও খামতি রাখেননি। স্টেডিয়ামে টিমবাস ঢোকার সময় ফুল ছড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন দলকে অভ্যর্থনা জানান তাঁরা। ভিআইপি গেটের কাছে শিল্ডের রেপ্লিকা রেখে একটা সেলফি জোন তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে ছবি তোলার জন্য সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

ম্যাচ শুরুর এক ঘণ্টা আগে থেকেই স্টেডিয়ামের বাইরে সমর্থকদের লাইন ছিল চোখে পড়ার মতো। নিজেদের সবুজ-মেরুন রঙে রাঙিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন তাঁরা। দেখে মনে হচ্ছিল অকাল হোলি নেমে এসেছে যুবভারতীর সামনে। কারও হাতে ছিল পালতোলা নৌকা, কারও হাতে দেখা গেল শিল্ডের রেপ্লিকা। ড্রাম বাজিয়ে ক্রমাগত প্রিয় দলের নামে স্লোগান দিয়ে গেলেন তাঁরা। সোনারপুর থেকে পরিবার নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলেন সূর্য ঘোষ। তিনি এতটাই মনেপ্রাণে মোহনবাগানি যে, নিজের একমাত্র ছেলের নাম রেখেছেন আইএফএ শিল্ড জয়ী অমর একাদশের অভিলাষ ঘোষের নামে। শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। অসংখ্য মহিলা সমর্থককে এদিন মাঠে এসেছিলেন। সল্টলেকের বাসিন্দা পুষ্পিলা হালদার, খুশি হালদাররা এতদিন শুধু বন্ধুদের মুখে মোহনবাগান নিয়ে অনেক কথা শুনেছেন। এই প্রথমবার তাঁরা স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখলেন। স্টেডিয়ামের সামনে বসে কৃষ্ণা সরকার জার্সি বিক্রি করছিলেন। এদিন বিক্রিবাটা ভালো হওয়ায় তাঁর মুখে ছিল চওড়া হাসি। আসলে মোহনবাগানের সাফল্য একবিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছে পুষ্পিলা, কৃষ্ণাদের।

স্টেডিয়ামের ভিতরেও প্রায় একই চিত্র দেখা গেল। ম্যাচ শুরুর আগে এফসি গোয়ার পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় মোহনবাগানকে। ক্লাব ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে 'হোম অফ চ্যাম্পিয়ন্স' লেখা টিফো ম্যাচের অনেক আগে থাকতেই রাখা ছিল। ম্যাচ শুরুর সময় গোটা স্টেডিয়ামজুড়ে গোটা দশেক টিফো দেখা গেল। কোনও টিফোতে সাতটি ভারতসেরা মোহনবাগান দলের অধিনায়কদের দেখা গিয়েছে। আবার একটি টিফো অধিনায়ক শুভাশিসকে নিয়ে তৈরি হয়েছে। গোলরক্ষক বিশাল কেইথ সহ দলের ডিফেন্ডারদের নিয়েও একটি টিফো দেখা গিয়েছে। সব মিলিয়ে শনিবার যুবভারতী যেন আক্ষরিক অর্থে 'মোহনভারতী' হয়ে উঠেছিল।

নারী দিবসে চমক বৈশালীর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ : 'ভানাক্কম, আমি বৈশালী'- শনিবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এই লেখাটা ভেসে উঠে। আসলে এদিন ছিল আন্তর্জাতিক নারী দিবস। তাই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল মহিলাদের দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা হয়।

যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দাবাড়ু বৈশালী। নারী দিবস উপলক্ষ্যে তিনি মহিলাদের নিজেদের স্বপ্ন অনুসরণ করার বার্তা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এই মহিলা গ্র্যান্ড মাস্টার বলেছেন, 'আমি সকল নারীদের বিশেষ করে তরুণীদের উদ্দেশে একটি বার্তা দিতে চাই। যতই বাধা আসুক না কেন, তোমরা নিজেদের স্বপ্নকে অনুসরণ কর। তোমার আবেগ তোমার সাফল্যের পথ তৈরি করবে।'

প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পেরে উচ্ছ্বসিত বৈশালী। বলেছেন, 'নারী দিবসের দিন প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পেরে আমি আনন্দিত। আপনারা জানেন, আমি দাবা খেলি এবং অনেক প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত।'

এদিকে, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশ মনে করেন, করোনার সময় ভারতীয় দাবার উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'করোনার সময় বিশ্বনাথন আনন্দ একটি অ্যাকাডেমি তৈরি করেছিলেন। আমি নিজে ওই অ্যাকাডেমির ছাত্র ছিলাম। ওইসময় কোনও প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু ওখানে অনুশীলন করে আমাদের মতো প্রতিভাবান দাবাড়ুদের অনেক উন্নতি হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারও গত কয়েক বছরে দাবার জন্য অনেক কিছু করেছে।'

জিততে হলে সুনীলকে প্রয়োজন : মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চ : এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করতে হলে সুনীল ছেত্রীকে প্রয়োজন। কোনও দ্বিধা না করে শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সঙ্গে ম্যাচের পর তাঁকে সুনীলকে কেন ডাকা হল, এই প্রশ্নের উত্তরে মানোলো বলেছেন, 'আমি জানি সবার মনেই এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে। আপনারা সবাই দেখেছেন, হায়দরাবাদ বা অন্যান্য জায়গায় ফ্রেন্ডলি ম্যাচের সময়ে কিন্তু আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। কিন্তু এবার আমরা যে টুর্নামেন্টটা খেলব, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করতে হলে এখানে আমাদের জিততেই হবে। আর এটাও সবার জানা যে, সুনীলই এই আইএসএলে ভারতীয়দের মধ্যে সবাধিক গোলদাতা, ব্রাইসন (ফার্নান্ডেজ) দ্বিতীয় ও শুভাশিস (বসু) তৃতীয়। তাহলে বলুন এঁদের ছাড়া আমার চলবে কীভাবে?' তিনি আরও বলেছেন, 'সুনীল কিন্তু সুনীলই। জিততে হলে ওকে প্রয়োজন এটা অস্বীকার করার কোনও জায়গাই নেই।' এই বিষয়ে কোনও সমালোচনায় তিনি কর্ণপাত করছেন, এটাও বুঝিয়ে দেন।

সুপার ডিভিশনে টাই

ম্যাচের সেরা সঞ্জীব মোদক। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার ভারতমাতা ক্লাব ও ব্যায়ামাগার এবং তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ম্যাচ টাই হয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে তুফানগঞ্জ ৩৫ ওভারে ১৬৩ রানে অল আউট হয়। রাহুল ঘোষ ৪৪ রান করেন। সায়ন সিং ৫৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ৩৯.৩ ওভারে ভারতমাতাও অল আউট হয় ১৬৩ রানে। ম্যাচের সেরা সঞ্জীব মোদক ৬৫ রান করেন। দিবাকর ভাদুড়ির শিকার ৩৮ রানে ৩ উইকেট। রবিবার খেলবে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব ও এমজেএন ক্লাব।

জগবন্ধুর ৫

মালবাজার, ৮ মার্চ : সৎকার সমিতি প্রিমিয়ার লিগ শনিবার ডিয়ার ইলেভেন ৪ উইকেটে হারিয়েছে ডামডিম ইলেভেনকে। প্রথমে ডামডিম ১০.৩ ওভারে ৯০ রানে সব উইকেট হারায়। জবাবে ডিয়ার ৯.১ ওভারে ৬ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ডিয়ারের জগবন্ধু রায় ৫ উইকেট নিয়েছেন।

মহবতের ৫ উইকেট

ক্রান্তি, ৮ মার্চ : ক্রান্তি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শনিবার ক্রান্তি নাইট রাইডার্স ১০ উইকেটে ফিনিক্স একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে ফিনিক্স ৯.৩ ওভারে ৩৫ রানে অল আউট হয়। হীরক রায় ও জ্যাকি সেন ৩ উইকেটে পেয়েছেন। জবাবে নাইট রাইডার্স ৩.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৩৬ রান তুলে নেয়। সাহেব রায় ২৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা নাইট রাইডার্সের হীরক রায়।

অন্য ম্যাচে স্টার ইলেভেন ক্রান্তি ৫ উইকেটে নিউ ক্রান্তি টাইগার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে টাইগার্স ১২ ওভারে ৯৮ রানে অল আউট হয়। মহবৎ আলি ৪৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা নুর আলম ২০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে স্টার ১০.১ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৯ রান তুলে নেয়। সাইবুল ইসলাম ২২ রান করেন। মহবৎ ৩৪ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট।